আল - জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়ার বার্ষিক মুখপত্র

আল-মিসবাহ

নবম সংখ্যা : ২০১৬-১৭

বদরপুর :: করিমগঞ্জ :: আসাম :: ভারত

সম্পাদক :

মোহাম্মদ ফজলুল হক্ব
আল-জলিলী

AL-MISBAH

A Student's Yearly Magazine of Al-Jamiatul Arabiatul Islamia, Badarpur

Published 2016-17, Edited by Fazlul Hoque, Al Jalili

আল জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়ার

বার্ষিক মুখপত্র

আল-মিসবাহ

নবম সংখ্যা ২০১৬-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

পৃষ্ঠপোষক

হযরত আল্লামা তৈয়ীবুর রহমান বড়ভূইয়া সাহেব

(ডং. এম. এম., এম.এ, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

আমীরে শরীয়ত ও আমীরে নদওয়াতুত তামীর উত্তর পূর্ব ভারত।

সভাপতি-পরিচালনা সমিতি, দেওরাইল টাইট্ল মাদ্রাসা, বদরপুর

মুখ্য উপদেষ্টা

হযরত মওলানা ফরিদ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী সাহেব

(জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

অধ্যক্ষ - দেওরাইল টাইট্ল মাদ্রাসা, বদরপুর

হযরত মওলানা ইউছুফ আলী সাহেব

(জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

শায়খুল হাদিস, - দেওরাইল টাইট্ল মাদ্রাসা, বদরপুর

সম্পাদক

মোঃ ফজলুল হক্ব

(আল-জলিলী)

Rs. 55/-

উৎসর্গ

শিক্ষা জগতের 'ইনকেলাব' আল-জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া খ্যাত দেওরাইল টাইট্ল মাদ্রাসা সাহাবা যুগ আনয়নের বাহক হোক, সমাজে পরিবর্তনের জোয়ার বয়ে আনুক, লক্ষ্য পানে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে আসুক, মহা সত্যের আলো দানে যুগের পর যুগ ধরে স্বমহিমায় ঠিকে থাকুক। এই কামনায় –

আলজামিয়ার স্থপতি, প্রথিতযশা ইসলামি পণ্ডিত, দুঁদে রাজনীতিবিদ, যুগশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, আসাম বিধান-সভার কয়েক দশকের সদস্য মওলানা আব্দুল জলীল চৌধুরী (রহঃ) এবং জামিয়ার আঙ্গিনায় সত্যের আলো, দ্বীনের আলো বিতরণ করেছেন (শিক্ষকমণ্ডলি) আর যাদের শুভ প্রচেষ্টার "আলজামিয়া" এই রূপে এসেছে। কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে নেই। এসব মহান ব্যক্তিদের আত্মার চিরশান্তি ও পরকালীন কল্যাণার্থে –

আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার মূর্তপ্রতীক, বিশ্ববরেণ্য ইসলামি পণ্ডিত, সর্বজন শ্রদ্ধেয় উত্তর পূর্ব ভারতের আমিরে শরীয়ত আল্লামা তৈয়ীবুর রহমান বড়ভূইয়া সাহেবের দীর্ঘায়ু কামনার্থে–

Moulana Tayebur Rahman Barbhuiya
M.A. (Gold Medalist) M.M; Bisharad; National Awardee
Ameer-E-Shariat N.E. India.
Ameer-E-Nadwatut Tameer, N.E. India.
Member, Working Committee, All India Muslim
Personal Law Board New Delhi & Member Majlise Intejamia
Nadwatut Ulama, Lucknow

At & P.O :- Rangauti - 788155
Dist. Hailakandi, Assam, India
cellone : 9435078923

Ref. No.............................   Date:.................

MESSAGE

It gives me immense pleasure to know that Al Misbah, the Annual Magazine of Al Jamiatul Arabiatul Islamiais going to be published soon. At Jamia is the leading Islamic institution in the North East India to which I have a deep association since a long. It has the glory of deep touch with famous Islamic personality like Morhoom Ameer E Shariat Moulana Abdul Jalil Choudhury whose contribution is still worthly of imitation. Al Misbah means a focusing lamp and hope each and very article published in this magazine will bear light of wisdom to remove darkness of ignorance from minds of it's rcaders. It is definitely a matter of encouragement for those promising youths whose article are published here. Publication of Annual Magazine is a bold attempt from the parts of the students of the institution which deserves high appreciation.

(Moulana Tayebur Rahman Barbhuiya)

EDUCATION RESEARCH & DEVELOPMENT FOUNDATION

ERDF Bhawan, Sijubari Road, Hatigaon, Dispur, Guwahati - 781038

Telefax : 0361 - 2235768/ 2235769 / 98540-26806 Email :- erdf@rediffmail. com

Message

I am happy to learned that Deorail Title Madrassa, Badarpur, Assam is bringing out 'Al-Misbah' the Annual magazine of the union. Deorail Title Madrassa one of the oldest Madrassas in North East of India has been spearheading Islamic education for more than 70 years. The Madrassa during its ling period of existance has produced many Islamic scholars and luminaries who have contributed for education, social empowerment, brotherhood humanity and sprituality.

Writing is one of the most power full tools propagate and preserve knowledge for the humanity and to serve the cause of Islam. Islamic scholars, scientists, matematicians, astronomours, geographars and philosophers in golden era. of Islam have contributed hugely in their respective field of activities and preserved their knowledge through the medium of writing. But now this art of writing is on the decline in the Islamic world. I am sure the 'Al-Misbah' will provid the students of Deorail Title Madrassa a platefrom to hone their writing skills and produce generation of writers, Islamic scholars and thinkers.

I congratulate the editorial board of the magazine for their Noble effort. My greetings and best wishes for all those who have contributed their writings to the magazine. I wish the magazine all the successs.

Date : 17th Dec. 2016

Mahbubul Hoque,
Chancellor, USTM
& Chairman, ERDF, Ghy

OFFICE OF PRINCIPAL

DEORAIL TITLE MADRASSA

P.O- BADARPUR, DIST. -KARIMGANJ (ASSAM) PIN - 788806

(MOULANA) FARID UDDIN AHMED CHOUDHURY

(M.M. National Awardee)

PRINCIPAL

আল- জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া খ্যাত দেওরাইল টাইটেল মদ্রাসার স্নেহশীয় ছাত্ররা প্রতিবারের ন্যায় এবার ও মদ্রাসার বার্ষিক অনুষ্ঠান "খতমে বুখারী" উপলক্ষে তাদের প্রতিবার বিকশিত মুখপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ায় আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। ছাত্র জীবন বিভিন্ন জ্ঞান লাভের সময়। শুধু পাঠ্য পুথির মাধ্যমে বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁরা কিছু করেছেন লেখক, সাহিত্যক, ইতিহাসবিদ হয়েছেন। তাঁরা ছাত্র জীবন থেকে লেখার অভ্যাস করেছেন। যাদের লেখার অভ্যাস নেই। তাঁদের জ্ঞান ভাঁণ্ডারে আপন অঞ্চলেই সীমিত সময়ে থাকবে। আর কলমের কথা দেশ বিদেশে যুগের পর যুগ ধরে ঠিকে থাকবে। মানুষ উপকৃত হবে। দেশ ও জাতির উন্নতি হবে।

সুপ্রিয় ছাত্ররা যেভাবে কলম হাতে নিয়েছে আতে ইসলামের সভ্যতা, উজ্জ্বল ভাবমূর্তি কিছুটা হলেও প্রসারিত হবে। বর্তমান সময়ে ইসলামের উপর যে ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমন আসছে, তখন আমার ছাত্ররা সত্যের কান্ডারী এবং কলম সৈনিক হয়ে গড়ে উঠার প্রয়াস চালাচ্ছে। ধীরে ধীরে তারা কলমের মাধ্যমে সত্যকে তুলে ধরবে বিশ্ব বাসীর কাছে। তাঁরা সত্যের কাণ্ডারী এবং কলম সৈনিক হয়ে গড়ে উঠুক। তাদের এহেন শুভ প্রচেষ্টা শুভ হোক, আজকের এই পূণ্যময় লগ্নে এটাই কামনা। ছাত্রদের চূড়ান্ত পরীক্ষা আসন্ন, তার ফাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যারা মুখপত্রকে এইরূপে উপস্থাপন করেছে তাদেরকে জানাই ধন্যবাদ। থানাই তাদের, যারা মুখপত্রের প্রথম থেকে শেষ অবধি ঐক্যান্তিক ভাবে দায়িত্ব পালন করেছে সম্পাদক - ফজলুল হক সহ - সম্পাদক ছালেহ আহমেদ, আমিরুল হক তাপাদার কে। সাথে সাথে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

হার্দিক ধন্যবাদ জানাই, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে মুখপত্র "আল-মিসবাহ"র নবম সংখ্যা পাঠক কুলের হাতে তুলে দিতে পেরেছে, তার এহেন কৃতিত্বের জন্য আমি অনেক আনন্দিত। তার কলম দেশের ঐক্য সম্প্রীতি রক্ষার্থে অপশক্তি আর অপসংস্কৃতি দমন করতে শত সৈনিকের ভূমিকায় গর্জে উঠুক, জ্ঞান গরিমা বহুরূপে বৃদ্ধি হোক। অজানা জ্ঞান আসুক তাদের আয়ত্বে। অর্জিত জ্ঞান জীবনে বাস্তবায়িত হোক। তাদের ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় হযরত শ্বায়খ বদরপুরী (রহঃ)র সু-স্বপ্ন সাহাবাদের যুগ (দেওরে সাহাবা) ফিরে আসুক জগতে। এই কামনায় —

মোঃ ফরিদ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী

মওলানা ফরিদ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী

অধ্যক্ষ

দেওরাইল টাইটেল মাদ্রাসা, বদরপুর

তারিখ - ০১-০১-১৭

আল-জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়ার শ্বায়খুল হাদিস হযরত মওলানা ইউছুফ আলী সাহেবের

'অভিমত'

প্রদীপ প্রজ্বলনের পর যে-ভাবে অন্ধকার দূর হয়, তেমনি জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত হলে মানুষের মধ্য থেকে মূর্খতার অন্ধকার দূর হয়ে যায়। তেমনি পরিবর্তনের বাহক ছাত্র সমাজ হাতে কলমে গড়ে উঠে যেথায় উকি দেবে, সেথায় বাসবে পরিবর্তনের জোয়ার। ঐতিহ্যমণ্ডি ত আল-জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া খ্যাত দেওরাইল টাইটল মাদ্রাসার বার্ষিক অনুষ্ঠান ও খতমে বুখারী উপলক্ষে তাদের মননশীল লেখনি দিয়ে একখানা মুখপত্র প্রকাশ করেছে জেনে আমি অতিশয় আনন্দিত। তাদের এহেন শুভ প্রয়াস আর অধ্যবসায় সমাজে সত্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করবে। স্নেহাশীষ ছাত্ররা আগামী দিনে এধরণের লিখিত আলকপাতের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ ডেকে আনবে। সুসাহিত্যিক, সুলেখক, সমাজসেবী হয়ে শিরমণি সরূপ গড়ে উঠুক। উত্তর পূর্ব ভারতের "ইনকেলাব" আল জামিয়া আপন লক্ষ্যে পৌছতে তারা হোক বাহক। তাদের মাধ্যমে হযরত শ্বায়খ বদরপুরী (রহঃ)-র কর্ম প্রয়াস দুনিয়ার আনাচে-কানাচে পৌছে যাক। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে বিনয়ী প্রার্থনা।

ভবিষ্যতে সু-প্রিয় ছাত্ররা এধরণের মুখপত্র প্রকাশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে। আশাবাদী.. মুখপত্র "আল-মিসবাহ"— কে এই রূপে সাজাতে যারা সাহায্য করেছেন তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। বিশেষ করে মুখপত্রের সম্পাদক এবং সহ সম্পাদকদ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার সত্যিই উল্লেখযোগ্য। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

ইউছুফ আলী

(মোঃ ইউছুফ আলী)

শ্বায়খুল হাদিস

দেওরাইল টাইটল মাদ্রাসা, বদরপুর

সূচী পাতা

প্রথম অধ্যায় - বাংলা প্রবন্ধ

কবিতা গুচ্ছ

দ্বিতীয় অধ্যায় - ইংরাজী প্রবন্ধ

তৃতীয় অধ্যায় - উর্দু প্রবন্ধ

চতুর্থ অধ্যায় - একনজরে আল-জামিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকীয় কলমে

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার যার কৃপা আমাদের জীবনের একমাত্র পাথেয় ।

মহান পরম করুণাময়ের নির্দেশের তালে-তালে কখন পরস্পরের মিলনে মধুর, আবার বিচ্ছেদে কঠোর, নিষ্ঠুর পাষান। সে যাই হোক, সৃজিলেন যিনি এ ভূবনে, তার শান - এ শয়নে, আর তারই চরণে মোর সব কিছু।

সু:খ-দু:খ, জীবন-মরণ সব তারই চয়ণে। মেনে নিতে হয় নত:শীরে অপ্লুত মনে। প্রতি বছর দেওরাইল দারুল হাদিস থেকে যথারীতি ইলমে দ্বীনের বাহক কে মহা নবীর মহান বাণী হাঁদিস শাস্ত্রের ইজাযাত-শিরোপা অর্পন করে বিদায় জানানো হয়ে থাকে। সেই প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্যথিত মনে, অশ্রু সজল নয়নে, দু:খ দূর্ণ হৃদয় আর কম্পমান দেহ নিয়ে সেই বিদায়ী ট্রেইনের প্লেইট ফর্মে আমিও খাড়া। সঙ্গে আমার বিদায়ী ভ্রাতা গণ। চলমান রীতি বাস্তবতাকে সম্মান জানিয়ে বাধ্য হলাম গ্রহণ করতে বিদায়।

সে যাই হোক বিদায়ী বছরে "আল-জামিয়ার" শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডুলী, তুলাবায়ে ইলমে নবুওত অনুজ প্রতিম ছাত্রদের পক্ষ থেকে মুখপত্র সম্পাদন করার গুরুদায়িত্ব আমার মত অধমের উপর বর্তায়।কখনো ভাবিনি যখন পেয়েছি, সীমিত জ্ঞান আর নিজের অক্ষমতাকে নিয়ে দায়িত্ব পালনে ব্রতি হয়েছি।

একথা চিরন্তন সত্য যে, বর্তমান যুগ কলমের যুগ। মানুষের চেতনার বিপ্লব আনার মহৎ অস্ত্র হল দুটি – বাকশক্তি এবং কলমি শক্তি। বাকশক্তি প্রচার ও প্রসারের উল্লেখ যোগ্য মাধ্যম হল - কলম।

কলম যা করতে পারে তরবারী ও তা করতে পারে না। কোন জাতির পটভূমি জানতে হলে প্রয়োজন ইতিহাসের, আর ইতিহাস রচিত হয় একমাত্র কলম দ্বারা। আবার যদি কোন জাতির মধ্যে কলমি শক্তির অভাব হয়, তাহলে ধীরে ধীরে তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যেভাবে আমাদের অবস্থা হয়েছে আজাদির ইতিহাসে। কিন্তু মুসলমানদের একমাত্র অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ "আল-কোরান" এর প্রথম বাক্যটি হচ্ছে "পড় তোমার স্রষ্টার নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আর তৃতীয় বাক্যটি হচ্ছে "পড় যিনি তোমাদের কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, অতএব কলমের গুরুত্ব অপরিসীম।" কিন্তু বড় আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয় গণতান্ত্রিক বৃহত্তর এদেশে কলম সৈনিকের বড়ই অভাব দেখা দিয়েছে। যার ফলে কলম দ্বারা আজ সত্য এবং পবিত্রতাকে অসত্য আর অপবিত্র করার অপচেষ্টা চলছে। ইসলাম পবিত্র এবং আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। সত্য ও কল্যাণের ধর্ম । ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলামকে কলুষিত করার অপচেষ্টার খামতি করছে না। সুতরাং ইসলামের ধারক দেশ ও জাতির পরিবর্তনের বাহক ছাত্র-সমাজ নির্ভীক কলম সৈনিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।

মিত্র সাজা শত্রুদের হাত থেকে 'কলম' আমাদের হাতে আনতে হবে। জন্ম ভূমির জন্য পূর্বসূরী শহীদদের অনুসরণ করতে হবে।

সতীর্থ ভাইয়ের স্বার্থে নিজেকে কিছু ত্যাগ-তিতিক্ষা করতে হবে। দেশের স্বার্থে প্রতিবাদে সেচ্ছার হতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বীরের মত গর্জে উঠতে হবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। অতএব ছাত্র জীবন কলম ধারণের শুভ প্রচেষ্টা সময়ের ডাক।

মাদ্রাসার বার্ষিক অনুষ্ঠান "খতমে বুখারী" উপলক্ষে উম্মোচিত মুখপত্র "আল-মিসবাহ" যে সব বিশিষ্ট জন আল-জামিয়ার অনুজ প্রতিম তুলাবায়ে ইলমে নবুওত ভ্রাতৃবৃন্দ তাদের প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রতিবার বিকশিত লেখনির মাধ্যমে এ সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছেন। নানাবিদ সাহায্য করেছেন তাদেরকে জানাই হার্দিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই বিদায়ী ভ্রাতৃবৃন্দ

আর মাদ্রাসার ছাত্র সংসদের প্রতি। আর শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করি যাদের ছত্রছায়ায় ঐক্যান্তিক স্নেহ-মমতায়, নিরলস প্রচেষ্টায়, দোয়া ও আশীর্বাদে ছাত্র জীবন ধাপে-ধাপে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েছি।

দারুল হাদিসের শায়খুল হাদিস উস্তাদ মহতরম মওঃ ইউছুফ আলী সাহেব। বর্তমান অধ্যক্ষ হজরতুল উস্তাদ মওঃ ফরিদ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী সাহেব, সমন্বয়ে শ্রদ্ধার পাত্র সকল সুমহান শিক্ষক বৃন্দ (আছাতিঝায়ে কেরাম)-র কাছে চিরকৃতজ্ঞ চিরঋণী। তাদের অমূল্যদানের বিনিময় জীবন ভর প্রত্যাশা করেও পরিশোধ করতে পারব না। পরিশেষে আপনাদের দোয়া ও আশীর্বাদ নিয়ে যেন বেঁচে থাকি চিরদিন।

শেষ কথা - এই মুখপত্র সম্পাদনার কাজে কোন প্রকার খামতি করিনি। তবুও ছোট্ট বিবেক সীমিত জ্ঞান নিয়ে যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। একান্ত সাধ ছিল নির্ভুল মুখপত্র প্রকাশ করার। কিন্তু সাধ্য সীমিত বলেই অনিচ্ছাকৃত ভুলের আশংকা প্রবল। তবুও পাঠক কুলের হস্তে স্মরণিকা তুলে দিতে পারায় সত্যিই আনন্দিত। আমার মাদ্রাসা জীবনের অন্তিম মূহুর্তে হুজুর গণের নির্দেশ তথা ছাত্র ভাইদের একটি অনুরোধ যথাসাধ্য পালন করতে পেরে বেজায় খুশি। গঠন মূলক মনোভাব আর ক্ষমার দৃষ্টিতে সুহৃদয় পাটককুলকে মুখপত্র পাঠের সদোর আমন্ত্রণ জানাই।

পরিসমাপ্তিতে স্মরণিকার সটিক প্রতিফলনের গভীর প্রত্যাশা রেখে সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারক বাদ ও বিদায়ী সালাম।

ধন্যবাদান্তে
মো: ফজলুল হক
বিদায়ী ছাত্র
দেওরাইল টাইটেল মাদ্রাসা, বদরপুর

——oooo——

* ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা বিচারের দিন একে অন্যের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে! শুধু মাত্র ধার্মিক বন্ধুরা ছাড়া (আল ক্বোরআন)

* শিক্ষাই শক্তি, শিক্ষাই মুক্তি, শিক্ষাই ঐক্য, শিক্ষাই আলো, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

* শিক্ষার শেকড়, তেতো হলেও এর ফল সুমিষ্ট।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা রাসুল (সঃ)

হাফিজ শরিফ উদ্দিন
বিদায়ী ছাত্র

শান্তি, সম্প্রীতি, উদার ও পরমত সহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম। ইসলাম আগমনের পূর্বে এই পৃথিবী অশান্তির চরম দুঃসময় অতিক্রম করেছল। মানুষ থকিয়াছিল একজন মুক্তিকামী মানবের দিকে। আল্লাহ তাআ'লা তার পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ করেন - "আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ।" আল্লাহ তাঁকে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেন "বলুন- হে মানব জাতি আমি তোমাদের ,সবার জন্য আল্লাহর রাসুল।" রাসুল (সঃ) বলেন, "আমার আগে প্রত্যেক নবীকে পাঠানো হত বিশেষ করে প্রত্যেকের নিজ নিজ জাতির জন্য, কিন্তু আমাকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানব কুলের জন্য" (বুখারী ও মুসলীম)। কাজেই তার দেওয়া আদর্শই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে, একথা নিশ্চিত। মহানবী (সঃ) এর আদর্শ বিশ্বজনীন ও চিরন্তন। শান্তি, সম্প্রীতি, উদার ও পরমত সহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলামে গোঁজামিল, চরমপন্থা, বোমাবাজ ও সন্ত্রাসের স্থানই নেই। সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলামের আগমন। ধর্ম, বর্ণ, উচুঁ-নিচু, সাদা, কালো, নর-নারী সবার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক যুগান্তকারী রেখা নির্ণয় করেছে ইসলাম। আল্লাহতা'আলা কোরাআনে স্পষ্ট ভাষায় বলেন – "হে বিশ্ববাসীগণ ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হও, আল্লাহ-র স্বাক্ষী স্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজের বিরুদ্ধে, পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, ধনী-দরিদ্র সবার বিরুদ্ধে যেতে হয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের অভিবাবক।" অপর আয়াতে ইরশাদ "এবং তুমি নিজের আত্মীয় স্বজনকে দূর্নীতির কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করে দাও।" ইসলামে জেহাদ আছে, গোঁড়ামি নেই। প্রতিশোধ আছে সন্ত্রাস নেই। ব্যবসা আছে, সুদ নেই, বেতন আছে, ঘোষ নেই, দূর্নীতি নেই ও মিথ্যার আশ্রয় নেই। অসহায়ের সাহায্য, রোগীর সেবা, বিপদ গ্রস্থ মানুষের পাশে দাড়ানো, সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেদ করা ইসলামের আদর্শ শিক্ষা। একটি আদর্শ শিক্ষা যেমন – একজন মানুষ বা একটি জাতিকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছায়, ঠিক তার বিপরিত অর্থ হল আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা একটি জাতিকে ধ্বংসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে। এক্ষেত্রে প্রিয় নবী (সঃ) আগত জাতিকে সত্যের পথে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য তার প্রিয় সাহাবাদের তিনি গঠন করেছিলেন একেকজন আদর্শ মানুষ ও আদর্শ প্রশিক্ষক হিসাবে।

নবুওতের দশম সালে মক্কার কাছে আকাবা নামক স্থানে ছয়জন খাজরাজ বংশীয় মদিনাবাসীর সঙ্গে রসুল (সঃ) এর সাক্ষাৎ হলে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাণ স্পর্শী ভাষায় তাদের আহ্বান করলেন সত্যের পথে, আলোর পথে তথা এক আল্লাহর পথে আসতে। মদিনাবাসী তাঁর সে আহ্বানে মুগ্দ হয়ে ইসলাম গ্রহন করেন। পরের বছর ঐ একই স্থানে তারা আরো ছয়জন কে নিয়ে উপস্থিত হলে রসুল (সঃ) তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন তা নিম্নে উদ্বৃত হলো — ১। "আমরা আল্লাহর এবাদত করবো এবং কাউকে আল্লাহর শরিক করবো না।" ২। আমরা চুরি করবো না। ৩। আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হবো না। ৪। আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততীকে হত্যা করবো না। ৫। আমরা কাহারও নিন্দা করবো না। ৬। আমরা প্রত্যেক সৎ কর্মে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কে অনুসরণ করবো এবং সুখ-দুঃখে তার অনুগত থাকব। এই প্রতিশ্রুতি যেমন একদিকে তদান্তীন আরব সমাজের জন্য দুনীর্তি ও অনাচারের উল্লেখ করে তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য ইসলামের মহান আদর্শের সাক্ষ্য বহন করে, অন্যদিকে এমন একটি সাক্ষ্য বর্তমান সমাজে অপরিহার্য হয়ে

পড়েছে। ইসলাম জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার এক অবিস্মরণীয় নীতি-নির্ধারণ করে অতুলনীয় সংস্কার সাধন করেছে। রাষ্ট্র নীতি, পৌর নীতি, বিশেষ করে যুদ্ধ নীতি - যা বর্তমান বিশ্বের এক কলঙ্কিত অধ্যায়, যা মানব ইতিহাসে বর্বরোচিত কালো ইতিহাস হয়ে থাকবে। যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলাম যে নীতি নির্ধারন করেছেন তা আজ অপরিহার্য ঝাঞ্চা বিক্ষুদ্ধ বিশ্বে।

যদি তা মানা হয় তাহলে যুদ্ধ হত অতচ ধ্বংস হয়ে যেত না একটি জাতি, দেশ। পঙ্গু হত না ফুলের মত নিষ্পাপ শিশুদের। কিন্তু আজ বড় দুঃখ হয়, যাহারা মানব বিদ্বংসী অস্ত্র তৈরি করে। মিথ্যা অযুহাত দিয়ে যুদ্ধ নামক দানবের কালো হাত প্রসারিত করে একটি জাতির উপর দেশটির আগামী প্রজন্মের যেন উথান না হতে পারে তার জন্য। কালো হাত কে প্রসারিত করে নিষ্পাপ শিশুদের উপর। পিতার সোণালী স্বপ্ন আর মায়ের আশার প্রদীপকে নিবিয়ে দিয়ে শিশুগুলিকে বিকলাঙ্গ করে তাদের উপর চাপিয়ে দেয় এক কষ্টসাধ্য জীবন। বা তাহারই পালন করে বিশ্ব শিশু দিবস। এ তাদের সঙ্গে উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাসুল (সঃ) বলেন - "যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমরা নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদের হত্যা করবে না।" (মুসলীম শরিফ) আর আল্লাহ তা'আলা কোরআনে ঘোষণা করেছেন "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ গ্রহন করেছে তোমরা আল্লাহর পথে আল্লাহর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্গন করো না নিশ্চয় সীমালঙ্গন কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।" অত্যাচরীদের বিরুদ্ধে অভিযান না করলে জগত হতে ন্যায়, ধর্ম, সততা ও মনুষ্যত্বের লবই মুছে যেতো, অথচ কত সতীর সতীত্ব, কত নিরীহ নর-নারীর ধন প্রাণ সম্রম লুন্টিত হত। ইসলামি শাসন না থাকায় আজ তাই হচ্ছে। "ক্ষমা" ইসলামের এক অন্যতম আদর্শ। মক্কা বিজয়ের দিন রসুল (সঃ) কাফির, মুসরিকদের রক্তে মক্কানগরীতে বন্যা বইয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি (সঃ) বলেন "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।"

রসুল (সঃ) জীবনে ঘাত-প্রতিঘাতকে দূরে ঠেলে তার প্রিয় উম্মতের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দিয়ে গেছেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন শিশুর অধিকার শ্রমিকের অধিকার। তিনি (সঃ) বলেন - "শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরী আদায় করো"

হাদিসে ইরশাদ "এক ব্যক্তি রসুল (সঃ) দরবারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ব্যাক্তি আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী ? তিনি বললেন - তোমার মা। পুনরায় সে বলল, তারপর কে ? তিনি বললেন তোমার পিতা ও আত্মীয় স্বজন।"

বিদায় হজের বাসনে রসুল (সঃ) বলেছিলেন, 'হে লোক সকল, তোমরা শুনো! আইয়ামে জাহিলিয়াতের সকল কু-সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অনাচার আমার পায়ের তলায় পৃষ্ঠ হলো। সবাই আদম সন্তান, সুতরাং কোন অনারবের উপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' দ্বীনের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ী নেই যার যার ধর্ম সে নির্বিঘ্নে পালন করবে। চুরি, ডাকাতি, ঘোষ, দুর্নীতি, হত্যা, মদ্যপান, জোয়া, সুদ, ব্যভিচার, অনাচার, নারী নির্যাতন এগুলো পাপ, জাগতিক আইনে ও আল্লাহর বিধানে।

ন্যায় ও শান্তির চির কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ইসলাম আজও বিশ্ব মানবতাকে সত্যের পথে আহ্বান জানায়। আল্লাহতা'লা আমাদের দান করুন সত্য, সুন্দর, স্বচ্ছ, নির্মল সন্ত্রাস মুক্ত আলোকোদ্ভাসিত বিশ্ব।

*****

উত্তর পূর্ব ভারতের মনীষী হিসাবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব মওলানা আব্দুল জলীল চৌধুরী (রঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মোঃ জামিল আহমদ লস্কর
২য় বর্ষ ২য় বিভাগ

সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম, আব্দুল জলীল চৌধুরী। পিতা মোঃ আসগর চৌধুরী এবং মাতা শামসুন্নেছা চৌধুরী। বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার রেঙ্গা পরগণার তুর্কখলা গ্রামে ১৯২৫ সালে তাঁর জন্ম হয়।

শিক্ষা ঃ- প্রকৃত ভাবেই শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। স্থানীয় দাউদপুর মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য সিলেট সরকারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৩৯ সালে কৃতিত্বের সাথে বৃত্তি লাভ করে তিনি ফাযিল পরিক্ষায় পাশ করেন। পরে ১৯৪১ সালে তিনি প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রৌপ্য পদক লাভ করে টাইটেল পাশ করেন। সিলেট সরকারী মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করে হাদিস শাস্ত্রে অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করার জন্য বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি পরিক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সেখানে বৃত্তি লাভ করেন। এক বছর হাদিস শিক্ষা অধ্যয়নের সাথে সাথে তাজয়ীদ শিক্ষা লাভ করে সেখান থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে বাড়ি ফিরেন।

কর্ম জীবন ঃ- উচ্চ শিক্ষা লাভ করে নবীন আলীম আব্দুল জলীল এর প্রথম কর্ম জীবন শুরু হয় সিলেট হাই-স্কুলের ফার্সি শিক্ষক হিসাবে। পরে তিনি যশোহর আলিয়া মাদ্রাসায় প্রিন্সিপাল হিসেবে কিছুদিন কাজ করে তিনি ফুলবাড়ী আযিরিয়া সিনিওর মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তার পর উপ মহাদেশ বিভক্তের পর ১৯৪৭ সালে হিজরত করে ভারতের আসাম রাজ্যের বদরপুরে আসেন।

বদরপুরবাসী দ্বীন দরদী মুসলমানগণ দেওরাইল আলিয়া মাদ্রাসা নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে দেওরাইল দারুল হাদিস বা দেওরাইল টাইটেল মাদ্রাসা নামে পরিচিত লাভ করে। ১৯৪৭ সালে উপ মহাদেশ বিভক্তির ফলে এই মাদ্রাসার মশহুর মহদ্দিছ আল্লামা মুশহিদ আলী বায়মপুরী (রঃ) পাকিস্থানে চলে গেলে সেই পদটি খালি হয়। ফলে হাদিস শিক্ষা দানে সংকট দেখা দেয়। সেই সংকটে হজরত মওলানা ইয়াকুব (রঃ) এর অনুরোধে এবং শায়খুল ইছলাম মদনি (রঃ) এর অনুমোদন ক্রমে হজরত আব্দুল জলীল চৌধুরী (রঃ) ১৯৪৭ সনের ১লা অক্টোবরে দারুল হাদিসে যোগ দান করেন। যোগদানের পরেই তিনি এ মাদ্রাসাকে বিশ্ববিখ্যাত ইছলামিক প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের অনুকরনে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নতি করার প্রয়াস পান। তারই ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠার ফলে আসাম মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ১৯৪৮ সালে সাময়িকভাবে এবং ১৯৬০ সালে স্থায়ীভাবে মাদ্রাসাটিকে সরকারি অনুমোধন দেয়।

টাইটেল মাদ্রাসা ও দেওরাইল সিনিয়র মাদ্রাসা উভয় প্রতিষ্ঠান একই ক্যাম্পাসে ছিল। ১৯৫৯ সালে টাইটেল মাদ্রাসাকে বর্তমান আলজামিয়া নামক স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১৯৬০ সালের দশকে আসাম মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসার সিলেবাস পরিবর্তন করলে তিনি সরকারী এ সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধে লড়াই করেন। দূর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর সমর্থনে কেহ সাড়া না দেওয়ার দরুন সেই সংগ্রামে তিনি সফলতা লাভ করতে পারলেন না। এ চিন্তা ভাবনা নিয়ে নবুওতি শিক্ষাকে জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যে দেওরাইল দারুল হাদিসকে প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেন। এবং দেওরাইল টাইটেল মাদ্রাসায় হাদিস বিভাগের সাথে আরও তিনটি বিভাগ খুলে হজরত আব্দুল জলীল চৌধুরী প্রতিষ্ঠানটির নাম দিলেন "আল-জামিয়া তুল আরবিয়াতুল ইছলামিয়া"। এই তিনটি বিভাগ হলো টাইটেল প্রথম

বিভাগ, টাইটেল দ্বিতীয় বিভাগ, টাইটেল চতুর্থ বিভাগ এবং সাথে সাথে হিফজ, তাজয়ীদ ও দর্জী বিজ্ঞান বিভাগ।

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত পড়ার জন্য হজরত শায়খ রঃ দারুল উলুম দেওবন্দ ও নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌর অনুকরনে আল-জামিয়ার সিলেবাস তৈরী করলেন। মাদ্রাসার টাইটেল ৩য় বিভাগকে আসাম মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরিচালনাধান রাখা হলো। তবে তার বিচক্ষণতার ফলে টাইটেল ১ম বিভাগ ও ২য় বিভাগ এবং হিফজ, তাজয়ীদ, দর্জী, বিজ্ঞান বিভাগও সরকারের অনুমোদন তথা আর্থিক অনুদান লাভ করলো।

হজরত রঃ এর প্রভাবেই আসামে একমাত্র প্রতিষ্ঠান সম্ভব হতে পেরেছে যেখানে কিরাত শিক্ষক, হিফজ শিক্ষক ও টেইলারিং শিক্ষক, প্রত্যেকেই সরকারী চাকুরী হিসাবে বেতন পেয়ে থাকেন।

টাইটেল পাশ করার পর কোরানের তফসির বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের যে সুযোগ আলজামীয়ায় রয়েছে উত্তর পূর্ব ভারতের আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা নেই। দেশের অন্যান্য বিশ্ব বিদ্যালয়য়ের মতো আল-জামিয়া ও নিজস্ব সিলেবাস প্রবর্তন করে। পরিক্ষার তারিখ নির্ধারন করা, পরিক্ষার প্রশ্ন পত্র ছাপানো, পরিক্ষা গ্রহণ করা এবং মার্কসিট ও সার্টিফিকেট ইস্যু করা ইত্যাদি সব কাজ নিজে করে থাকার ব্যাপারে সরকারও অনুমোদন দিয়েছে। একই মাদ্রাসা, একই সিলেবাস, একই বোর্ড এসব বৈশিষ্ট নিয়ে আল-জামীয়া যে সরকারী স্বীকৃতি ও অনুদান লাভ করেছে, তা একমাত্র হজরত আব্দুল জলীল চৌধুরী র মাথা ঘামানোর বিনিময়।

হজরত শেখের আল-জামীয়ায় পড়া শুনা করে যারা আসাম শিক্ষা বোর্ডের টাইটেল পরিক্ষা দেয়, তাদের ফলাফল যারা সিনিওর মাদ্রাসায় লেখা পড়া করেছে, তাদের চেয়ে অনেক ভালো। যার প্রমাণ স্বরূপ বলতে পারি যে, মুফতি আব্দুল বাসিত কাসিমি যিনি আমাদের সবার আকর্ষনীয় বক্তা, ড০ মওলানা বদরে আলম বর্তমান শিক্ষক আলজামিয়া মোঃ বাহা উদ্দিন আহমেদ বর্তমান শিক্ষক দেওরাইল সিনিওর মাদ্রাসা, মুফতি নুরুল হক কাসিমি শিক্ষক আসিমগঞ্জ সিনিওর মাদ্রাসা, তাঁর প্রশংসায় এবং আব্দুল জলীল চৌধুরী এর ও তাঁর আলজামীয়ার প্রশংসায় বর্তমান আমীরে শরীয়ত লিখেছেন -

-

الله قادر سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ انہوں نے باغ جلیلی سے ایسے ایسے ہیز مند اور لائق افراد پیدا کئے جو اس سرزمین میں مختلف دینی خدمات کی انجام دی ہمہ تن مصروف ہے ، یہ یقینا اس باغ عظیم کی بانی شیخ المشایخ حضرت شیخ مولانا عبد الجلیل چودھری بدرپوری ؒکی خلوصیت اور لہیت کی کھلی علامت ہے اور اس باغ کی عند اللہ مقبولیت کی صاف اور واضح دلیل ہے . اسی الجامعۃ العربیۃ اسلامیہ کے ایک فرندار جمند عزیز م مفتی نور الحق القاسمی ـــــ (فیض رحمانی شرح اردو مقامات ہمذانی)

এটার দ্বারাই বুঝা যায় যে আব্দুল জলীল চৌধুরী আলজামিয়া র কর্ম জীবনে মাথার ঘাম পায়ে ফেলার একশত ভাগ সফলতা লাভ করেছেন।

এমারতে শরিয়া ও নদওয়াতুত্ তামীর সংগঠন ঃ-

আসাম তথা উত্তর পূর্ব ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান অবস্থাকে সামনে রেখে ১৯৬৩ সালে আব্দুল জলীল চৌধুরী তা'লীম জামাত নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে ১৯৬৫ সালের ৩০ জানুয়ারী তারিখে সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'এদারা-এ-তালিম ও তানজীম'। ধীরে ধীরে সংগঠনটির কাজের পরিধি ও ব্যাপকতা বেড়ে যাওয়ার কারণে ১৯৬৬ সালের ২০ জানয়ারী তারিখে সংগঠনটির নাম রাখা হয় 'আসাম নদওয়াতুত তামীর'।

প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই নদওয়া মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং দ্রুত গতিতে জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। যদিও সংগঠনটির কার্য ক্রম আসামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু অচিরেই পার্শবর্তী রাজ্য গুলোতেই এর

উপযোগিতা অনুভূত হয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে 'উত্তর-পূর্ব ভারত নদওয়াতুত্ তামীর' রাখা হয়।

১৯৭৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে বিহার ও উড়িষ্যার আমিরে শরিয়ত হজরত মিন্নতুল্লাহ রহমানী র এর উপস্থিতি এবং প্রায় অর্ধলক্ষাধিক লোকের সমাবেশে 'উত্তর পূর্ব ভারত এমারতে শররীয়াহ' প্রতিষ্ঠা করে হজরত আব্দুল জলীল চৌধুরী কে আমীরে শরিওত নির্বাচিত করা হয়। 'নদওয়া ও এমারত' দুটো সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক হওয়ার কারণে ১৯৮৪ সালে দুটোকে একত্রিত করে উত্তর পূর্ব ভারত এমারতে শরীয়া ও নদওয়াতুত্ তামীর নাম রাখেন।

ক) এমারত ও নদওয়ার বিভিন্ন কার্যক্রম ঃ-

হজরত আব্দুল জলীল রঃ এমারতের অধীনে বর্তমান ভারতের মুসলমান শিশুরা যে পরিবেশে বড়ো হচ্ছে, দ্বীনে ইসলাম থেকে বিপদ গামী হওয়ার ভয়ে তিনি ছবাহী মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন।

খ) মাসিক নেদায়ে দ্বীন ঃ-

শিক্ষা বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যম হচ্ছে পত্র-পত্রিকা, মুসলমান সমাজ এ কাজে পিছে যাওয়ার কারণে হজরত আব্দুল জলীল (রঃ) তিন দশক পূর্বে নেদ্বায়ে দ্বীন নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

গ) দারুল কজা ঃ-

মুছলমানদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু শরয়ী বিষয় যেগুলোর মধ্যে মতবেদ বা বিবাদ দেখা দিলে তার ফয়সালার জন্য সঠিক শরয়ী সিদ্ধান্ত দেওয়ার একটি নিয়মিত ব্যবস্থা থাকার দরকার। এ উদ্দেশ্য নিয়ে আব্দুল জলীল চৌধুরী (রঃ) এমারতের অধীনে দারুল কাজা প্রতিষ্ঠিত ।

ঘ) বয়তুল মাল ঃ-

গরীব এবং অসহায় মুসলমানদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে হজরত আব্দুল জলীল (রঃ) এমারতের মাধ্যমে ১৯৮৫ সালে একটি কল্যান তহবিল গঠন করেছিলেন।

ঙ) তাবলিগ ঃ-

হজরত আব্দুল জলীল চৌধুরী এর এমারতের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো তাবলিগ। মছজিদকে কেন্দ্র করে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে থাকেন।

হজরত আব্দুল জলীল চৌধুরী এর সংগ্রাম মিশ্রিত কর্মজীবনের আরও অন্যান্য দিক ঃ-

ক) রাজনীতি ঃ-

ছাত্র জীবন শেষ হলে শিক্ষকতার সাথে সাথে তিনি সর্বদাই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। এর আগেই অর্থাৎ ১৯৭৪ সাল থেকে ছাত্রাবস্থায় তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত জমিয়তে উলামায় হিন্দের সদস্য হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সিলেট সরকারী মাদ্রাসায় অধ্যয়ন কালে তিনি মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিওনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রদের নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তিনি দুবার কারাবরণ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি দেওবন্দে অধ্যয়নরত অবস্থায় 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুলিশি জুলুমের শিকার হয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতৃবর্গ মওলানা আজাদ (রঃ) এবং শেয়খুল ইসলাম মদনী (রঃ) সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দকে ব্রিটিস সরকার গ্রেফতার করলে তাদের মুক্তির দাবিতে আসাম বাংলা ছাত্র ফেডারেশনের শীর্ষ স্থানীয় নেতা মওলানা আব্দুল জলীল চৌধুরী দেওবন্দে তুমুল ছাত্র-আন্দোলন গড়ে তুলেন। এবং পাঁচ শতাধিক ছাত্রদের এক মিছিলে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি উত্তর প্রদেশের নৈনি জেলে বন্দি হন। জেল থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি আবার ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আগ্রা ফোর্ট জেলে কারারুদ্ধ হন। এভাবেই নানা সমস্যার শিকার হয়ে আব্দুল জলীল চৌধুরী হয়ে উঠেছিলেন এক অসাধারণ রাজনীতিবিদ।

খ) আসামে হজরত শেখ রঃ এর রাজনীতি ঃ-

১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি নিখিল ভারত জমিয়ত উলামা-এ-হিন্দের কার্যকরী কমিটির মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি করিমগঞ্জ কংগ্রেস এবং স্কুল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯৫০-১৯৫৫ পর্যন্ত তিনি লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ার মেন ছিলেন। ১৯৫২-১৯৮৩ পর্যন্ত প্রতি পক্ষের প্রবল বিরুধিতা সত্ত্বেও তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বিধান সভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

গ) বরাকে প্রথম ভাষা আন্দোলনে হজরত আব্দুল জলীল চৌধুরী এর অবদান ঃ-

১৯৬০ সালে বিমলা প্রসাদ চালিহা আসামে মূখ্য মন্ত্রী থাকাকালিন বিধান সভায় আসাম রাজ্য ভাষা আইন ১৯৬০ নামে একটি বিল গৃহীত হয়। এই বিলে রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে কেবল অসমীয়া ভাষা স্বীকৃতি লাভ করে। বরাক উপত্যকার জনগণ যাদের মাতৃভাষা বাংলা, এ বিলের বিরুদ্ধে "জান দেবো তবুও জবান দেবো না" স্লোগান দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এক তুমুল আন্দোলন। এ আন্দোলনের পুরোভাগই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মওলানা আব্দুল জলীল চৌধুরী।

(ঘ) বরাকে দ্বিতীয় ভাষা আন্দোলনে হজরত আব্দুল জলীল চৌধুরী ঃ-

১৯৭২ সালে আসাম মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ আসামের সমগ্র স্কুলের জন্য অসমীয়া বাধ্যতামূলক করলো। সাথে সাথে শুরু হলো বরাক উপত্যকায় আরেকটি ভাষা আন্দোলন। আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য তাঁকে সংগঠনটির সভাপতির দায়িত্ব দিলেন। তিনি এ দায়িত্বটি গ্রহণ করেন এবং পরে তিনি বিধান সভায় সদস্য থেকে ইস্তেফা দিলেও সেটি গ্রহণ করা হয়নি। আন্দোলন সফল ও সার্থক হওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের সাড়া পেয়ে তাঁর জোরদার আন্দোলনের ফলে। সরকারের প্রসাশন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়লো, অফিস-আদালত প্রায় দুমাস বন্ধ থাকল। এরপর ভাষা আন্দোলন দুর্বার গতিধারন করল, তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ,কে.সি. পন্থের আহ্বানে শিলং এর গোলটেবিলের বৈঠকে প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন হজরত মওলানা আব্দুল জলীল চৌধুরী। তিনি মাতৃ ভাষা বাংলাতে শিক্ষা লাভের সুযোগের পক্ষে অতি জোরালো ভাবে কথা তুলে ধরলেন। এই আলোচনার পর যে চুক্তি হয়, তার মাধ্যমে কাছাড় জেলার জন্য মাধ্যমিক অবধি অসমীয়া ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করল। এ আন্দোলনের সফলতার সমাপ্তি এক মাত্র হজরত আব্দুল জলীল চৌধুরী (রঃ) নেতৃত্বে হয়।

হজরত আব্দুল জলীলের জীবনের মূল্য উদ্দেশ্য ঃ-

তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি প্রথম - সাহাবাদের যুগ কে ফিরিয়ে আনা, দ্বিতীয় - উত্তর পূর্ব ভারতের প্রতিটি ঘরও প্রতিটি অলি গলিতে আল্লাহর জিকির চালু করা, তৃতীয় - আল্লাহ তাআলার জমীনকে আল্লাহ তাআলার ফিকিঁরে ভরপুর করা। ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের তা আল্লার মেহেরবানীতে পুরো ভাগই সফলতা লাভ করেছেন।

হজরত আব্দুল জলীল চৌধুরী (রঃ) এর মৃত্যু ঃ-

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাহসী রাজনীতিবিদ, সমধুর বক্তা, ভারত বিখ্যাত আলীম, উত্তর-পূর্ব ভারতের আমীরে শরীয়ত ও আমীরে নদওয়া, শ্বায়খুল হাদীস, শ্বায়খুল মাশায়ীখ আলহাজ হজরত মওলানা আব্দুল জলীল চৌধুরী (রঃ) অন্তীম সময়ে মুটামুটি সুস্থই ছিলেন। দিনের বেলা আলাকুলিপুর মসজিদে তাঁর মাদ্রাসার ছাত্রদের পবিত্র বোখারী শরীফ পাঠ দান করে মাগরিবের নামাজ মসজিদে পড়ে ঘরে তাশরীফ নেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর তাঁর ভিষণ জ্বর আসে এবং বুকে কিছু ব্যাথা অনুভব করেন। তখন তিনি তার মসজিদের ইমাম সাহেবকে পাঠিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত নদওয়াতুত্ তামীর ও এমারতে শরয়ীয়ার সাধারন সম্পাদক মওলানা নয়ীম উদ্দিনকে আনেন। তিনি তাঁকে মাদ্রাসা, নদওয়া, এমারত, মসজিদ এবং তাঁর পারিবারিক কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলে এশার নামাজ তায়ুম্মুম করে বিছানায় বসে কোনওরকম আদায় করেন। তখন নয়ীম উদ্দিন তাঁর নিকটে বসে কোরাণ শরীফ তেলাওত রত অবস্থায় হজরত আমীরে শরীয়ত "আল্লাহু" "আল্লাহু" বলতে বলতে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে দিবাগত রাত ৯ টা ১৫ মিনিটের সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ....।

———০০০———

প্রকৃত মানুষ

রুহুল আমিন আকন্দ

আমাদেরকে আখেরাতের প্রস্তুতিতে ওই ছাত্রের ন্যায় হতে হবে, যা সে পরীক্ষার হলে প্রবেশের পূর্বে করে থাকে। এই সময় ছাত্রের মনযোগ কিতাবের প্রতি চরম পর্যায়ে থাকে। কোনো দিকে কারো প্রতি তার বিন্দু মাত্র ভ্রুক্ষেপ থাকে না। এমন কি খানা-পিনা, টাকা-পয়সা কোনো কিছুর প্রতি নয়। একজন ছাত্র যদি সফলতার সম্ভব্য উপকারী, দিক গুলোর জন্য প্রস্তুতিতে এ পর্যায়ে মনোযোগী হতে পারে তাহলে আখেরাতের চিরস্থায়ী সফলতার জন্য আমাদেরকে কিরূপ প্রস্তুতি নিতে হবে ? বলার অপেক্ষা রাখে না। এই দুনিয়ায় আমাদেরকে ভোগ-বিলাসিতার জন্য পাঠানো হয়নি, পাঠানো হয়েছে আল্লাহর একত্ববাদ জেনে তার সন্তুষ্টি অর্জনে কিছু কাজ করার জন্য। ঘুমের কারণে ফজরের নামায আদায় করা কষ্টকর আর এশার নামাযের রাকাত সংখ্যা একটু বেশী মনে হয়। মনে রাখবে, এই দুনিয়া জাগ্রত থাকার জায়গা, ঘুমের জায়গা কবর। একজন চাকর সারা দিন কাজ করে সন্ধ্যায় যখন তার মালিকের মুখে শোনে, তুমি খুব পরিশ্রম করেছ, তোমার কাজ খুব ভালো হয়েছে, তখন চাকরের কষ্ট, ক্লান্তি ও অবসাদ নিমিষেই দূর হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাকে কবরে বলবেন, আমার বান্দা আমার কাছে খুব ক্লান্ত হয়ে এসেছে, এরপর বান্দাকে সম্বোধন করে বলবেন (نم كنوم العروس) নবদুলহার ন্যায় মহাসুখে ঘুমাও কেউ তোমার ব্যাঘাত ঘটাবে না (তিরমিযী) ।

মানুষের আসল রূপ ঃ-

কোনো ব্যক্তিকে তুমি কিছু সময়ের জন্য ধোঁকা দিতে পারো কিন্তু সব সময় সবাইকে তুমি ধোকা দিতে পারবে না। অতএব আখেরাতের ফিকির তোমাকে সব সময় করতে হবে। মানুষ গোনাহ তখনই করে, যখন আখেরাতের ব্যাপারে বে ফিকির হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরামের জীবন লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁরা সব সময় আখেরাতের ফিকিরে থাকতেন। তাঁরা কারো ব্যাপারে ভালো-মন্দের সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে তার দুনিয়াদারি কেমন তা ভালোভাবে পরখ করতেন। বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাঃ) এর সামনে কারো প্রশংসা করা হলে তিনি বলেন, তুমি কি তার সাথে কখনো সফর করেছ ? ব্যবসা-বাণিজ্য করেছ ? উত্তর দেওয়া হলো না। তখন তিনি বললেন তুমি হয়তো তাকে মসজিদ থেকে বের হতে দেখেছ। কিন্তু মনে রেখো ! মসজিদে সবাই ভালোই মনে হয়। মানুষের আসল রূপতো তার দুনিয়াবি লেনদেন ও আচার-ব্যবহারে ফুটে ওঠে। যে যতটুকু দ্বীনদ্বার হবে, ততটুকু তার সব কিছুতে ফুঠে উঠবে। অতএব মা-বাবার কাছে সন্তানের প্রকৃত রূপ জানতে চাও ! বোনের কাছ থেকে ভাইয়ের আসল চেহারা জানার চেষ্টা করো ! স্ত্রীর কাছে স্বামীর প্রকৃত রূপ জিজ্ঞাসা করো। দেখবে, অবিরাম তার অশ্রু গড়িয়ে পড়বে, মুছে দেওয়ার মতো কাউকে পাবে না।

উপকার ও বন্ধুত্বের বিনিময় শত্রুতা ঃ-

বর্তমান পরিবেশ তো এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কারো উপকারে সে শত্রু হয়ে যায়। সকলের চাওয়া এখন একটাই সবাই আমার হক আদায় করে দিক। কিন্তু অন্যের হক আদায় করে দেওয়ার কোনো ফিকিরই তার নাই। শুধু তাই নয়, অতি কাছের মানুষ এবং বন্ধুর সাথে ও আজ শত্রুর ন্যায় আচরণ করা হয়। মোনাফেক মার্কা লোকদের স্বার্থ পুরো পুরি রক্ষা করা হয়। আর বন্ধু ভাবাপন্ন ও নিঃস্বার্থ যারা কাজ করে, তাদের ঠকানো হয়। তাদের ব্যাপার হঠকারি মূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে চক্ষু লজ্জারও ধার ধারে না। কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে তাদের কে টিস্যুর ন্যায় ছুড়ে ফেলা হয়। মোট কথা হলো, যে যত কাছের ও কাজের হবে, তাকে সব সময় ঘৃণিত হয়েই থাকতে হয়। এসবের কারণ হলো

স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর মনোভাব। আরে ভাই ! যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে তারা তো অন্যায় ভাবে দুশমনেরও ক্ষতি করে না। আর তুমি কিনা অতি কাছের লোকদেরকে ঠকানোর তালেই নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছো। মনে রাখবে ! পরকে আপন করতে পারো বা নাই পারো আপনকে পর করো না, পর ভেবো না। উপকার করার সুযোগ আসলে ঠকাবে না।

আসলাফদের আমল ঃ-

সলাফে সালেহীন জীবন থেকে চল্লিশটি বছর বিয়োগ হয়ে যাওয়ার পরে বিছানাপাত্র গুটিয়ে ফেলতেন আর বলতেন, এখন আর হাত-পা ছাড়িয়ে শুয়ে থাকার সময় নাই। তারা তো সময় অতি বাহিত হওয়ার সাথে সাথে ইবাদতের সময় বাড়িয়ে যেতেন। এক বুজুর্গ তাঁর ছেলেকে ওছীয়ত করেন যে বেটা ! ঘরের এই কোণে কখনো কোনো গোনাহর কাজ করো না। কারণ এখানে আমি ছয় হাজার বার কোরআন শরীফ খতম করেছি।

আরে ভাই ! যারা অলস তারা তো এই দুনিয়াতেই সফল হয় না, আখেরাতে কিভাবে হবে ? অতএব ইবাদত বন্দেগী এত বেশী পরিমাণে করো যেন খালেক প্রতি দয়াশীল হয়ে যান। মনে রাখবে প্রিয়জনের ঘরের পথ দীর্ঘ মনে করা হয় না। বাহিক্যভাবে ঘর যতই দূর হোক না কেন প্রকৃত প্রেমিক দুরে ভাবতে নারাজ। প্রিয়জনের সাক্ষাতে হাসি মুখে এপথ পাড়ি দেবেই। অনুরূপ ভাবে প্রকৃত সালেক ও প্রেমিকরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে পাওয়ার পথেকে দীর্ঘ ভাবতে পারে না। মানুষ কিছু কাজ নিজের জন্য করে আর কিছু করে অন্যের জন্য। আল্লাহর নেক বান্দারা নামায, রোযা, যিকির, তাসবীহ করা কেউই যথেষ্ট মনে করে না, অন্যের হক ও পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করে থাকে। এটাও তাদের কাছে অতি গুরুত্ব পূর্ণ একটি বিষয়। বর্তমানে বাহ্যিক ফেরেস্তারূপী অনেকের সাথে কিছুদিন উঠাবসা করে চলাফেরা করে দেখুন, তওবা করতে থাকবেন। কারণ পাত্রে যা আছে ঢাকনা উল্টালে তাই পাবে।

ইবাদত ঃ-

তাসবীহ পড়া, মসজিদে যাওয়া ইবাদতের অংশ মাত্র, ইবাদতের সবটুকু নয়। মানুষের আসল পরিচয় তার ব্যবহার ও কর্মে ফুটে ওঠে। অতএব একজন মুসলমানের পুরু জীবনটাই ইবাদত পরিণত হওয়া দরকার। মুসলমান যদি সব কিছুতেই সুন্নত অনুসরণ, অনুকরণ করে তাহলে তার সব কিছুই ইবাদতে পরিণত হয়। সব কিছুতেই যদি আখেরাতের ফিকির থাকে তাহলে স্বার্থপরতা পরশ্রীকাতরতা অন্যের হক বিনষ্ট করা, ঠকানোর মনোভাব, হঠকারিতার মতো নির্লজ্জ কর্মকাণ্ড কারো থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। দুনিয়াতে জান্নাত বানাতে চাও তবে সব কিছুতেই আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তায়ালা বলেন - (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.)

হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনি ভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না (সূরা আল-ইমরান ঃ ১০২)

——oooo——

* **আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকেই দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।**

(আল হাদিস)

বিশ্ব জোড়ে হোক মানবতার জয়

সাকির আহমদ
২য় বর্ষ, ২য় বিভাগ

এদিক, সেদিক, যেদিক তাকাই সবদিকে সব কিছুতেই আজ পরিবর্তন আর পরিবর্ধন হচ্ছে, তবে অবনতি শুধু মানবতারই হচ্ছে। যা বিশ্ব মানবতাকে অত্যন্ত চিন্তা-শীল করে তুলেছে। মানবতা আজ নির্যাতিত ও বিপন্ন। ধর্মের নামে জাতি, গোষ্টি, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে আজ বিশ্ব জোড়ে অশান্তি, হানা-হানি, খুনা-খুনি। অশান্তির যে তান্ডব সংঘঠিত করছে তা অবর্ণনীয়। আর এতে অত্যন্ত চতুর ভাবে কাজ করছে বিশ্বের একটি পুঁজিবাদী শক্তি। তাদের অশুভ শক্তির কাছ থেকে বাঁচতে হলে আপন বিবেকে ভাবতে হবে। রহস্যর মুলে গিয়ে নির্মুল এবং বাঁচার খোঁজে বের করতে হবে।

পৃথিবীতে এমন কোনও ধর্ম নেই যেখানে সন্ত্রাসবাদীর শিক্ষা দেওয়া হয়। অথবা সন্ত্রাসীকে বিশ্বাস করে। ধর্মীয় বিধান উপেক্ষা করে, ধর্মীয় মূল্যবোধের জ্ঞানার্জন না করে যারা সন্ত্রাসী কার্য-কলাপে লিপ্ত তারা আসলে কোনও ধর্মেরই নয় - তাদের পরিচয় তাদের কাছে, তারা সন্ত্রাসী, তাদের ধর্মের নাম হল সন্ত্রাস। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় - যে ধর্মের (ইসলাম) প্রবর্তক এসেছিলেন মানব-জাতিকে মানবতার পাঠদানের জন্য, ঐ ধর্মকে সন্ত্রাসের আখড়া আখ্যা দেওয়া হয়। হায়রে বিবেক। ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম । বিশ্ব মানব সভ্যতাকে সাজাঁনোর শিল্পী। বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ ছিলেন সাম্য ও শান্তির প্রতীক। ইসলাম বলে- যে একজন নিরপরাধ মানুষ কে হত্যা করে, সে যেন একটি জাতিকে হত্যা করল। আর যে জন একজন মানুষকে রক্ষা করল, সে যেন একটি জাতিকে রক্ষা করল। ইসলাম আরও শিক্ষাদেয় - কোনও মুসলমান অন্য ধর্মের ওপর আঘাত করতে পারবে না। বরং নিজের ধর্ম পালনের সাথে-সাথে অপর ধর্মকে শ্রদ্ধা করবে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক অধিকার, মান-সম্মান এবং নিরাপত্তার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার পেতে সহায়তা করবে। বাধা দিতে পারবেনা। এটা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কর্ম এবং ধর্ম। অথচ আজ যারা অসহায় নিরাপরাধ শিশু-নারী ও নির্দোষ মানুষকে হত্যা করছে। তারা ইসলাম ধর্মের সদস্য বলে দাবী করার অধিকার নেই। শান্তির ধর্ম ইসলাম কে খুন, অপহরণ, বর্বরতা, অশিক্ষা ইত্যাদির সাথে সমার্থক করে ফেলেছে সন্ত্রাসীরা। যেটা অত্যন্ত চুপিসারে একটি ষড়যন্ত্র। আসল ইতিহাস হল - "ইক্বরা" শব্দের মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার মূর্ত প্রতীক (মুহাম্মাদ) আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞান লাভ করে বিশ্বমানব মণ্ডলীকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছেন। বিশ্ব নবীর আগমনের পূর্বে যে বর্বর যোগ ছিল, স্বরণ করতে গায়ের লোম শিউরে উঠে, তাও দমন করলেন তিনি। সকলকে টেনে আনলেন মানবতার মঞ্চে। ফলে ইসলাম সন্ত্রাস তৈরী করেনা, বরং দমন করে। যদি কেও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত থেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী দাবী করে, আর তাকে লক্ষ করে মানবতার ধর্ম ইসলাম কে দোষারূপ করা সমিচিন নয়, কেননা জাতির জনক মহাত্মা-গান্ধীকে যে হত্যা করেছে নাথুরাম গড়সে, তার ধর্মকে আমরা সন্ত্রাসী ধর্ম বলিনা। যে কোন ধর্মের লোককে সন্ত্রাসী কার্য-কলাপে লিপ্ত দেখে তাকে ব্যক্তিগত ভাবে দোষারূপ করা যেতে পারে। তাই বলে তার ধর্মকে দোষারূপ করা কঠুক্তি করা, বিদ্রোপ করা মুঠেও বিবেক মণ্ডিত কাজ নয়। রটনাকারীরা এহেন ও অশুভ কর্ম থেকে বিরত থাকুক।

আজ হিংসার লেলিশিমা সর্বত্র গ্রাস করছে, হিংসা, বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা, আর অমানবতার করুণ দৃশ্য চতুর্দিকে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। মানব রূপি কার্য সংঘটিত হচ্ছে অহরহ। খবরের কাগজ, টেলিভিষন, সোসিয়েল মিডিয়ায়

চোখ দিলেই ভেষে আসে হৃদয় বিদারক লোম হর্ষক ঘটনাবলী। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে, সন্ত্রাস দমনের নামে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। কোলের শিশু থেকে শুরু করে বিছানায় শয্যাষায়ী বয়ো:জৈষ্ট মা-বোনেরা রেহাই পাচ্ছে না বিশ্ববিখ্যাত পবিত্র ভূমি মদিনা শরীফ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের গুলশান হামলা, কাশ্মীরে রক্তবন্যা সহ পৃথিবীর যেখানেই যারা সংখ্যালুঘু তাঁরা যে-কোনও ধর্মের হোক, তাঁদের বাচার অধিকার হরণ করা হচ্ছে। জঙ্গলের বিবেকহীন জন্তুরা ও তেমনি আক্রমণ করেনা যেভাবে সংখ্যাগুরুরা দুনিয়ার কোণায় কোণায় সংখ্যালুঘুদের উপর অকত্য আক্রমণ নির্যাতন চালাচ্ছে। যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ জাতিসংঘ অথবা জাতীয় মানবাধিকার সংস্থার কোণ ভূমিকা নেই তারাও দর্শক। হায়রে মানব সভ্যতা ...? তাছাড়া লুণ্ঠন ও ধর্ষনের ঘটনা। আর তাঁথে বয়োজ্যাষ্ঠ, নিষ্পাপ শিশু প্রতিবন্ধিরা ও নিরাপদ নয়। তারাও রেহাই পাচ্ছেনা। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে ডাইনি সাঁজিয়ে হত্যা করা হচ্ছে আর কতো নিরীহ মানুষ কে। অবুঝ শিশুকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তন্ত্র-মন্ত্র সাধকের হাতে। আর সেখানে তারা নির্যাতিত। পারিবারিক জীবনে যৌতুকের বলি হয়ে কাঁদছে হাজার-হাজার নারী। মানষিক, শারিরীক অত্যাচার করা হচ্ছে ওদের কে। তথ্য অনুযায়ী ভারতে প্রতি বছর প্রায় ২৫০০০ মহিলার যৌতুক জনিত কারনে মৃত্যু হচ্ছে। সরকার ডাইনি হত্যা বিরুধী আইন, মহিলা সুরক্ষা আইন, পারিবারিক হিংসা বিরুধী আইন, গুড়া মশলার স্প্রে, আয় নানাবিধ নিয়ম নীতি প্রণয়ন করে ও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তা ছাড়া ও বেসরকারী কতো সংগঠন সমিতি ও সমাজ সেবীরা তো আছেই। তবুও চতুর্দিকে অসামাজিক, কার্যকলাপ ও যুব উশৃংখলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের প্রলোভন দেখিয়ে এক রাজ্য থেকে অন্যরাজ্যে পাচার করছে। সমাজ বড় সংকটময় সময়ে অবস্থান করছে। বন্ধুত্ব দিবসে ও রক্তা-রক্তির এই সমাজে ছোট খাটো বিষয় আর মনোমালিন্নতা নিয়ে মানুষ, মানুষ কে মেরে ফেলে। সমাজে দুর্বলের সহায়ক কেউ নেই, সব সবলের সহায়ক। সভ্যজগতে এসেও "মানুষ" তেলাল মাথায়, তেল দেওয়া বৈশিষ্ঠ ছাড়তে পারলনা, হায়রে সমাজ ...।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে অভাবনীয় বিকাশ ঘটছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ তার আদিমতা ও বর্বরতা অক্টোপাস থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি আজও। কবি ডা° ভূপেন হাজরিকার একটি কথা প্রযোজ্য – "মানুহে মানুহৰ বাৱে যদি হে অকনো না ভাবে, কোনেনো ভাবিবো কোয়া।" মানুষ ভেবে দেখতে চায়না তার জীবনটা যে এতো ক্ষণস্থায়ী, মাত্র একটি নি:শ্বাস মাত্র। পদ্ম পত্রে জলবিন্দুর মতো। যে চলে যায় সে তো আর ফিরে আসবেনা মহা কালের গহ্বর থেকে। মৃত্যুই চিরন্তন সত্য আর মানুষের এ জীবনে পরি সমাপ্তি। এই ছোট জীবনটাতে অন্যের উপকার করা সম্ভব না হলেও অপকার না করা তো সম্ভব। সৃখ দেওয়া সম্ভব না হলেও দুঃখ-যন্ত্র না, বেদনা, আঘাত না দিয়ে তো পারা যায়। স্রষ্টার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ-মানুষের দু:খে দৃ:খী হবে, তার সুখানন্দের হবে সুখি, সেই হবে মানুষ, আর আমরা মানব জাতি আদিম বর্বর যুগকে "আলবিদা" বলে এসেছি জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বৈপ্লবিক সময়ে। শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেয়, মানুষকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করার আজ শিক্ষার প্রচার এবং প্রসার ঘটছে ঠিকই তবে শিক্ষিত বিবেকের বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সর্বত্র। শিক্ষা অর্জনের প্রমান পত্র থাকলেই শিক্ষিত বলা যায়না। অর্জিত জ্ঞান আপন জীবনে প্রস্ফুঠিত হতে হবে। শিক্ষিত ব্যাক্তিজনের আদর্শই তার আসল প্রমান। আজ মানব সমাজে এমনও মানুষ আছেন যারা পান থেকে চূণ খসলেই মানুষকে লাথি মারতে পারে। হত্যা করতে পারে। এমনও রূপের মানুষদেরকে শিক্ষিতদের সারিতে দাঁড় করা যায় না। এবার আমাদের দেশের রাজ নৈতিক জগতের দিকে তাকাই-সেখানে হিংসা প্রতিশোধ পরায়নতা অশালীনতাও অমানবিয় পরিবেশ পরিস্ফুটিত। বৈচিত্রময় মহান ভারতবর্ষের সদনে সাম্প্রদায়িক উগ্র উস্কানিমূলক বক্তব্য। সংবিধান উপেক্ষিত কথা। যা মহান ভারত বর্ষের মাটিতে বলা কখনও ক্ষমার যুগ্য নয়। এমনও পরিবেশ আগে নিশ্চয়ই ছিলনা, ইতিহাস সাক্ষী...। হ্যাঁ সদনের

মাঝে জনগনের স্বাথে তর্ক-বিতর্ক আলোচনা, সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু সদনের বাহিরে তার কোণ প্রভাব পড়তনা। এক দলের মানুষ অন্যদলের লোককে যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। সদনের বাহিরে একদলের লোক অন্য দলকে আক্রমন করা শত্রু জ্ঞান করা তো মানবতার পরিপন্তি কাজ। আর ছেড়ে কথা নয় সংবাদ জগত সাহিত্য জগতও। সেখানেও অসহিষ্ণুতা, ঈর্ষা পরায়নতা এবং পক্ষপতিত্বের আবাস পাওয়া যায়। মানুষের উদার পন্তি দর্শন এবং সহনীয় মানব সংস্কৃতির জন্য একদিন ইউরোপে নবজাগরনের সৃষ্টি হয়েছিল। বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাস লিখেছেন। "যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা, আর যাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি নেই, করুনার আলোড়ন নেই, পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।" বিজ্ঞান আজ মানুষের জন্য অভাবনীয় সুযোগ সুবিধা নিয়ে এসেছে। আধুনিক সমাজজীবনে এমন কোনও স্থান নেই যেখানে বিজ্ঞানের স্থান হয়নি। বিজ্ঞান ছাড়া পৃথিবী আজ অচল ও স্তব্ধ। এতটা প্রিয় বন্ধুর ন্যায় বিজ্ঞান আমাদের (মানুষ)কে কতটুকু শান্তি দিতে পেরেছে। W.H.O (Wrold Health Organisation) এর সমীক্ষা মতে আসন্ন ২০২০ বছরের ভেতর হৃদ রোগের পর হতাশ জনিত রোগ দ্বিতীয় স্থান দখল করবে। আর এই হতাশার জন্ম হচ্ছে মানুষে মানুষে ব্যবধান ও নিঃসঙ্গতা থেকে। এই ব্যবধান ও নিঃসঙ্গতা আসছে আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞান থেকে। আধুনিক প্রযুক্তির দেশ দক্ষিণ কোরিয়াতো নিঃসঙ্গতা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। আর আমাদের নব প্রজন্মরা ফেসবুক, হোয়াট্স আপ, টুইটার ইত্যাদি সোসিয়েল নেটওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত থেকে মানষিক ভাবে অস্থির ও আত্ম কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। আর এর ফলে পরিবার, সমাজেও একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এসবের বাইরে যে স্বাভাবিক ও আনন্দময় জীবন আছে তা ওরা ভূলে যেতে বসেছে। মানুষের অনুভূতি যেন দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে। বিভাগের প্রয়োজন আছে ঠিকই। কিন্তু সঙ্গে আছে মানবিয় মূল্যবোধেরও কারণ মানবীয় মূল্যবোধই মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হতে শেখায়।

করুনাময়ের অশেষ কৃপায় যখন মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছি তাই মানবিক বিবেককে কাজে লাগিয়ে মমত্ববোধের উন্নতি কল্পে কাজ করতে হাতে হাত মিলাই। সকল জাতি গোষ্ঠির মানুষকে তাদের সম-মর্যাদার মানবতার মঞ্চেও আহ্বান করি। মানবতার কাজে ব্রতী হই আমরা সকলে। "এই পৃথিবীতে যন-রক্ত সফলতা সত্য তবুশেষ সত্য নয়।" মানবতার অবক্ষয় নয়, বিশ্বজোড়ে মানবতার যেন জয় হয়, মানুষের দুরত্ব বিভেধ দুর হয়ও মানুষের প্রকৃত পরিচয় হয়। তাই একান্ত কামনা আমার। চাই এই কামনা হোক সবার।

****

* যতক্ষন পর্যন্ত প্রতিবেশীর হক্ক সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হতে না পারবে, ততক্ষণ তুমি আল্লাহর পথের পথিক হতে পারবে না।

(আব্দুল কাদের জিলানী রঃ)

* জিহ্বার চেয়ে অধিক বিপদ সৃষ্টিকারী বস্তু কোন কিছুই নেই।

(কায় খসরু)

মুসলমানরা ব্যর্থ নয় ব্রাত্য

ছালেহ আহমদ বড়ভূইয়া
৪র্থ বর্ষ দ্বিতীয় বিভাগ

অধুনা ভারতীয় মুসলমানরা নৈতিক, আর্থিক, অবনতির সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন। এই অবনতির কারণ সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমরা সবাই বুঝি শিক্ষা ও যোগ্যতার অভাব। সত্যিই কি শিক্ষা-যোগ্যতার অভাব তা আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ করছি।

আজ ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালে দেখা যায় যে, ইতিহাসের যেটা প্রাণ সততা ও সত্যতা ভারতের ইতিহাসে এর জানাযা বহু আগেই হয়ে গেছে। আবার যদি ঐতিহাসিকদের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে থাকাই, দেখা যাবে ঐতিহাসিকদের যে দুটি সবচেয়ে মারাত্মক, একের প্রতি ভক্তির সীমাহীন-অন্ধতা, আবার অন্যের প্রতি অহেতুক প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা-এর বাজার চলছে বর্তমান ভারতের ইতিহাসে। হ্যাঁ সবক্ষেত্রে তা নয়, কারণ যাদের সাহায্যে অপ্রিয় কিছু সত্য কথা লিখতে যাচ্ছি তা ঐ ইতিহাসবিদদের অবদান যারা সত্যকে উদ্ঘাটন করতে মৃত্যুমুখি হতেও প্রস্তুত।

একথা নিশ্চয় সত্য, ভারতের ঐতিহাসিকরা ইউরোপীয়দের লেখা ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত। যারা বিশেষ করে হিন্দু মুসলমানের সহস্রাধিক বছরের ঐক্যকে বিলীন করতে আকাশ পড়া অসত্য ইতিহাস নির্মাণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। কারণ হাফেজ মওলানা আওরেঙ্গজেব, সুলতান মাহমুদ, মুহাম্মদ বিন তুঘলক কে নিষ্ঠুর, হিন্দু বিদ্বেষী, পাগল প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করতে কলম কাপেঁনি তাদের।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম যিনি অনুভব করেছিলেন এবং সদর্পে প্রকাশ করেছিলেন তিনি দিল্লীর হযরত মওলানা শাহ উলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রঃ)। আর সর্বপ্রথমে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র হযরত মওলানা আব্দুল আজিজ (রঃ)।

নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং ভারতের জন্য জার্মানি ও জাপান যাত্রার বলিষ্ঠ ভূমিকা যেমন, শাহখুল হিন্দ হযরত মওলানা মাহমুদুল হাসান (রঃ) মহামনীষীর উদাহরণ ও তেমনি । তিনি ও গিয়েছিলেন ভারতের মুক্তির জন্য আফগান ও তুরস্কে। কিন্তু একজনের পরিচয় ভারত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকলেও অন্যজন পরিকল্পিত ভাবে বিলীন হয়ে আছেন। অথচ নেতাজীর ভূমিকা হযরত মাহমুদুল হাসানের ২৬ বছর পর দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

জিন্নাহর ইতিহাস লিখতে গিয়ে তাঁকে শুধু গাদ্দার ইত্যাদি উপাদি দিয়ে কলম থেমে যায় কেন ? তাঁর আলো দিকগুলো লিখতে কলমের কালি কি ফুরিয়ে যায় ? যে তিনি একজন ব্যারিষ্টার, আইনজ্ঞ ও কংগ্রেসী রাজনীতিবীদ, হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীর জন্য যাঁকে অগ্রদূত আখ্যা দেওয়া হয়।

একটা বড় রকমের আশ্চর্য ব্যাপার হল ব্রিটিসের পদলেহী, চামচা, সমর্থক এবং ভাড়াটে গুপ্তচরের মত ব্যক্তিরা ও ভারতের ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন বিখ্যাত হিসাবে, অথচ যাদের বিখ্যাত হওয়া উচিত ছিল ইতিহাসের পাতায় তাঁরা অখ্যাতই থেকে গেলেন নীরবে।

এই ভাবেই নাকি ভারতের বীর্যবান মুসলমান বিপ্লবীরা ভারতের ঐতিহাসিকদের কলমে ব্যর্থ ও ব্রাত্য হয়ে উঠেছিলেন বোধ হয় ? অথচ উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক নৈতিক শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব ছিল না, তাঁদের অবদান ও কম ছিলনা অন্য জাতি বা সম্প্রদায়ের তুলনায়। বরং অভাবছিল তাঁদের সঠিক মূল্যয়নের।

কিন্তু সুদীর্ঘ স্বাধীনতার পর থেকে ও অদ্যাবধি কি মুসলমানেরা গুণগত শিক্ষা ও যোগ্যতা নিয়ে খাড়া হতে পারেনি ? আজও বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিমরা বঞ্চিত, ব্রাত্য।

বর্তমান ভারতে একদল বিশেষজ্ঞের মতে এদেশে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় একের তিন। কিন্তু বাস্তবে কী হয় ? নমুনা স্বরূপ চাকুরির ক্ষেত্রে দু-একটি উদারহণ দেখে বুঝতে অসুবিধা হবেনা বর্তমান ভারতের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি।

১৯৬৭ ইংরাজীতে পশ্চিমবঙ্গে সর্বোচ্চ আমলা I.A.S অফিসারের পদছিল ১৭৮টি। যেখানে মুসলমানদের পাওয়ার কথা ছিল ৬৮টি। কিন্তু পেয়েছেন মাত্র ৮টি।

আবার I.P.S পদ ২০০ টি । সেখানে মুসলমান পেয়েছেন ৬৮ এর পরিবর্তে ২টি। ফরেষ্ট বিভাগে মোট চাকরি ৯৭৭০টি। সেখানে মুসলমানেরা পেয়েছেন ৩২৫৫ এর পরিবর্তে ৩১৬টি।

১৯৮৮ ও ১৯৮৯ এ বামফ্রণ্ট সরকার পুলিশ বিভাগে সাব ইনস্পেক্টর পদে নিয়োগ করেন ১২২ জন। যেখানে মুসলমান ৪০ এর পরিবর্তে পেয়েছেন শূন্যপদ। এখন কি বলবেন ? যে উপরোল্লিখিত চাকুরির পদগুলিতে শুধু মুসলমানেরা শিক্ষা ও যোগ্যতার অভাবে শত শত পদ শূন্য রয়েছে ? আদৌ যোগ্যতার অভাব ছিল না, যেটা সহজেই বুঝা যায়। বরং জাতি-বিদ্বেষ ও ধর্ম ভিত্তিক বিদ্বেষে আবদ্ধ ছিল। যার জন্য আজ ও মুসলমানেরা জাতি-বিদ্বেষের জাতকলে নিষ্পেষিত শোষিত হতে যাচ্ছে।

——oooo——

তথ্য সূত্রঃ-

* এ এক এন্য ইতিহাস
* চেপে রাখা ইতিহাস
* পুস্তক সম্রাট
* বজ্র কলম

"হে মানুষ, তুমি একা এসেছ
তুমি একাই মৃত্যু বরণ করবে,
একাকী করে ওঠানো হবে,
আর যখন হিসাব নেবে, একা দিতে হবে।"
— হাসান বসরী (রহঃ)

উলামা কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মুহাম্মদ কবির আহমদ
বিদায়ী ছাত্র

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পাক কালামে বলেছেন - (قال الله تعالى في القرآن المجيد انما يخشى الله من عباده العلماء) অর্থঃ- নিশ্চয় একমাত্র উলামাগণ আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেন। এবং প্রিয় নবী (সঃ) বলেন - উলামাগণ আম্বিয়াদের – উত্তরসূরী। পবিত্র এই হাদীসের আলোকে এক দিকে যেমন উলামা সমাজের অতুলনীয় মান মর্যাদার বিষয়টি ফুটে ওঠে, ঠিক অন্য দিকে এ বিষয়টি ও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ পাক নবী রাসুলগণকে যে সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করিলেন শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালতের ধারা শেষ হওয়ার পর আম্বিয়াদের উত্তরসূরী - হওয়ার সূত্রে যেগুলি অর্পিত হয়েছে উম্মাতের উলামা সমাজের উপরে। এ দ্বারা বোঝা যায় উলামা সমাজের মান মর্যাদা যেমন উচুঁ তেমনি তাঁদের দায়িত্ব ও অনেক কঠিন ও ব্যাপক। বিষয়টি গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে আম্বিয়াদের উপরে কী কী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল সেগুলি উলামা সমাজের উপরে বর্তেছে। এ প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে আম্বিয়াদের কর্মসূচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মূলতঃ তিনটি বিষয় ছিল আম্বিয়াদের কর্মসূচীর অর্ন্তরভূক্ত। (১) দাওয়াত (২) তায়লীম (৩) খিদমতে খলক। সেহেতু আম্বিয়াদের উত্তরসূরী হওয়ার সূত্রে এই তিনটি বিষয় হলে উলামাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

দাওয়াত ঃ- দাওয়াতের অর্থ অনেক ব্যাপক। প্রথমত সাধারণ মুসলমানদের কাছে দাওয়াত দেওয়া। অর্থাৎ কর্তব্য জ্ঞানশূন্য সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তুলে তাদেরকে কর্তব্যপরায়ণ করে তোলা। তাদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের চেতনা উজ্জীবিত করে তাদেরকে সচেতন করে তোলা। সহজ সরল ভাষায় কোরআন এবং আহাদিসে নবওয়িয়াকে তাহাদের সামনে ব্যাখ্যা করা। এবং ইসলামের গাইডলাইন তাহাদের সম্মুখে আলোচনা করা, তাহারা যেন নিজেদের ধর্মের জন্য গর্ববোধ করে। নিজেদের ধর্মকে তারা যেন সামগ্রিক ও সর্বজনীন বলে ভাবতে পারে। ইসলামে কোন প্রকার ঘাটতি ও অসম্পূর্ণতা নেই এ বিশ্বাস তাদের হৃদয়ের মাঝে ফুটে উটে। দাওয়াতের এ সমস্ত কর্ম করা উলামা সমাজের দায়িত্ব।

দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ আর একটি দিক হলঃ শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মুসলমান এরা সাধারণ ইসলামের গভীর জ্ঞান তো দূরের কথা মৌলিক জ্ঞান পর্যন্ত রাখে না, উপরন্ত এদের মধ্যে অধিকাংশ প্রায় যুক্তি মনস্ক হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন পুস্তকাদি পড়ে এরা দিন দিন নাস্তিক মনা হয়ে বসে। সেহেতু এই শ্রেণীটির কাছে সুসাবস্থ বলিষ্ট যুক্তি তর্কের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা ও দর্শনকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা দূর হয়। এই দিকটি ও হল উলামা কেরামের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

বর্তমান যুগে ইসলামদ্রোহীরা ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়ার মাধ্যমে বহুমুখী ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করছে এং কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন কু-ধারণা সৃষ্টি করতে চালিয়ে যাচ্ছে তাহাদের বিরুদ্ধে ঢাল হিসাবে কাজ করা উলামাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

অনুরূপভাবে (ما انا عليه واصحابه) এই হাদিসের পরিস্থিতি যেমন ক্বাদিয়ানী বেরলওী, আহলে হাদিস ইত্যাদি এদের বিষাক্ত ছোমারা থেকে জনসাধারণের ঈমান আকিদাহ রক্ষার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা বর্তমান উলামা সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মোটকথা, স্থান কাল সাপেক্ষে বিবেচনা করে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া এবং (امر بالمعروف نهي عن المنكر) এর **নির্দেশ দেওয়া উলামাদের** দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তালিম ঃ- উলামা সমাজের দ্বিতীয় আর একটি কর্তব্য হল তালিম তথা দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করা। আফছোছ **আমাদের উলামা** সমাজে কিছু লোক আছে যাহারা দুনিয়া উপার্জন করার উদ্দেশ্য ইলিম শিখিয়া থাকে। ইহা নিতান্ত **ভুল ধারণা এবং** এই ধারণাটি আমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে নতুবা আমরা আলিম সমাজ দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্চিত **বঞ্চিত হব।** আমরা যাহারা দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্য ইলিম শিখিয়া থাকি এবং শিখিয়াছি তাদেরকে এই নিয়ত **পরিত্যাগ করে** তাওবা করা জরুরী। অন্যতায় ধ্বংস অনিবার্য।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ ঃ- আমি উলামা সমাজকে লক্ষ করে বলতে চাই যে, আমরা যারা দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেছি **বা করিতেছি** আমরা ঘটের মত বসতে হবে না, কুপমণ্ডম হয়ে বসলে হবে না। আমাদের উপর অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য **আছে তা** আমাদেরকে পালন করতে হবে। না হইলে আমরা আখেরাতে আল্লাহর কবল থেকে ছুটতে পারব না। বর্তমান **যুগে বিভিন্ন** পন্তা অবলম্বন করে যেমন ছবাহী মক্তব, দ্বীনি মাদ্রাসা, তায়লিম তালিগ, তাফছিরে কোরআন ইত্যাদি **দ্বীনিকাজ করে** দ্বীনে ইসলামের পরিকাঠামো মানুষের মনের ভিতরে বীজ বপণ করা উলামা সমাজে দায়িত্ব কর্তব্য।

খিদমতে খলক বা সৃষ্টি সেবা ঃ- উলামা সমাজের তৃতীয় একটি দিক হল খিদমতে খলক। সুতরাং উলামা **সমাজের দায়িত্ব হল** আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির সেবা করা অর্থাৎ নিজের পরিবার পরিজন, মানব দানব, সমাজ ইত্যাদির **প্রতি আন্তরিকতা** রেখে যথা সম্ভব এদের সেবা করা উলামাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।
সমাজের ধারকতায় ওবং বাহকতায় দিক নির্দেশনায় মহান পরম করুণাময় যেন আমাদেরকে অচল অটল রাখেন।

****

ঘুমন্ত জাতির ঘুম ছাড়তে আর কতক্ষন বাকি ?

মো: আজিমুল ইসলাম
বিদায়ী ছাত্র

প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ইসলামের প্রতি লোকদের আহ্বান করার পথে শত ঘাত প্রতিঘাত উপেক্ষা করে যখন মানুষের সামনে আসল সত্যটি উপস্থাপন করলেন, তখন বিশ্ব সমাজের অধিকাংশ তা গ্রহণ না করলেও সত্য সন্ধানী, জাগ্রত বিবেক সম্পন্ন মানব ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি ধাবিত হতে শুরু করল। কিন্তু তার আগে নবীয়ে পাক (সঃ) ও তাঁর অনুগামীগন কিভাবে নির্যাতিত হয়েছেন তা ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। শুয়াবে আবুতালিবে তিনি ও তাঁর তিন শতাধিক অনুগামীকে সামাজিক ভাবে বয়কট করে তাঁদের জীবন বিপন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। আরবের সেই উশৃঙ্খল জাতি তায়েফের মাঠে সরত্তরে কায়েনাত (সঃ)র পোষাক রক্তে রঙ্গিত করে দিয়েছিল। উহুদের ময়দানে দন্ত মোবারক শহীদ করে দিল, তাছাড়া বিভিন্ন প্রকারে হত্যার ষড়যন্ত্র করা ছাড়াও তাঁর অনুগামীগণের উপর বিভিন্ন ভাবে অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে গেল, কিন্তু তাঁরা এমন নির্যাতনের শিকার হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়া তো দূরের কথা ইসলামের একটিও অনুশাসনকে হাল্কা হাতে ধারণ করে নি। অপর দিকে কুফ্ফার মুশরিকরাও তাদের নির্যাতন বাড়াতে লাগল এবং তা প্রকাশ্যে রূপ ধারণ করল। অবশেষে আল্লাহ পাক মুসলমানদের ইসলামী অনুশাসনের উপর অটল অবিচল থাকার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে অলৌকিক সাহায্য প্রধান করলেন, যার উদাহরণ হল বদর যুদ্ধে যখন এক হাজার সসস্ত্র মুশরিক সৈন্যের মোকাবিলায় তিন শত তের জন প্রায় নিরস্ত্র মুসলমান সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা পাঁচ হাজার ফেরেস্তা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য দিয়ে এক সময় গোটা পৃথিবীর অধিকাংশের চেয়ে বেশি অংশে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়েছিলেন।

কিন্তু আফশোস, যে জাতির পূর্ব পুরুষগণের ইসলামের প্রতি ছিল অসীম আনুগত্য এবং পার্থিব জগতের প্রতি ছিলনা বিন্দুমাত্র লোভ, সে জাতির উত্তর সরীরা পার্থিব জগতের লোভ লালসায় ফেঁসে গিয়ে যখন ইসলামি আদর্শকে বিসর্জন দিতে লাগল তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাহায্যের হাত তাঁদের উপর থেকে উঠিয়ে নিতে লাগলেন। এবং তৎক্ষণাৎ মুসলমানদের চরম বিপর্যয় আসতে লাগল। চারিদিকে মুসলমানরা নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, শোষিত ও নিষ্পেষিত জাতিতে পরিণত হতে লাগল। আজ অবধি সেই অবক্ষয় অব্যাহত রয়েছে। আজ মুসলমান যেখানেই আছেন, তারা কোন না কোন ভাবে নির্যাতন, নিপীড়ন, বঞ্চনার শিকার। তার এক মাত্র কারণ হচ্ছে মুসলমানের কাছে ইসলামের অনুশাসনের কোন গুরুত্ব নাই। আজ মুসলমানদের মসজিদ খালি পড়ে আছে, তারা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত এবং পরস্পর দ্বন্দে লিপ্ত। আজ গোটা পৃথিবীর অমুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের নির্মূল করতে সচেষ্ট। কেননা ''আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদাতুন'' অর্থাৎ সারা অমুসলমানরা একই ধর্মের উপর।

মায়ানমারে দীর্ঘ দিন ধরে মুসলমানরা নির্যাতিত, অমানবিক ভাবে অহরহ মুসলিম নিধন চলছে, বিজ্ঞান ও টেকনোলজীর উন্নতির শিখরে আরোহন করা এই যুগে বর্বর, বর্মী জাতি নিরপরাধ লক্ষ লক্ষ শিশু যুবক যুবতী ও বয়স্ক লোককে দ্বিধা হীন ভাবে ইহলোক থেকে তাঁড়িয়ে দিচ্ছে। এবং মানবধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সেখানে নির্দ্ধিধায়। কিন্তু মানবতার ধ্বজাধারী আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশগুলো চোখে ও কানে শিশার প্রলেপ ঢেলে রেখেছে। বিশ্ব মিডিয়াও আজ নীরবতা অবলম্বন করছে। অথচ এই মায়ানমারে এক যুগে মুসলমানরা শাসন কার্য পরিচালনা করা সত্ত্বেও তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে।

ফিলিস্তিনে মুসলমানদের বসবাস করার ইতিহাস অনেক আগে থেকেই রয়েছে এবং সেই ভূমির সহিত ইসলামের সম্পর্ক অতীত কাল থেকেই বিদ্যমান আছে। কোননা সেই পবিত্র ভূমিতে রয়েছে বয়তুল মোকাদ্দাস যাহা ইসলামের প্রাথমিক কীবলা। সেই পবিত্র ভূমির সরল প্রাণ মুসলমানরা একদিন হিটলার দ্বারা নির্যাতিত ইহুদি জাতিকে আশ্রয় প্রদান করেছিল। কিন্তু আফশোস, সেই ইহুদি জাতি সেখানকার মুসলমানদেরকে হত্যা করে 'ইজরায়িল' নামক স্বতন্ত্র ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করে দিল। এবং রাষ্ট্রসংঘ নামক মুসলমান ঘাতক সংস্থা উক্ত রাষ্ট্রের বৈধতা দিয়ে দিল। আজ অবধি সেই অকৃতজ্ঞ ইহুদিরা নির্মম ভাবে ফিলিস্তিনি মুসলমান শিশু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের হত্যা করে তাদের রাজ্যের পরিসীমা বৃদ্ধি করে চলছে। এবং ফিলিস্তিনি মুসলমানরা যখন নির্যাতনে ধৈর্যহারা হয়ে নর পশু ইজরায়িলি সৈন্যদের উপর ইট-পাঠকেল ছুড়ে তখন রাষ্ট্রসংঘ সেটাকে সন্ত্রাসী কার্য-কলাপ বলে আখ্যায়িত করে এবং ইজরায়িলিরা যখন অবৈধ ভাবে গুলি বোমা দ্বারা শত সহস্র লোক হত্যা করে তখন তা বৈধ অভিযান বলে মেনে নেয়।

পৃথিবীর সর্বত্র আজ মুসলমানরাই নির্যাতিত। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে শিয়াসুন্নি দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিয়ে সময়ে সুযোগে সেখানে হামলা চালানোর মত কূচক্র এঁকে মুসলিম দেশ গুলোকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে এবং তাতে কত নিরপরাধ মানুষকে শুধু মুসলমান হওয়ার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে। আফগানিস্থানের উপর যখন আমেরিকান বাহিনী আক্রমন চালিয়েছিল তখন হাজার হাজার শিশু হত্যা করেছিল, তাদের কী অপরাধ ছিল ? এক মাত্র অপরাধ তারা মুসলমান শিশু ! তাছাড়া ইরাক সিরিয়ার কী অবস্থা তা নিয়ে ইতিহাস লজ্জিত।

আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে রাম রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন নিয়ে গুজরাটের দাঙ্গা, বড়োল্যাণ্ডের দাঙ্গা, মুজাফ্ফার নগরের দাঙ্গার মত অনেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কত কত মুসলমানের প্রাণ অকালে ঝরে গিয়েছে তা আর বলা যায় না। এই ভূমির সহিত মুসলমানদের আদি সম্পর্ক। এই ভূমিতে সর্বপ্রথম আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) অবতরন করেছিলেন। কিন্তু আজ পিতৃ ভূমিতে সন্তানরা অরক্ষিত। উগ্র হিন্দুত্ব বাদি বিভিন্ন সংঘটন সরকারের পরোক্ষ মদতে মুসলমানদেরকে নির্মুল করে রাম রাজ্য গড়ার মত দুঃস্বপ্ন নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। এবং বর্তমানে এই অসৎ প্রচেষ্টা মাথাছড়া দিয়ে উঠছে। যাতে যে কোন সময় দেশে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে উঠার সম্ভাবনা প্রবল।

অবশেষে মুসলমানদের অভিযোগ করার কোন জায়গা নেই। বিপর্যস্ত মুসলমানদের সহায়ক আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। আফশোস, মুসলমানরা এখনও আল্লাহ থেকে দূরে সরে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তন্দ্রা ছাড়ার জন্য আর কোন্ বড় ধ্বংসের অপেক্ষায়! এখনও কী ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ ও তার রাসুলে মকবুল (সঃ) এর প্রতি ধাবিত হওয়ার সময় আসে নাই। এখনও কী মসজিদে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কাছে আত্ম সমর্পন করার সময় আসে নাই। রক্ষা পেতে এখনও সময় আছে, মুসলমানরা যদি মসজিদ মুখী হয়ে আল্লার নির্দেশ ও নিষেধ সমূহকে মনে প্রাণে মেনে চলে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা অলৌকিক সাহায্য দ্বারা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন। মুসলমান হিসাবে আমার প্রত্যেকেরই এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা একান্ত আবশ্যক।

———০০০———

ইসলামের দৃষ্টিতে
"Valentine's Day" বা "ভালবাসার দিবস"

সাদেক হাসান লস্কর
বিদায়ী ছাত্র

আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য ইসলামকে 'দ্বীন' বা জীবনব্যবস্থা হিসেবে বাছাই করেছেন এবং তিনি অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা কখনও গ্রহণ করবেন না তিনি বলেছেন, "এবং যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা আকাঙ্খা করবে, তা কখনই তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না, এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে একজন।" (সুরা আল ইমরান ৩ঃ৮৫)

এবং নবী (সঃ) বলেছেন, এই উম্মতের মধ্যে কিছু লোক বিভিন্ন ইবাদতের প্রক্রিয়া ও সামাজিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আল্লাহর শত্রুদের অনুসরণ করবে। হজরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে রছুল (সঃ) বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণে লিপ্ত হয়ে পড়বে, প্রতিটি বিঘৎ, প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য। তাদের তোমরা অনুসরণ করবে। এমনকি তারা সরীসৃপের গর্ত করলে তোমরা সেখানে ও তাদেরকে অনুসরণ করবে।" আমরা বললাম হে রসুলুল্লাহ তারা কি ইহুদী ও খ্রীষ্টান ? তিনি বললেন এ ছাড়া আর কে ? (বুঃ ও মুঃ)

আজ মুসলিম বিশ্বের বহু স্থানে ঠিক এটাই ঘটেছে মুসলিমরা তাদের চাল-চলন, রাজনীতি ও উৎসব উদযাপনে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অনুসরণ করেছে। টি.ভি. পত্র-পত্রিকা ও ইণ্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে আজ মুসলমানদের ঘরে-ঘরে অতি সহজে পৌঁছে যাচ্ছে এবং এর অনুসরণ ও অনুকরণ সহজতর হয়ে উঠেছে। যার বিনিময়ে বিশ্বে উদ্ভব হচ্ছে বড় বড় ফিৎনা ও মানবতা বিধ্বংসী মতবাদ যার লেলিহান অগ্নিশিখায় দাউ দাউ করে জ্বলছে মুসলিম বিশ্ব। ছলে, বলে, কুট-কৌশলে এই কুফুরী শক্তি মুসলিম জাতির হাজার বছরের অর্জিত অবদানকে ধূলিসাৎ করে দিতে উদ্ধত।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত এরূপ বহু অপসংস্কৃতির সাথে একটি সাম্প্রতিক সংযোজক হচ্ছে "Valentines Day বা ভালবাসার দিবস।" আজ এই দিবসটি বাঙালী মুসলিম সমাজের যুবক-যুবতীদের মাঝে ঢুকে পড়েছে এবং ক্রমে তা জনপ্রিয়তা ও লাভ করেছে। তাই আজ আমি এ বিষয়ে কলম ধরতে বাধ্য হচ্ছি।

প্রথমে 'Valentines Day' এর উৎস ও প্রচলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক - 'Valentines Day' এর উৎস হচ্ছে সতেরশো বছর আগে পৌত্তলিক রোমকদের মাঝে প্রচলিত ছিল "আধ্যাত্মিক ভালবাসার উৎসব।" রোমকদের এই পৌত্তলিক উৎসবের সাথে কিছু কল্প কাহিনী জড়িত ছিল, যা পরবর্তী খ্রীষ্টান রোমকদের মাঝে ও প্রচলিত হয়ে পড়ে। তারা এই উৎসবকে ভিন্ন এক ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে। এই ঘটনা হচ্ছে 'সেইন্ট ভ্যালেণ্টাইন' নামক জৈনিক খ্রীষ্টান সন্নাসীর জীবনোৎসর্গ করার ঘটনা। মূলতঃ ইতিহাসে এরূপ দুজন সেইন্ট ভ্যালেন্টাইনের কাহিনী পাওয়া যায়। এদের একজন সম্পর্কে দাবী করা হয় যে তিনি শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচারে ব্রত নিয়ে জীবন দিয়েছিলেন। আর তার স্মরণে খ্রীষ্টান রোমকরা এই উৎসব পালন অব্যাহত রাখে। এই সময়টিতেই আধ্যাত্মিক ভালবাসার উৎসব রূপান্তরিত হয়ে জৈবিক কামনা ও যৌনতার উৎসবে রূপ নেয়। এ ধরণের উৎসবের মধ্যে যোগ দেওয়া হয় এক বছরের জন্য সঙ্গী বাছাইয়ের অনুষ্ঠান। যাতে একজন তরুণের জন্য একটি তরুণীকে এক বছরের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হত। তারা এক বছর পরস্পরের সঙ্গে মেলা মেশা করার পর একে অপরের প্রতি আগ্রহী হলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত, নতুবা পরবর্তী বছরে ও এই একই প্রক্রিয়ার ভেতরে যেত।

খ্রীষ্টান ধর্মের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা এই প্রথার বিরোদ্ধে ছিল। কেননা তারা বুঝতে পেরেছিল যে এটা সমাজে অশালীনতা ও ব্যভিচারকে ছড়িয়ে দিয়ে সমাজকে ধ্বংশ করার জন্য শয়তানের বহু কুটচালের একটি এবং ধর্মের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। এমনকি খ্রীষ্ট ধর্মের প্রাণ কেন্দ্র ইতালিতে এই প্রথা অবশেষে বিলুপ্ত করা হয়। তবে আঠারো ও উনিশ শতকে তা সেখানে পুনরায় চালু হয়।

'Valentines Day' এর উৎস সম্পর্কে আরেকটি মতবাদ হচ্ছে এই যে এর উৎস খ্রীষ্টীয় ৩য় শতকে রোমক সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াসের শাসনামলে। এ সময় ক্লডিয়াস একটি বিধান জারী করেন যে, সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, কেননা বিবাহ তাদের যুদ্ধক্ষেত্র দৃঢ় থাকাতে ব্যাহত করবে। এ সময় সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন এই আইনের বিরোদ্ধাচরণ করেন, এবং গোপনে সৈনিকদের বিয়ের কার্য্য সমাধা করতে থাকেন। যা হোক এর পরিণিতিতে তাকে কারাবরণ করতে হয়। এবং পরিশেষে সম্রাট তাকে খ্রীষ্ট ধর্ম পরিত্যাগের বিনিময়ে মুক্তি ও পুরষ্কারের লোভ দেখান, কিন্তু তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের, উপর অটল থেকে মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নেন। কার্যকরের তারিখটি ছিল খ্রীষ্টীয় ২৭০ শতকের ১৪ই ফেব্রুয়ারী যা কার্য্যকরী হয় ১৫ ফেব্রুয়ারী। সে জন্য এই দিনটিকে এই পাদ্রীর নামে নামকরণ করা হয়।

খ্রীষ্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা পোপ গুই ফে কে ভালবাসার উৎসব দিবস হিসেবে নির্ধারণ করেন। দেখুন কি ভাবে খ্রিষ্টানদের সর্বোচ্চ এই ধর্মীয় নেতা একটি নব উদ্ভাবনকে ধর্মীয় বেশ পরিয়ে সমাজে চালু করে দিলেন। আর কিভাবে খ্রীষ্টানরা একে সাদরে গ্রহণ করে নিল। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন "তারা তাদের পণ্ডিত ও সন্নাসীদেরকে আল্লাহর পাশাপাশি তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।" (সুরা তাওবাহ ৯:৩১)

শান্তির ধর্ম ইসলামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিশ্বের তাবৎ কুফুরী শক্তি আজ ঐক্যবদ্ধ। সময়ের ঘূর্ণিপাকে শান্তির মিশন আজ অশান্তির বাহন হিসেবে চিহ্নিত। এক কালের দুর্দমনীয় প্রতাপশালী মুসলিম জাতি আজ বিশ্বব্যাপী চরম নির্যাতনের শিকার। ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে আজ বিশ্ববাসী হতাশাগ্রস্থ।

সুতরাং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে 'Valentines Day' ও যাবতীয় এ ধরণের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ জন্য যে এতে নিম্নলিখিত চারটি শ্রেণীর ইসলাম বিরোধী বিষয় রয়েছে।

১) শিরক পূর্ণ অনুষ্ঠানাদি চিন্তাধারা ও সংগীত ।

২) নগ্নতা, অশ্লীলতা, ব্যভিচারপূর্ণ অনুষ্ঠান।

৩) গান ও বাদ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান।

৪) সময় অপচয়কারী অনর্থক ও বাজে কথা ও কাজ।

এ অবস্থায় প্রতিটি মুসলমানের দায়ীত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে নিজে এগুলো থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাকা এবং বাঙালী মুসলমান সমাজ থেকে এই প্রথা উচ্ছেদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো নিজ নিজ সাধ্য ও চেষ্টা অনুযায়ী। এ আমাদের করণীয় হল যে আমরা সবাই ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকে নিজের পরিবার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সবাইকে ইপদেশ দিয়ে এই ধরণের অনুষ্ঠান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা।

———oooo———

বস্ত্র সমাজ ও আমরা

আব্দুল ফয়জল লস্কর
এম. এম. ১ম বর্ষ

আমাদের বস্ত্র শব্দটি সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে জড়িত। ভারতীয় সংস্কৃতি শাড়ী এক বিশেষ স্থান দখল করিয়াছে। মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের সঙ্গে মুসলিম পোশাক স্যালোয়ার কামিজ ও পদাপ্রথা ভারতে এসেছে। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে আমাদের সংস্কৃতি বিপন্ন হতে চলেছে। বর্তমান প্রজন্ম শাড়ীর প্রতি দিনদিন অনীহা বাড়ছে। বরং পাশ্চাত্য পোশাক টাই টপ পেন্ট, জিনস এর প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। ইহাতে মেয়েদের প্রতি ছেলেদের আকর্ষণ দিনদিন বেড়েই চলেছে।

পবিত্র কুরআন শরীফের সুরা আরাফের ২৬ নং আয়াতে পোশাক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন – "হে বাণী আদুম। আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং তাকওয়ার পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।"

এই আঘাত আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলেননি, বরং সমগ্র বাণী আদমকে সম্বোধন করেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে পোশাকে লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজন ও মানবজাতির সহজাত প্রভৃতি পোশাক দ্বারা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে।

উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেন যে লোক দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরবে, আখেরাতে সে তা পরতে পারবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যা মন চায় তা খাও এবং যা ইচ্ছা হয় পরিধান কর, যে পর্যন্ত না তুমি দুটি ব্যাপারে লিপ্ত হও। একটি অপব্যয় এবং অন্যটি অহংকার (বুখারী)।

ইবনে আব্বাস ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রাঃ) এর তাফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার পোষাক বলে সৎকর্ম ও খোদাভীতি কে বোঝানো হয়েছে। বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্তাঙ্গ আবরণ এবং শীত গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা ও সাজঘর উপায় হয়, তেমনি সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীতির ও একটি আধ্যাত্মিক পোশাক। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায়। এ কারণে এটি সর্বোত্তম পোশাক।

বর্তমান উশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার জন্য বিশ্বে সমাজশাস্ত্রবিদেরা পরিবার ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। অতীতের যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া একক পরিবারে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে বাচ্চারা শুধু মা বাবাদের আওতায় তাহারা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কমে আসছে। এতে উগ্র মানসিকতা দিন দিন বৃদ্ধি হচ্ছে। সমাজের সমস্যা উর্দ্ধগতিতে বেড়েই চলেছে। নারীঘটিত অপরাধ যৌন ধর্ষণ, রাস্তাঘাটে উত্তক্ত করা, অত্যাচার খুন ইত্যাদি যেন আর বন্ধ হচ্ছে না একের পর এক ঘটনা পত্রিকার পাতায় প্রতিদিন প্রকাশিত হতে চলেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কে স্কুলে দিয়ে মা বাবারা আতঙ্কে দিন কাটান যতক্ষণ না ফিরে আসে। ইহা ছাড়া ইলেকট্রনিকস্ প্রচার মাধ্যম মুষ্টিমেয় কয়েকটি মেয়ে বিভিন্ন ব্রান্ডে, বিভিন্ন চ্যানেলে দেহ প্রদর্শনে হয়তঃ অনেক লাভবান হচ্ছে কিন্তু এই একভাগকে অনুকরণ করেছে

একশকোটি যুবক যুবতী। ইহার ফলে মেয়েরা বিভিন্ন ধরণের সমস্যায় পড়ছে। ফ্যাশনের দুনিয়া যত এগোচ্ছে মেয়েরা ও তত ঝুকছে ইহার ফলে বিভিন্ন ফ্যাশনের মাধ্যমে মেয়েরা আরও আকর্ষিত হচ্ছে। স্কুল কেলজের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময় আকর্ষিত যৌবনের ছেলেদের আকর্ষণে পড়ে যায় তখন কেউ অফার করে, কেউ বা ছেলেদের অফার পছন্দ করছে কেউ বা প্রত্যাখান করছে। যে প্রত্যাখান করছে সেই হয়ে গেল সেই ছেলের কয়েকজন বন্ধুদের লালসার শিকার। যেন তেন উপায়ে তাহার পড়াশুনায় বাধা দেওয়া রাস্তাঘাটে উত্তক্ত করা, পথ আগলে দাঁড়ানো, যেভাবেই হউক সে যেন এক মহাবিপদের আশঙ্কায় আতংকিত। কেউ বা ঘরে বলতে পারে কেউ পারে না, অনেক সময় ঘটে যায় অনেক অঘটন। সেই অনাকাঙ্কিত ঘটনা একেকজনের জীবনে নিয়ে আসে অন্ধকার। পৃথিবীতে বাঁচবার আসা হারাইয়া ফেলে। সমাজে দাঁড়াবার শক্তি বিলীন হয়ে যায় এরাই যখন সমাজে উটে দাড়াবার শক্তি না পায় একা একা জীবনকে একাকিত্বে বিষিয়ে তোলে। মনের ভিতর অজস্র ক্ষোভ ফেনাইয়া উটে বুকে। কিন্তু মেয়েদের মান সম্মান একবার হারিয়ে গেলে ফেরানো বড় দায়। কপালে করে করাঘাত কেন ঘটেছে এত অপরাধ। কি ছিল দোষ আমার কিছুই ত করিনি তবু কেন এত অপমানিত। উশৃঙ্খল সমাজ এর জন্য দায়ী। সভ্যতার অগ্রগতিতে গোটা পৃথিবীর সঙ্গে সামিল হতে যে বস্ত্র আজকের প্রজন্মেরা করিতেছে গ্রহণ, অনেকটা ইহার জন্য দায়ী। ইহা ছাড়া ইলেকট্রনিকস্ প্রচার মাধ্যম ও সমান অংশে দায়ী। শিশুমনের অকালপক্কতা শিশুদেরকে বাস্তববুদ্ধিবাদীগুণকে ভাল কাজে সাড়া দেয় না। এই সমস্যা সারা বিশ্বে, বর্তমানে এইসব সমস্যার কারণে স্কুলকোর্সে যৌনতা সম্বন্ধে জাগ্রত করা হয়। যাতে শিশুরা এইসব সমস্যায় না পড়ে। কারণ বর্তমান প্রজন্মের পরিপক্কতা ১০ থেকে ১২ বৎসর। এই সময় আমেরিকার স্কুলে বাচ্চাদের গর্ভবতী সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যা সমাধানে সেইসব বাচ্চাদের সচেতন করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি প্রজেক্ট ওয়ার্ক চালু করছে। সভ্যতার অগ্রগতি ও বৈজ্ঞানিক শক্তি নব প্রজন্মকে এত দূষিত করছে। যাহাতে অনিচ্ছা সত্বে একটি শিশু নববধুর বেডরুম পর্যন্ত প্রবেশ। করছে। জানবার কৌতূহলে এরা অনেকেই ভাল হওয়ার চেয়ে বিকৃত হচ্ছে বেশী। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ ধনী ঘরের সন্তান। পরিশেষে বলি, – ইংরাজীতে একটি কথা আছে, 'The lable shows your instant Lable হল বাহ্যিক ভূষণ, যে কোন বস্তু বা প্রাণীয় পরিচয়ের জন্য এই বাহ্যিক ভূষণের বিশেষ প্রয়োজন। আমরা কোন মানুষের পোষাক দেখে সহজেই বলতে পারি যে কোন দেশের লোক। মুসলিমদের এই 'লেবাস' শুধু পোশাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পোশাকের সাথে তার অঙ্গ সজ্জা এবং পোশাক পরিধানের ধরণ ও এর সাথে যুক্ত। এ বিষয় ইসলামের বিশেষ Dress Code আছে । কোরআন ও হাদীসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নারীর দেহ প্রদর্শন অনেক সময় নারীকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়। তাই সতর্ক ও সাবধান হয়ে শালীনতা বজায় রেখে আরামদায়ক পোশাক দেশ ও সমাজ সবার ক্ষেত্রে মঙ্গলময়।

—oooo—

স্বাধীনতা সংগ্রাম

(কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে)

মুফতি নূরুজ্জামান কাছিমী (ত্রিপুরা)
উস্তাদে হাদিছ
জামিয়া দ্বীনিয়া মনছুরিয়া
গোয়ালপাড়া, আসাম

আলোচ্য বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বিষয়বস্তুকে ভালোভাবে বুঝে নেওয়া আবশ্যক যেমন - স্বাধীনতা সংগ্রাম কোরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদ বলা যাবে কি ? অর্থাৎ স্বসস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে "মুজাহিদ" এবং নিহতদেরকে "শহীদ" বলা যাবে কী ? এ নিয়েই আমার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস যা পাঠকবৃন্দকে ইতিহাসের প্রতিটি ধাপে ধাপে নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলীর মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের শরয়ী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে অবগত করবে বলে আশা রাখি। (ইনশাল্লাহ)। তাই উল্লেখিত বিষয় বস্তুটিকে শরীয়তের দৃষ্টিতে পর্যালোচনার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কিছুটা আলোকপাত করা একান্ত প্রয়োজন মনে করছি।

জিহাদ ও তার শর্তাবলী :

জিহাদ একটি ফরজ ইবাদত যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, যার বিবরণ কোরআনের চারশতাধিক আয়াতে পাওয়া যায় যার বিষয়ে বোখারী গ্রন্থে ২৪১, মুসলিম-১০০, আবুদাউদে ৭৬, তিরমীযীতে ১১৫, নাসায়ীতে ৪৮ ইবনে মা-জায় ৪৫টি অধ্যায় রয়েছে।১ জিহাদ শব্দের অভিধানিক অর্থ - পরিপূর্ণ চেষ্টা করা, শক্তি ব্যয় করা। শরয়ী অর্থ- আল্লাহর নাম বুলন্দ করার এবং শত্রু দমন করার লক্ষে জান, মাল, জবান এবং কলমের শক্তি সম্পূর্ণ ব্যয় করা। প্রচলিত অর্থ - ইসলাম ধর্মের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা সংগ্রাম করা২ । ইমাম রাগিব রহঃ জিহাদকে ৩ ভাগে ভাগ করেন - ১। শত্রুদের সাথে সসস্ত্র যুদ্ধ (২) শয়তানের ও (৩) নফসের সাথে সংগ্রাম করা। কেননা মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী (وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وانفسكم. وقاتلوا فى سبيل الله. فاقتلوا المشركين وجاهدون فى الله حق جهاده.) এবং নবী (আঃ) এর হাদীস সমূহ (যেমন. عن انس رضى الله عن النبى ﷺ قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) থেকে জিহাদের প্রকার গুলো সুস্পষ্টভাবে ভেসে উঠে। আবার হুকুমের দৃষ্টিতে জিহাদ ২ (দুই) প্রকারের : ১। কয়েকজনের জিহাদ করার দ্বারা সকলের পক্ষ থেকে তার মহান দায়িত্ব আদায় হয়ে গেলে জিহাদ "ফরযে কেফায়া" হবে যেটাকে ইক্বদামী জিহাদ বলা হয়। ২। যদি এরকম কার্য্য পূর্ণ না হয় এবং আমীরুল মুমিনিন সবাইকে এর জন্য ডাকে, তাহলে এটা অনারগ ব্যক্তি ছাড়া সবাইর জন্য "ফরযে আইন" হবে, যেটাকে "দিফায়ী জিহাদ" ও বলা হয়। কেননা পবিত্র গ্রন্থে মহান আল্লাহ বলেন (...ليس على الضعفاء. انفروا خفافا وثقالا. وما كان المؤمنون) এবং হুজুর (সঃ) বলেন (الجهاد ماض الى يوم القيامة)। ইক্বদামী জিহাদ বা আগ্রাসী আক্রমন এর জন্য কতকগুলি শর্ত রয়েছে। যেমন : (১) ইসলামী কেন্দ্র বা সরকার থাকা (২) মাতা-পিতার অনুমতি নেওয়া (৩) দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া (৪) অস্বীকার করা (৫) আমন বা শান্তিবার্তা না দেওয়া (৬) চুক্তি না থাকা (৭) যুদ্ধের সামর্থ থাকা (৮) আমীর বা ইমাম থাকা (৯) অস্ত্র সামগ্রী প্রস্তুত থাকা (১০) জয়লাভের খুব বেশী বা পরিপূর্ণ আশা থাকা। সুতরাং যদি কোনো শর্ত না পাওয়া যায় তাহলে ইহা জায়েজ নয়। দ্বিফায়ী বা প্রতিরোধ মূলক যুদ্ধের জন্য কোনো শর্ত নেই বরং প্রত্যেকের জন্য (অণারগ ব্যতীত) অংশ নেওয়া আবশ্যক। যেমন : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। বর্তমানে বিশ্বের সর্বস্থানে "দ্বিফায়ী জিহাদ" বা প্রতিরোধ মূলক আক্রমন চলছে।

শহীদ ও তার শর্তাবলী :

শহীদ তিন প্রকারের হয়ে থাকে (ক) যিনি ইহকাল-পরকাল উভয় জগতে শহীদ বলে বিবেচিত ও আখেরাতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন। এবং দুনিয়াতে তাহার উপর খাস কিছু বিধান জারী হয়। এদেরকে হকীকী ও কামেল শহীদ বলে। এদের জন্য কতকগুলি শর্ত আছে। (১) নিহত হওয়া (২) মজলুম বা অত্যাচারিত হওয়া (৩) জানের পরিবর্তে মাল জাতীয় কোন বদলা না নেওয়া, তবে কেছাছের পরিবর্তে মাল দ্বারা সন্ধি করাতে কোনো সমস্যা নেই। (৪) "মুরতাছ" না হওয়া (অর্থাৎ আহত হওয়ার পর খানা-পিনা, বেচাকিনা, বেশি কথা বলা, বা এক ওয়াক্ত নামাজ অতিবাহিত হওয়া ইত্যাদির পর মৃত্যুবরণ করা, (৫) মুসলমান হওয়া (৬) "মুকল্লফ" অর্থাৎ আক্বিল বালিগ হওয়া, (৭) জানাবত-হায়জ ও নেফাস থেকে পবিত্র থাকা (এখানে কিছু ব্যাখ্যা আছে)।

শহীদে কামেলের হুকুম ঃ

(১) এদেরকে গোসল দেওয়া হবে না (২) তাদের দেহে থাকা রক্তাক্ত কাপড়ের সাথে কাফন দেওয়া হবে।

খ) যিনি একমাত্র আখেরাতেই "শহীদ" বলে বিবেচিত হবেন, দুনীয়াতে সাধারণ মৃত ব্যক্তির বিধান জারী হবে। তিনি ওই ব্যক্তি যাকে জুলুম করে হত্যা করা হয়, বা আল্লার নাম বুলন্দ করার উদ্দেশ্য শত্রুদের দ্বারা নিহত হন কিন্তু অন্য কোনো শর্ত পাওয়া যায় না, অথবা ডুবে, জ্বলিয়ে, পাহাড় থেকে পতিত হয়ে বা যে কোন দূর্ঘটনায় রোগাক্রান্ত হয়ে, সফরে বা জুমার রাত্রে ইত্যাদি মৃত্যু বরণ করেন।

(গ) যিনি শুধু কোনো দুনীয়াবী উদ্দেশ্যে লড়াই করে নিহত হন। তাকে আখেরাতে শহীদ বলা হবে না। কিন্তু যেহেতু অন্তরের বিষয়ে অবগত হওয়া যায় না, তাই তার উপর শহীদের দুনিয়াবী বিধানবলী জারী করা হবে যদি সে মুসলমান হয়, অন্যথায় তাকে জাতীয় শহীদ ইত্যাদি বলে ডাকা হবে। যেমন জাতীয় শহীদ ক্ষুদীরাম বসু[৫]।

দারুল হর্‌ব ও দারুল ইসলাম ঃ

ইসলাম একটা সর্বজনীন ধর্ম যার নীতিমালা স্থান কাল নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য তাই, প্রত্যেক দেশের অবস্থান পর্যালোচনা করা দরকার যে, তা দারুল হর্‌ব না, দারুল ইসলাম ? সুতরাং দারুল হর্‌ব মানেঃ যে দেশের জনগণ (চাই মুসলমান হোক বা কাফের শাসকদের অধীনে বসবাস করেন সে দেশগুলোকে দারুল হর্‌ব বলে। যেমন - আমেরিকা, জার্মানী, রাশিয়া, ইত্যাদি। দারুল ইসলাম মানেঃ যেখানে মুসলিম শাসকদের অধীনে জনগণ স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করছে। যেমন ঃ- সৌদি আরব। সুতরাং যদি কোনো দেশ দারুল হর্‌ব থাকার পর মুসলমানগণ ক্ষমতা লাভ করার পর প্রকাশ্যে রাজত্ব বা শাসন শুরু করেন তাহলে এটা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তার বিপরীত হয় তাহলে, যদি কাফেরগণ সম্পূর্ণ বিজীত হয় আর মুসলমানের কোনো রকমের নিজস্ব শক্তি না থাকে তাহলে এটা দারুল হর্‌ব হয়ে যাবে। নতুবা যদি মুসলমানের কোনো রকমের নিজস্ব শক্তি বহাল থাকে তাহলে এটা তখনও দারুল ইসলাম-ই থাকবে। কেননা الاسلام يعلو ولا يعلى (হাদীস)[৬]

ভারতবর্ষ কী দারুল ইসলাম ?

"দারুল হর্‌ব ও দারুল ইসলাম" সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর আসুন! ভারতের অবস্থা সম্পর্কে একটু গবেষনা করি।

ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে ভারতের এখন পর্যন্ত চারটা দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে - ১) ইসলাম বা মুসলমানের শুভগমণের পূর্বকাল, তখন ভারত 'দারুল হর্‌ব' ছিল।

২) মুসলমানের শাসনকাল অর্থাৎ শিহাবুদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরীর রাজত্বকাল (১১৯১ খ্রি: / ৫৮৭ হি:) থেকে টিপুসুলতানের সমাপ্তি (১৭৯৯ খ্রি:) বা ১৮০৩ খ্রি: পর্যন্ত। তখন দীর্ঘ ৬০০ বৎসর প্রায় দারুল ইসলাম ছিল। (৩) টিপুসুলতান শহীদ (রহ:) র শাহাদতের পরকাল থেকে ১৯৪৭ খ্রি: পর্যন্ত দেড়শত বৎসর ভারতবর্ষ দারুল হর্‌ব ছিল! কেননা ধূর্ত ব্রিটিশ টিপুকে শহীদ করে সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে মুসলমানের নিজস্ব কোনো শক্তি বা অস্তিত্ব রাখেনি, ফলে মুসলমান বাদশাহদের সমস্ত শান-শওকত ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এমনকি মসজিদে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করাও কষ্টকর হয়ে যায়। তাই সর্ব প্রথম 'শাহ আব্দুল আজীজ' (রহ:)[১৪] অত:পর তাহার ওয়ারিছ 'রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী' (রহ:)

ভারতকে দারুল হরব বলে ফতওয়া দিয়েছেন। ৪) স্বাধীনতা লাভের পর থেকে অদ্যবধি ভারত সম্বন্ধে অধিকাংশ উলামাদের মতে দারুল হরব এবং অনেকের মতে দারুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, যে ভারত বর্তমানে দারুল হরব এবং তার কাফের বাসিন্দাগন "যিন্মি" ও "মুছতামিন"।[৭]

স্বাধীনতা সংগ্রাম -ঃ

মুসলমানের শাসনকালে ভারতবর্ষের সব ধর্মের বাসিন্দাগণ স্বাধীনভাবে কালযাপন করেছে, কিন্তু ধূর্ত ইংরেজ তাদের স্বাধীনতাকে পরাধীনতায় বদলে দেয়। ফলে ভারতবাসী তাদের পুরাতন ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে যে সংগ্রাম করেছে তাকে "স্বাধীনতা সংগ্রাম" বলা হয়। এটা প্রায় দুই শত বৎসর চলতে থাকে। ১৭৫৭ র পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৮৫৭র সীপাহী পর্যন্ত প্রায় ১০০ বৎসর কেবল মাত্র মুসলমানই সংগ্রাম চালায়। ১৯০০ র পর থেকে হিন্দুরাও মুসলমানের সঙ্গে জড়িত হয়।[৮] কিন্তু দুঃখের বিষয়! আজকের ইতিহাসে মুসলমানের কোনো স্থান নেই। আঃ!

সারকথা ঃ

উল্লেখিত ভূমিকাসমূহ অধ্যায়নের দ্বারা প্রতি সুস্থ মস্তিষ্ক ও বিবেকবান পাঠকের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি শরয়ী জিহাদ ছিল। কথাটা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হওয়ার জন্য নিম্নেলিখিত হাদীস সমূহ ও ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعدنا النبي ﷺ غزوة الهند فان ادركتها انفق فيها نفسي ومالي فان قتلت كنت أفضل الشهداء. وان رجعت فأنا ابو هريرة المحرر (النسائي)

وعن ثوبان رفعه عصبتان من امتي أجارهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم (اوسط طبراني)

উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে ভারতের মধ্যে জিহাদ করার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। মোওলানা মুফতী শফী সাহেব বলেন যে, উক্তহাদীস সমূহে ভারতের শুরু থেকে১৫০

১ এখন পর্যন্ত যতটা জিহাদ হয়েছে সবটির ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৯] কিন্তু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে জিহাদ দুই রকমের ১। ইক্বদামী জিহাদ বা অগ্রগামী আক্রমন, ২। দিফায়ী বা প্রতিরোধমূলক আক্রমন। ভারতবর্ষে যে সকল সংগ্রাম হয়েছে তা সম্পূর্ণ দিফায়ী ছিল যার জন্য কোনো শর্তের দরকার হয় নাই বরং শর্তাবলী শুধু ইক্বদামীর জন্য হয়ে থাকে।[১০]

উল্লেখ্য যে, মুসলমানগণ আল্লাহর জমীনে কালিমার পতাকা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যেই জিহাদ করে থাকেন জাগতিক কোনো লিপ্সা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনা পক্ষান্তরে কাফেরগণ দুনীয়াবী স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতা দখলের জন্যই লড়ে থাকে।[১১] সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহর কলিমা বলন্দ করা-ই ছিল তাই উক্ত সংগ্রাম নিহত দেরকে দ্ব-শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে শহীদ বলতে কোনো বাধা নেই বাকী পরকালে শহীদ হিসাবে মর্যাদা লাভ করা প্রত্যেকের নিয়তের ভিত্তিতে-ই হবে, যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

আসুন! বিষয়বস্তুটিকে ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে দেখি ঃ-

স্বাধীনতা সংগ্রাম বিভিন্ন স্তরে সংঘটিত হয়। সর্বপ্রথম ১৭৫৭ সালে ইংরেজদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে গিয়ে সিরাজুদ্দৌলা সহ শত শত মুসলমান শহীদ হন। ১৭৬৪ সালে বক্সারের ঐতিহাসিক মাঠে শাহ আলম, সুজাউদ্দৌলা ও মীর কাছিম যৌথ ভাবে ব্রিটিসের সাথে সংগ্রাম করেন। ১৭৯৯ সালে সুলতান টিপু ইংরেজদের হাতে চতুর্থ যুদ্ধে ১২০০০ মুজাহিদীন সহ শাহাদত বরণ করেন। ১৮০৩ সালে শাহ আব্দুল আজীজ (রহঃ)-র ফতওয়ার ভিত্তিতে সর্বভারত ব্যাপিয়া সংগ্রাম শুরু হয়। ফলে ১৮৩১ সালে (১২৪৬হিঃ) বালাকোটের মাঠে সৈয়দ আহমদ ও সৈয়দ ইসমাঈল (রহঃ) হাজার হাজার মুসলমানের সাথে শাহাদত লাভ করেন।[১৫] ১৮৫৭ সালে হজরত হাজী ইমদাদুল্লাহ রহ-র নেতৃত্বে কাছিম নানুতবী ও রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সহস্র মুজাহিদীনকে নিয়ে শামলীর ময়দানে যুদ্ধ করেন যেখানে অনেক শহীদের সাথে হজরত যামীন রহঃ শাহাদত লাভ করেন।[১৬] এছাড়া লক্ষাধিক মুসলমান জনসাধারণ ও ৫৭০০০ হাজার উলামা শাহাদত বরণ করেন। ১৮৫৭ সালের পর অস্ত্র জিহাদ ত্যাগ করে আন্দোলনী জিহাদ শুরু করা হয় যার ফলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান (দুই শত বৎসরের মধ্যে) শাহাদত বরণ করা সত্বেও ইতি-হাসের পাতায় তাদের স্থান দেওয়া হয় নাই বরং অস্বীকার করা

হইতেছে। আশা করি মহান আল্লাহ আমাদের আকাঙা পূরণ করবেন তবে এর জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে।

কবির ভাষায় ঃ-

স্বাধীনতা চাইনি আমি এই স্বাধীনতা
স্বাধীনতা পাইনি আমি এই স্বাধীনতা
যাহা চেয়েছি তাহা পায়নি আমি
পেয়েছি যাহা চাইনি
তাইতো আমি বিদ্রোহী
আর কথাগুলো বেআইনী[১৩]

—০০০০—

তথ্য সূত্র

ইঙ্গিত

১। জিহাদ ফি ছবিলিল্লাহ আওর এ'তেরাজ কা ইলমি জায়েজা পৃষ্ঠা নং ৫৯
২। বাদাইয়েচ্ছানাই পৃষ্ঠা নং ৫৭ খণ্ড ৬, জবাহিরুল ফেক্কাহ পৃষ্ঠা নং ২২ ও ২৩ খণ্ড ৬
৩। আবুদাউদ, নাছাই, দারামি, ৬/২২
৪। আলমগীর পৃষ্ঠা নং ৮৮ খণ্ড ২
৫। শামী পৃঃ ১৪৭ খঃ ৩
৬। তালিফাতে রসিদিয়া পৃঃ ৬৫৩
৭। ফতোয়ায়ে দারুল উলুম পৃঃ ২৬৮ খঃ ১২
৮।তারিখে হিন্দ পৃষ্ঠা নং ২৪৩
৯। জাওয়াহিরুল ফেক্কাহ পৃঃ ৬৩ খঃ ৬
১০। জিহাদ ফি ছবিলিল্লাহ আওর এ'তেরাজ কা ইলমি জায়েজা পৃঃ ১৫৭
১১। জাওয়াহিরুল ফেক্কাহ পৃঃ ২৫ খঃ ৬
১২। তারিখে হিন্দ পৃষ্ঠা ২০৭
১৩। "মতগান"
১৪। ফতোওয়ায়ে আজিজি পৃঃ ১০৫ খঃ ১
১৫। উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি পৃঃ ৫০৫ খঃ ২
১৬। উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি পৃঃ ৮৪৮ খঃ ৪

ইসলাম ও সামাজিক ব্যবস্থা, ও সদাচারের গুরুত্ব

মৌলানা এছাম উদ্দিন
প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান শিক্ষক

ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইনসাফের ধর্ম। সুশৃঙ্খল এবং সর্বোচ্চ মানবতার ধর্ম। ইসলামে অন্যায় ঔদ্ধত্য, উগ্রবাদ অভদ্রতা, খুনোখুনি, রক্তারক্তি, সন্ত্রাস এবং মিথ্যা ও প্রতারণার কোন আশ্রয় নেই। ইসলামে সত্য দীন গ্রহনে ও কারো প্রতি জবরদস্তি করার অবকাশ নেই আমরা নিশ্চয়ই জানি আল্লাহর কিতাব কুরআনে কারীমে এবং এই কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম এর শ্রেষ্ট মানবতাময় জীবনাদর্শের নামই হলো ইসলাম। মনুষ্যত্ব সমৃদ্ধ জীবনাচার শিষ্টাচার পূর্ণ সমাজ, মানব সভ্যতায় পরিপূর্ণ রাষ্ট্র গড়ে তুলে আপরাধ ও অপসংস্কৃতিমুক্ত এবং জবাবদিহির চেতনায় প্রকম্পিত ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহমুখী মানবজাতী গঠন করাই ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য। ও উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে আর যা-ই হোক ইসলাম বাস্তবায়ন করা কিংবা মুমিন বলে পরিচিত লাভ করা সম্ভব নয়। কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা ব্যক্তি যদি ফিতনা-ফাসাদ, খুন-খারাবি, মাদকাসক্তি অশ্লীলতা, তথা নৈতিক অবক্ষয়ের মাঝে নিমজ্জিত হয়ে যায় তাহলে তারা নিজেরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি কুলষিত হয় দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র। এই বাস্তবতার অনেক উদাহরণ আমরা প্রত্যাক্ষ করেছি। যদিও এই তিক্ত, অপ্রত্যাশিত অনাকাবিপ্রক্ষত বাস্তবতা আমরা কেউই প্রত্যাক্ষ করতে চাইনি,ভবিষ্যতেও চাইবো না। কেননা মানবতা ও সভ্যতা বিরোধী পরিহিতির মুখোমুখি কোনো সুহ মুমিন অথবা কোনো সভ্য মানুষই হতে চায় না। সুতরাং সকল নৈতিক অবক্ষয় আমাদের কেউ করতে হবে।

ইসলামের সবকিছুই পবিত্র এবং সুন্দর, অসুন্দর অপবিত্র কোনো কিছুরই ইসলামে স্থান নেই যা কিছু অসুন্দর, মানবতাবিরোধী, তার সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যক্তি জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় থেকে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত যত বিষয় রয়েছে, সবকিছুতেই ইসলাম স্বচ্ছ সুন্দরের নির্দেশ না দিয়েছে। এককথায় বৃহৎ মানবকল্যাণের নামই হলো ইসলাম। অকল্যাণ, অমাঙ্গল কামনা, ফিতনা - ফাসাদ, ঝগড়া -ঝাটি, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র মিথ্যা, ধোঁকা, প্রবঞ্চনা, চরিত্রহীনতা, রূঢ় ব্যবহার, বড়দের শ্রদ্ধা না করা, ছোটদের স্নেহ না করা, গুনাহর কাজে সময় নষ্ট করা যথারীতি পড়াশোনা না করা, দায়িত্বে ফাঁকি দেয়া, আমানতের খেয়ানত করা, অসৎ সঙ্গ গ্রহন করা, এই সবকিছুই ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতা ও মানবসভ্যতা বিরোধী গর্হিত কাজ। সুতরাং ইসলামে এসবের কোনো স্থান নেই যেমন কোরান ও হাদিছে এ সম্পর্কে ইরশাদ রয়েছে।

১। একমাত্র ইসলামই আল্লাহর দৃষ্টিতে দীন। তবে পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত কিছু লোক জেনে বুঝে ও কেবল বিদ্বেষ বশত মতানৈক্য আর বিতর্কে লিপ্ত হয়। যারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে, আল্লাহ তাদের অতি সত্বরই হিসাব নেবেন॥ যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী প্রত্যাখান করেছে, নবীদের হত্যা করেছে অন্যায়ভাবে। যারা হত্যা করে ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দাতা সত্যাশ্রয়ী মানুষদের, তাদের তুমি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।(সূরা আলে ইমরান ঃ করেছেন, আয়ত ১৮-২০)

২। রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, কল্যাণকামিতার নাম হলো দীনে ইসলাম। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, কার জন্য কল্যাণকামিতা ? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর দীনের জন্য কল্যাণকামিতা, তাঁর রাসূলের জন্য কল্যাণকামিতা, মুমিনদের জন্য তথা সকল মানুযের জন্য কল্যাণকামিতা।

(মুসলিম শরীফ)

৩। অন্য হাদীসে আছে, সমগ্র মাখলুক আল্লাহর সৃষ্টি। আর আল্লাহর কাছে সেই সৃষ্টিই অধিক প্রিয় যারা অন্য সৃষ্টির সঙ্গে সদাচরণ করে। (বাইহাকী)

৪। মুমিন সেই যার অনিষ্ট থেকে সফল মানুষের জান মাল নিরাপদ থাকে। আর মুসলিম সে ব্যক্তি যার হাতে এবং মুখের অনিষ্টতা থেকে অপর মুসলিম বেঁচে থাকে। (তিরমিযী)

৫। মুহাজির সে ব্যক্তি যে, সকল গুনাহখাতা ও অপরাধ মূলক কাজ পরিত্যাগ করে। (বায়হাকী)

পিতা-মাতার সেবা শুশ্রূষা এবং তাদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা সন্তানের অপরিহার্য দায়িত্ব পিতা-মাতার মাধ্যমেই আমরা এই মাটির পৃথিবীতে আগমন করেছি। সেই ভ্রূণ থেকে শুরু করে প্রসব করা পর্যন্ত আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া জমনীগণ বাহবিধ কষ্ট যন্ত্রনা সহ্য করেছেন আমাদের জন্য। এরপর নবজাতক অবস্থা থেকে কৈশোর অথবা তারণ্যে পৌছা পর্যন্ত পিতা-মাতা উভয়ে আমাদের কে যথাযত ভাবে লালন পালন করে শিক্ষিত করে তোমার জন্য কত হাসিমুখে বরণ করেছেন। সব কষ্ট আমাদের হোক আমার সোনামণির (ছেলে-মেয়ের) একটু ও যেন কষ্ট না হয়, এমন ভাবেই আদর দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, পরম ভালোবাসা দিয়ে তাঁরা আমাদের বড় করেছেন সেই মহান পিতা-মাতার সঙ্গে আমরা সৎ আর কোমল ব্যবহার করবো এটাইতো স্বাভাবিক।

পিতা - মাতার জন্য সন্তানের করণীয় কী, তাঁদের মর্যাদা কেমন, সন্তান পিতা মাতার প্রতি কেমন শ্রদ্ধা ভক্তি আদব প্রদর্শন করবে, পিতা মাতার সন্তুষ্টি অর্জনে সন্তান কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করবে সন্তান হিসাবে পিতা মাতার প্রতি তার দায়িত্ব কতটুকু এ সব বিষয়ে কুরআন হাদীসে রয়েছে বিস্তারিত নির্দেশনা। যে নির্দেশনা। বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক সন্তানের জন্য অপরিহার্য। দেখুনঃ ১। আমি সকল মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তাঁদের পিতা মাতার সঙ্গে কোমল ও সদয় ব্যবহার করতে। প্রত্যেক মা কষ্টের পর সহ্য করে তার সন্তানকে ধারণ করে এবং জন্ম দেয়।

(সূরা আহকার্ফ্যঃ আয়াত ১৫)

২। তোমার প্রতি পালক নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে আর পিতা মাতার সঙ্গে সদাচারণ করবে। তোমার পিতা মাতা অথবা দুজনের কোনো এক জনের বাধ্যকালে যদি তুমি তাঁদের সাহচর্যে থাকা, তাঁদের কোনো আচরণে তুমি বিরক্তি মূলক শব্দ উচ্চারণ করো না। তাঁদেরকে ধমক দিয়ে (রূঢ়তার সঙ্গে) কথা বলো না। বরং তাঁদের সঙ্গে কোমল স্বরে সম্মান বজায় রেখে কথা বলো। তাদের সামনে বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দাও মায়ার সঙ্গে দোয়া করো, রাব্বুল আলামীন হে আমার পিতা মাতার প্রতি তুমি রহম করো (উদার দয়াপরবশ হও) যেমন মমতাময়ী হয়ে আমাকে তাঁরা শিশুকালে লালন পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ আয়ত ২৩-২৪)

৩। আর আমি মানবজাতিকে আদেশ দিয়েছি তাদের পিতা মাতার সঙ্গে সদাচরণ করতে। প্রত্যেক সন্তানের মা কষ্টকেষ আর যাতনা সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করে থাকে। জন্মদাত্রী মা তার সন্তান কে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে। আর তুমি (সন্তান) আমার শোকর আদায় করবে এবং তোমার পিতা মাতার শোকর গুজার সন্তান হবে। বস্তুত তোমরা সকলে আমার কাছেই ফিরে আসবে। যদি তোমার (কাফের মুশরিফ) পিতা মাতা তোমাকে আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে (যে বিষয়ে তোমর কোনো জ্ঞান নেই) সে ক্ষেত্রে তুমি তাদের কথা মান্য করবে না। তবে, এই ইহজগতে তাদের সঙ্গে সদাচার প্রদর্শন করবে। আদর আপ্যায়ন মূলক আচরণ করবে (তাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করবে না।) (সূরা লুকমান ঃ আয়াত ১৪-১৫)

৪। হযরত আবুদ দারদা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মাতা-পিতা হলেন জান্নাতে প্রবেশ করার মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমরা (সন্তানেরা) চাইলে এই দরজা (জান্নাতে যাওয়ার অবলম্বন) হেফাজাত আহমদ,

তিরমিজি, ইবনে মাজাহ) অর্থাৎ পিতা মাতার সন্তুষ্টি অর্জন সন্তানের জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করে। আর তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তাদেরকে অসন্তুষ্ট করলে জান্নাতে যাওয়ার অবলম্বন বিনষ্ট হয়ে যায়।

৫। হযরত আবু উলামা রা থেকে ইবনে মাজাহ রহ বর্ণনা করেছেন এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, মাতা পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কী ? নবীজী জবাবে বললেন, তারা (তোমার মাতা পিতা) তোমার জন্য জান্নাত অথবা জাহন্নাম। অর্থাৎ তাদের আনুগত্য সেবাযত্ন তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে আর তাদের সঙ্গে বেয়াদবি করলে বা তাদের অসন্তুষ্টি তোমার উপর থেকে গেলে তুমি জাহান্নামের উপযোগী হয়ে যাবে। (ইবনে মাজাহ) সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে শিষ্টাচার ভদ্রতা ও সদাচারের কুরআনিক নির্দেশনা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, ইসলাম সর্বোচ্চ মানবতাবাদী ধর্ম। সভ্যতা, ভদ্রতা, সহনশীলতা, ধৈর্য্য ও উদারতা এবং শালীনতা প্রতিষ্টার জন্য যে নীতিমালা ইসলাম প্রণয়ন করেছেন তার নজীর দ্বিতীয়টি নেই। ইসলাম মানুষকে যেমন সর্বোচ্চ সম্মানিত এবং শ্রেষ্ট জীব হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে তেমনি এই শ্রেষ্টত্ব বহাল রাখার জন্য যথাযথ নির্দেশনা ও কর্মপন্থা প্রদান করেছে। যেমন কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছ

১। হে মুমিন গণ! তোমরা অন্য কারো ঘরে ঘরবাসির অনুমতি গ্রহন এবং সালাম প্রদান করা ব্যতীত প্রবেশ করবে না। এরূপ নিয়ম পালন করাই (অনুমতি গ্রহণ করাই) তোমাদের জন্য কল্যাণ কর। অনুমতি চাওয়ার পর যদি কোনো সাড়াশব্দ না পাও, তাহলে ফিরে যাও। আর এমনটি করাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতা। (সূরানূর ঃ আয়াত)

২। হে রাসুল! আপনি মুমিন নর নারীকে বলে দিন, পথ চলতে তারা যেন দৃষ্টি নীচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে। (সূরা নূরঃ আয়াত ৩০-৩১)

৩। তুমি এই ভূম - লে দম্ভভরে বিচরণ করো না, এই দম্ভ দ্বারা না তুমি ভূ-পৃষ্ট বিদীর্ণ করতে পারবে আর না তুমি পর্বত সমান উচু হতে পারবে। (সূরা বনী ইসরাইলেঃ ৩৫-৩৭)

৪। হে মুমিনগণ! তোমরা সটিক ও সত্য কথা বলো, এবং আল্লাহকে ভয় করো। তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্মকান্ড সংশোধন করে দেবেন। তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। শুনে রাখো যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে তারাই মহাসাফল্য অর্জন করে। (সূরা আহযাবঃ আয়াত ৭০-৭১)

৫। হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে নসিহত করে বললেন, হে বৎস! যদি সর্ষের দানা পরিমান কোনো নেক আমল অথবা বদ আমল কারো থাকো, আর তা বিশাল জমিন আসমানের কোথাও অথবা পাথরের ভিতরে লোকানো থাকে তা ও রাব্বুল আলামীন বের করে আনবেন এবং তার প্রতিদিন দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী। হে পুত্র, তুমি নিয়মিত নামাজ আদায় করবে। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের বাধা প্রদান করবে। আর তুমি কাউকে তুচ্ছ আচ্ছিলা করবে না। মুখ ভেংচিয়ে কথা বলবে না। আর তুমি দম্ভভরে পথ চলবেনা। কেননা আল্লাহ তায়ালা কোনো উদ্ধত এবং অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। তুমি মধ্য গতিতে পথ চলবে, এং নিচু স্বরে কথা বলবে। জেনে রেখো, গাধার আওয়াজই সবচেয়ে বেশী কর্কশ। (সূরা লুকমান আয়াত ১৬-১৮)

উপরে দুই একটি বিষয়ের উপর কোরান ও হাদিছের আলোকে আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত যে ইসলাম কখনও ভ্রষ্টাচার, সন্ত্রাস, কুসংস্কার, দুর্নীতি, খুনোখুনি, উগ্রবাদ কে আশ্রয় দেয় নাই। আল্লাহ সবাই কে সত্য জানার ও মান করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

*****

মাদ্রাসা

কমরুল ইসলাম বরবুইয়া
এম.এম ১ম বর্ষ

মাদ্রাসা হল একটি আরবী শব্দ যা মূল ধাতু দারস থেকে উদ্‌গত দারস অর্থ শিক্ষা করা। যেহেতু মাদ্রাসা শব্দটি স্থান বাচক পদ, তাই উহার অর্থ হল ঐ স্থান যেখানে শিক্ষাদান ও শিক্ষা অর্জন করা হয়।

অভিধানগত অর্থে মাদ্রাসা শিক্ষা কোন বিশেষ শিক্ষা বুঝায় না, বরং সব ধরণের শিক্ষা ব্যাবস্থা কর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রচলিত অর্থে মাদ্রাসা শিক্ষা বলতে ঐ সব শিক্ষা ব্যাবস্থাকে বুঝায় যেখানে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই মাদ্রাসা শিক্ষার দ্বারা দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়েছে সমস্থ বিশ্বজুড়ে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা হয়েছে।

প্রারম্ভিক দিকে ইসলামী দ্বীনি শিক্ষা যা সাধারণতঃ ইলমে মনাকুলাতের মধ্যে পড়ে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা যা ইলমে মাকুলাতের মধ্যে পড়ে আলাদা কোন ব্যাবস্থা ছিল না, এই সবই একই ব্যাবস্থার ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল। এই সব প্রতিষ্ঠানে দ্বিনী শিক্ষার সাথে সাথে জ্ঞান বিজ্ঞানের ও চর্চা হয়েছে। একসময় ছিল মাদ্রাসার পুড়য়ারাই পৃথিবীকে নানা জ্ঞানের আলো দেখিয়েছে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সমাজে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থাকে একটা নিচক চিরাচরিত ধর্মীয় শিক্ষা ব্যাবস্থা হিসাবে ধরে নেওয়া হয়।

সর্বত্র না হলেও ঐ সব মাদ্রাসার পড়াশুনার স্থর এমনভাবে রাখা হয়েছে যে সেখানে পড়াশুনা করলে মৌলানা - মৌলভী হয় টিকই কিন্তু সমাজের অন্যান্য ধারায় শিক্ষিত ব্যাক্তি বা সমাজের সাথে টিক নিজেকে সুবিন্যস্থ করতে পারে না। সমাজ ও এদেরকে সামান্য শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হিসাবে মনে করে। যারা ঐ সব মাদ্রাসার সাথে জড়িত, তাদেরকে নিয়ে অস্পষ্ঠ ধারনা বিদ্যমান, ধারনা হয় যে এরা বেকার অথবা কর্মের অযোগ্য, আধুনিক জগতের জন্য অনুপযোগী। ইদানীং কালে এদের ব্যাপারে আরও যোগ হয়েছে যে এরা হল সন্ত্রাসবাদী আরও অনেক কিছু।

প্রকৃত পক্ষে প্রতি বছর হাজার হাজার মাদ্রাসা পড়ুয়া, মাদ্রাসা হইতে "আলীম" বা "মৌলভী" উপাধী নিয়ে বের হয়ে যান, এরা হয় দেশের সৈন্য। প্রয়োজনে এরা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

শিক্ষার প্রতি ইসলামের গুরুত্ব অপরিহার্য। যা কোরান শরীফের প্রথম আয়াত থেকে বোঝা যায়।.... অর্থাৎ - "পড়ে তোমার প্রভুর নামে যিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। এছাড়াও ইসলাম ধর্মের প্রবর্ত্তক হজরত মুহম্মদ (সঃ) এর বাণী এ ক্ষেত্রে সাংঘাতিক অনুপ্রেরনা দায়ক। তাই ইসলামে তার আবির্ভাব থেকেই অর্থাৎ ৭ম শতাব্দী থেকে জ্ঞান সাধনা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

যে জাতির কাছে ইসলামের আগমন সর্বপ্রথম হয়েছে সেই আরব জাতি ইসলাম এর আগমনের পূর্বে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ রুপে অজ্ঞ ছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে এরা অনেক দূরে ছিল। হুজুর (সঃ) এর সময়কালেই মসজিদে নবত্তয়ী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর রূপ নেয়। ঐ সময় থেকে খোলাফায়ে রাশিদিন তথা বনি-উমাইয়া দের

শাসন কাল পর্যন্ত মুসলিম দুনিয়ার শিক্ষা দান বিশেষ প্রতিষ্ঠানিক রুপ নিতে পারে নি; বরং বিশেষতঃ মসজিদ কেন্দ্রীক অথবা কোন শিক্ষাদানকারী ব্যাক্তি বিশেষের বাসস্থান কেন্দ্রিক ছিল। এভাবে প্রায় বান উমাইয়াদের শাসনকাল পর্যন্ত একই ধারনা বজায় থাকে।

যখন ইসলাম সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করে তখন মুসলিম জাহান তিনটি প্রধান পুরানো সভ্যতার সংস্পর্শে আসে, যেমন ইরানী সভ্যতা চীন সভ্যতা, ও মিশরীয় সভ্যতা। ফলে মুসলমান জাহান নতুন নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় হয়। যার পরিণতিতে মুসলমান দুনিয়ায় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও জ্ঞান সাধনায় পুরোপুরী সফলতা আসে আব্বাসীদের শাসনকালে। ঐ সময় ইসলামী দুনিয়ার প্রথম জ্ঞান সাধনার বড় প্রতিষ্ঠান বাগদাদের বয়তুল হিকমত" প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পর ক্রমে ক্রমে সারা মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষনা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বিনী শিক্ষার সঙ্গে গবেষনামূলক শিক্ষা দান করা হত। ফলে একাধারে গড়ে উঠেছিলেন বিজ্ঞ আলিম ও বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞ আলিম ও বড় চিকিৎসক, বিজ্ঞ আলিম ও ইতিহাসবিদ, যাদের জন্য ঐ সময়টা হয়ে উঠেছিল ইসলামী জ্ঞান সাধনার সুবর্ণ যুগ এবং যাদের কাছে আধুনিক বিশ্ব আজও ঋনি।

ভারতের পেক্ষাপটে মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ– দিল্লির সুলতান ও মুসলমান সুফি ও উলামায়ে কেরাম ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করে জনসাধারণের জন্য জ্ঞান চর্চার ব্যাবস্থা করেছিলেন, এই সব মাদ্রাসার মধ্যে ছিল মাদ্রাসায়ে নাছিরিয়া, মাদ্রাসায় আলাই মাদ্রাসায় ফিরোজাবাদ ইত্যাদি। মুঘলরা যখন ভারতবর্ষের শাষণভার গ্রহণ করে তখন মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচুর উন্নতি ঘটে। পরবর্ত্তীকালে যখন ইংরেজ শাষণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে তখন ভারতবর্ষের মাদ্রাসা শিক্ষা বিলুপ্তির প্রতি অগ্রসর হয়। ইংরাজরা চায় না যে মুসলমান সমাজ শিক্ষিত হয়ে উঠুক এবং দেশ শাষণের অংশিদার হউক। তাই ১৮৫৭ ইং থেকে ১৯৪৭ ইং পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মুঘোলযোগের মুসলিম বিজ্ঞানী ও উলামাদের গবেষণালব্ধ লেখা লেখি সরিয়ে রাখা হয় অথবা ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বোঝা যাবে যদি মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যাক্তিবর্গের সমাজের প্রতি অবদান মূল্যায়ন করা হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কত অগনীত উলামায়ে কেরাম শহীদ হয়েছিলেন, তা হয়ত আমরা কেউ জানিনা। মওলানা মাহমদুল হাসান দেওবন্দী, মওলানা হুসাইন আহমদ মদনী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গ ছিলেন মাদ্রাসা পড়ুয়া।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, আজকের এই দিশহারা সমাজকে মাদ্রাসা পড়ুয়ারাই পথ দেখাতে পারেন। দুর্নীতি ও অন্যায় ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ যেভাবে সমাজে মাথাছড়া দিয়ে উঠেছে, অত্যাচার, খুনখারাবী, প্রতারণা ইত্যাদির দ্বারা আজ সমাজ আচ্ছাদিত হয়েছে এতে আমি মনে করি মাদ্রাসা শিক্ষাই তার সমাধান।

———ooo———

* পড়ায় অলসতা আসিলে পরীক্ষার কথা স্মরণ কর।

(ফয়জুর রহমান)

মোল্লার কি দরকার

জুনাইদ আহমদ তাপাদার
বিদায়ী ছাত্র

উপরোল্লিখিত শিরোনামে কিছু মনের ভাষা ব্যক্ত করার ইচ্ছায় লিখতে গেলাম। মূল বিষয় লেখার আগে দুটি কথা বলতে চাই। প্রথমতঃ মাদ্রাসায় ছাত্র পড়াবার প্রয়োজন কি ? দ্বিতীয়তঃ সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরাই কি দ্বীন সুরক্ষার দায়িত্ব সামলাতে হবে ? নিজের মাল, সময় ও সম্মান উৎসর্গ করেও কি গালিগালাজ শুনতে হবে ?

আমরা জানি, পৃথিবীতে ইসলাম আসার পূর্বে মানুষ মরণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। বিপথগামী হয়ে ধীরে ধীরে মানুষ ও পশুর মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে এসেছিল। ফলে একটি পশু যা করতে পারত বিনা দ্বিধায় একজন মানুষ ও তা করে নিত। উদাহরণ স্বরূপ জীবিত মেয়েদের মাটিতে পুঁতে হত্যা, বিধবা মহিলাদেরকে বিপদের প্রতীক ভেবে গোবর মাখিয়ে উটের পিঠে করে ঘোরানো হত যা তার মৃত্যুর কারণ হত। সামান্য জল খাওয়া নিয়ে দুটি গোষ্ঠীর হত্যালীলা। সংক্ষেপে এতসব চলাকালীন সময়ে পথের দিশারী, শান্তির দূত, বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

তিনি বিদায় নেওয়ার আগে তাঁর সমস্থ অনুগামীদের লক্ষ্য করে বললেন - আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। কোরআন এবং আমার সুন্নত। যতক্ষণ তোমরা এই দুটি মেনে চলবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। মাদ্রাসাগুলোর মূল হল এই দুইটি বিষয়। যার উদ্দেশ্য হল একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্য কোরআন ও হাদীসের শিক্ষার্জন করে ছাত্ররা সঠিক পথে চলবে ও সঠিক পথ প্রদর্শন করবে। দেশ ও জাতির সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করবে যাতে পৃথিবীর সকল মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পায়।

যেমন আমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখব যে দ্বারুল উলুম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি ? প্রথমতঃ দ্বীন সুরক্ষিত রাখা। দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক শোষক ইংরেজের হাত থেকে ভারতের মাটি-মানুষ রক্ষার সৈবনিকা গড়ে তোলা। এখন মাদ্রাসার ছাত্রের যোগান দেবেন কারা ? এই সমাজ থেকে দ্বীন দরদী ব্যক্তিরাই তো দেবেন। তো তারা দিতে লাগলেন এবং শুধু দিয়েই ক্লান্ত হননি। সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী মাদ্রাসায় আসা ছাত্রদের থাকা ও খাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা (জায়গীর) নিজের ঘরেই সম্মানের সহিত করে দিতেন। আর এমন ইজ্জতের সহিত আপ্যায়ন করতেন যে তাঁহাদের অন্তর ও বাহিরে ইহাই লক্ষ্য করা যেত যে তাঁহারা শুধু আল্লাহ ও রাসুলকে খুশি করতে এবং দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই ছাত্রের থাকা ও খাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বাড়ির ফসল, জমির ধান, আয়ের একাংশ মাদ্রাসায় দান করতেন কারণ এখানে ইসলামী সরকার নয় যে মাদ্রাসার উন্নয়নে আগ্রহী হবে বা দায়িত্বশীল হবে। আর ঐ দানের বিনিময় তাঁহারা ঐ ছাত্রের কাছে আশা করা লজ্জার বিষয় মনে করতেন। পরিবর্তে আল্লাহর কাছেই সবকিছু আশা করতেন।

কিন্তু বর্তমানে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া জায়গীর দেওয়া প্রায় অসম্ভব বিষয় হয়ে গিয়েছে। তবে হ্যাঁ এখনও কয়েকটি পরিবার ব্যতিক্রমী রয়েছে। যেখানে প্রয়োজন ছিল মাদ্রাসায় পড়তে আসা ছেলেটিকে খুব উৎসাহ দেওয়া। তাকে সব ধরণের সাহায্য করা। কারণ একজন যখন তার ছেলেকে শত বাধা বিপত্তি মোকাবেলা করে মাদ্রাসায় দিয়েছে তো এখন আপনি তাকে সহায়তা করুন। কোন ভুল হলে ক্ষমা করে দিন। তার তো ভুল হবেই কারণ সে এখনও ছাত্র তার সমবয়সীরা হয়ত এখনও কোথাও আড্ডা মারছে।

এখন মনে করুন - কোন ব্যক্তি যদি তার দুই ছেলের মধ্যে একজনকে মাদ্রাসায় পড়তে দেন আর দ্বিতীয়জনকে স্কুলে

পড়তে দেন তবে মাদ্রাসায় যে ছেলেটি পড়তে গেল সে কি কোন অপরাধ করল যে পাঞ্জাবী পরার কারণে সে বোকা, সবকিছু বোঝেনা, আর ঐ স্কুলছাত্রটি সবক্ষেত্রেই প্রাধান্য পাবে। উভয় কি সমান প্রাণী নয় ? স্কুলে পড়লে আড্ডা, মস্তানী, গুণ্ডামী, ভণ্ডামী সবকিছুই হালকা করে দেখা যায়, সমাজে এসব চলে। কিন্তু ওদের কাছ থেকে হলে চলবে না। হ্যাঁ চলার কথাও নয়। তবে সামান্য কোন ভুল-ভ্রান্তি হলে তা ক্ষমার দৃষ্টিতে শোধরানো ভাল হবে না ঘৃণা ভরে খুঁচানো ভাল হবে ?

মাদ্রাসায় শিক্ষিত হলে বেতন হবে ৪/৫ হাজার টাকা, যখন স্কুলে পড়লে ৪০/৫০ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রথম জনের শুধু ত্যাগ আর ত্যাগ। আর দ্বিতীয় জনের .....। কি কারণে সে ৪/৫ হাজারে সন্তুষ্ট হবে ? তার কি ৪০/৫০ হাজারের প্রয়োজন নেই ? তার কি প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে চলতে মনে চায়না ? বড়-বড় মাছ-মাংস খেতে ইচ্ছে হয় না ? সে কি বড় দালান বাড়িতে থাকতে চায় না ? নিশ্চয় চায়, মনেও হয়। কিন্তু ...., কিন্তু তার অন্তরে এক খোদাভীতি নিয়ে আছে যা সে মাদ্রাসায় ঐ কোরআন আর হাদীসে দীর্ঘকাল পড়তে পড়তে পেয়েছিল। তাই তার এ ত্যাগস্বীকার। কারণ সেখানে লেখা ছিল হুজুর (দঃ) এর অসাধারণ জীবনী। কিভাবে শুকনো রুটি দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতেন। কিভাবে পেটে পাথর বেঁধে ক্ষুধার জ্বালা দূর করতেন। কিভাবে পরকালের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার শান্তি বিসর্জন দিতেন। এ সমস্ত শিক্ষা পাওয়ার জন্যেই ঐ মোল্লা মওলানারা ৪/৫ হাজারেই সন্তুষ্ট হতে পারেন। তবে এই সন্তুষ্টির পরেও কিছু বাবু মার্কাদের সবসময় খোঁচানোতে তাদের জীবন অতিষ্ঠ। বাবুমার্কারা বেমালুম ভুলে গেছেন, ঐ যে প্রথমে যখন বাবুকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল তখন যদি মোল্লাকেও ভর্তি করা হত তবে তিনিও একজন বড় বাবু হতে পারতেন। বাবু তুমি যেভাবে শার্ট প্যান্ট পরতে পার ঐ মোল্লাবেটাও পাঞ্জাবী খুলে শার্ট প্যান্ট পরলে তোমার থেকে কম মানাবে না। তিনিও পরতে পারেন। কারণ তারও দুই হাত দুই পা আছে শার্ট প্যান্ট খাপ খেয়ে বসবে। কিন্তু এতে দ্বীন রক্ষা করবে কারা ?

আর বাবু মার্কারা যে উদ্দেশ্যে মোল্লা বলেন আসলে ঐ বোকা বাবু জানেন না যে "মওলানা" থেকে "মোল্লা" অনেক বড়। স্তর হিসেবে শব্দটি অনেক উচ্চে। যেমন মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ)।

এখন যদি বাবুদের খোঁচানোতে মোল্লারা বেরিয়ে এসে শার্ট প্যান্ট পরা আরম্ভ করে দেয় তবে তাহা হবে সমাজের জন্য, দ্বীনের জন্য এক চরম অশুভ লক্ষণ। আর একথা ভাল করে মনে রাখুন যে উলামাগণ মেধাশক্তি দিয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছেন। দুনিয়ার ভোগ বিলাসে তারা মাথা ঘামায় না। কারণ পরকাল মুমিনের মূল জীবন। এখন মাদ্রাসার দুষমন বাবুরা যদি মোল্লা-মওলানাদেরকে মাদ্রাসা থেকে সরিয়ে দেন তবে সমাজ আর সুস্থ সমাজ থাকবে না। কেবল অশান্তি আর অবিচারে সমাজ ধ্বংস হবে। পশুপক্ষী প্রত্যেকেরই অভিশাপ এসে পড়বে ঐ দ্বীনদ্রোহীদের উপর। মহাপ্রলয়ে সব ধ্বংস হবে।

আমাদের একটি ধারণা এরূপ হয়েছে যে ছোট একটি বাচ্চা যদি পাঞ্জাবী পরে বের হয় মা মাদ্রাসার খাতায় নাম লেখায় তখন আমরা তাকে আল্লামা হিসেবে দেখতে শুরু করি যাতে যদি কোন কিছু ত্রুটি দেখা যায় তবে একটি ছেলে না ভেবে বুড়া হিসেব করে বলা আরম্ভ হয়, ঐ দেখ মোল্লা কি করল ? এখানে আমি বেমালুম ভুলে গেলাম যে ঐ মোল্লাবেটার বয়সি আমার ছেলেটাকে এখনও হরুতার জাত বোঝে নাই, বলতে পারি। শুধু সমস্যা এখানেই। সর্বপোরি মানা যায় যে এসব শয়তানের ধোকা ও চক্রান্ত। যা মাদ্রাসা ছাত্রদের উপর হাজার গুণ বেশী। তাই দ্বীন দরদীদের সাহায্য ও কয়েকগুণ বেশী হওয়া প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয়, সমাজে বিজ্ঞ বলে পরিচিত ব্যক্তিরা কটুক্তি ও হিংসা পোষণ করলে যেমন এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের ঘর থেকে ইনভার্টার কানেকশন খুলে ফেলেন। হায় ! কোথায় তোমার ইমাম আর কোথায় তোমার নামাজ ? কোথায় তোমার দ্বীনী সাহায্য আর কোথায় তোমার নবী প্রেম, খোদাভীতি ? আসলে তো ক্লাস ছেড়ে জামাতে চলে

যাওয়া বা ক্লাস না থাকা সময়ে জামাতে না যাওয়া কোনটাই কাম্য নয়। অনুচিত বাহানা দেখিয়ে না যাওয়া ঘৃণ্য কাজ, দ্বীনী দাওয়াত আর মাদ্রাসা দুটিতেই প্রত্যেকের সাহায্য করা অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য। কারণ মাদ্রাসা হচ্ছে দ্বীনের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত। মাদ্রাসার প্রতি ঘৃণা করা মরহুম হজরত মওলানা ইলয়াস (রঃ) এর প্রতি এবং সমস্ত উলামা ও দ্বীনের প্রতি ঘৃণা করার সমতুল্য। হ্যাঁ, মাদ্রাসার গঠনমূলক কাজে আপনি একশবার এগিয়ে আসুন। ইহা না করে যদি মাদ্রাসার পেছনে খোঁচাতে থাকেন তাহলে ইহা কিভাবে মানা যাবে। ছাত্ররা বাধ্য হয়ে স্কুল কলেজে ভর্তি হবে। মাদ্রাসা খালি হবে। আর এমন হয়ত মাদ্রাসার পরিবেশে একা একা ক্লাসে আসতে হচ্ছে, ক্লাস করতে হচ্ছে, তখন তো আর শার্ট-প্যান্ট পরে কোন মেয়ের সাথে স্কুলে গেলে, ক্লাস করলে, বাইল্লা মারলে কোন আধুনিক মূর্খের চোখে লাগবে না। আধুনিকতার বিষে হারাম তো হালাল হয়ে যাবে। আর তখন আল্লাহর অভিশাপের যোগ্য আপনি হবেন। আর না জানি দ্বীন না রক্ষার কারণে আল্লাহর কোন গজব আমি আপনি সবাই ধ্বংস হব যখন পশু পক্ষীর ও অভিশাপ মানুষের উপর বর্ষিত হয়।

একটি বিষয় চিন্তা করার প্রয়োজন যে কোন মাদ্রাসা ছাত্র যখন মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে, তখন তার দীর্ঘকাল শিক্ষার্জনের বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। ১০ থেকে ১২ বৎসর মাদ্রাসার পাকার উপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোরআন আর হাদীসের বাণী যখন উসতাদে মুহতারামের মুখ থেকে শুনতে হয় তখন জানেন, ঐ ছাত্রকে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, কোরবাণী করতে হয় ? রাত্রি ১১ ঘটিকা হউক বা ১২ ঘটিকা হউক আর এশা থেকে ফজর হউক, শীত হউক বা গরম হউক ক্লাসে উপস্থিত থাকতেই হবে। বিশেষ করে দাওরায়ে হাদীস বা পরবর্তী ক্লাসে। মা-বাবা, ভাই-বোন আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা হউক বা না হউক, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দূরদেশে পড়ে থাকতে হয়। এই দীর্ঘ ১০/১২ বৎসর কি কোরবাণী হয় না। নিশ্চয় উত্তম ত্যাগস্বীকার হয়। কেননা হুজুর (দঃ) বলেছেন - - oooooo অর্থাৎ যে ইলম্ অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হল, ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় গণ্য করা হয়।

হ্যাঁ, সবাই যে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মাদ্রাসার খেদমতে ব্যস্ত হয়ে যান এরকম নয়। তাই তিনি দ্বীনের দাওয়াতে কওম ও মিল্লতের দোয়ারে দোয়ারে যান। বাহানা দেখিয়ে, মানুষকে ধোকা দিয়ে ঘরে বসে সময় কাটাতে পারবেন কিন্তু আল্লাহকে ধোকা দিতে পারবেন না। আপনি ব্যস্ত না অবসর তা তো আল্লাহ তায়ালা ভাল করেই জানেন।

আরেকটি বিষয় হল মাদ্রাসায় সাহায্য করা কতটুকু যে ভুলে যাওয়া হয়েছে তা এর থেকেই বুঝা যায় যে চাঁদা সংগ্রহ করতে দোয়ারে আল্লার প্রিয় উলামাদেরকে হাঁটতে হচ্ছে। আর কোন আধুনিক অসভ্য বলছে – কে আমার ঘরে এসেছে ? আমাকে বিব্রত করছে। কোন কাজ নেই চলে এলে ঘরে ঘরে। কে ? কোথাকার। আরও কত শব্দ। বলুন, মাদ্রাসা পরিচালনা খরচ জোগাড় করা কি আপনার দায়িত্ব নয় ? মওলানা কি ক্লাস নেবেন, না আপনার দোয়ারে দোয়ারে আসবেন না তো ক্লাস ছেড়ে রোজগারে চলে যাবেন। হ্যাঁ দ্বীন রক্ষা করা উভয়ের দায়িত্ব। যে বেশী বুঝে তার ঘাড়ে বেশী পড়ে। টাকা পয়সা মাদ্রাসায় পৌছে দেওয়া আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আপনি নিজে এসে না দেওয়ায় আজ চাঁদার নামে পাঞ্জাবী পরে কত যে দালাল চক্র ঘোরে বেড়াচ্ছে তার ইয়ত্তা নাই। আপনারা সাহায্যের হাত বাড়ালে এসব সমস্যা ইনশাআল্লাহ সহজেই দূর হবে।

অনেক সময় দেখা যায় যে কেহ কেহ বলেন ঐ মওলানা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক ইত্যাদি ক্লাস পড়ে নিয়েছেন তো উনি মোটামুটি শিক্ষিত হতে পেরেছেন। তার মানে ঐসব মূর্খ ব্যক্তিরা মুহাদ্দীস, মুফতি বা আদীব (সাহিত্যিক) স্তর পর্যন্ত পড়াকেও তার মত মস্ত বড় মূর্খের কাছে থাকা শিক্ষার মানদণ্ড স্থান দিতে অস্বস্তি বোধ করেন। কেবল সুদ, ঘোষ, জোয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ডিগ্রীধারী হতে না পারায় ।

মনে রাখুন, আজ যদি পৃথিবীতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর বাস্তবায়িত প্রকৃত শাসন ব্যবস্থা বহাল থাকত তবে ঐ শাসন ব্যবস্থার আদালতে বিচারক পদে কোন মুফতি, মওলানাই অবস্থান করতেন। আর সরকারী বিভিন্ন পদের যোগ্যতা তখন এইসব হাদীস ফতওয়া বিষয়গুলি হত। তখন প্রকৃত শিক্ষার মানদণ্ড বোঝা যেত। গানে পারদর্শী হওয়া না জ্ঞানে পারদর্শী হওয়া প্রকৃত শিক্ষা তা সবাই বুঝত।

শার্ট প্যাণ্ট পরে দোকানে, হোটেলে, স্কুল-কলেজে মনের সাধ মিটিয়ে যে আড্ডা তামাসা করছে তাকে এই আড্ডা থেকে মুক্তি দেওয়া আর যে সবসময় তার চাহিদার বিরুদ্ধে চলতে বাধ্য, তাকে মাদ্রাসার পরিবেশে থাকতে সাহায্য করা দ্বীন দরদী প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আর বিশ্বশান্তির স্বার্থে দ্বীন রক্ষার্থে উপযুক্ত মাদ্রাসাও উপযুক্ত ছাত্র গড়ার আন্দোলন সামিল হতে হবে দ্বীন দরদী ভাই-বৃন্দকেই।

ঘৃণার রাজনীতি

মোঃ সাবুল আহমদ মজুমদার
বিদায়ী ছাত্র

বর্তমান আমাদের দেশের পরিবর্তনশীল অবস্থা জাতীয় একতার জন্য একটি গভীর সঙ্কটের পরিবেশ তৈরী করতে চলেছে। তার সাথে সাথে আমাদের দেশের সেকুলার আদর্শ এবং ঐতিহ্য ধ্বংসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। বর্তমান বিজেপি সরকার ক্ষমতায় বসার পর থেকেই সাম্প্রদায়িক শক্তি সমূহ বেশী করে ঘৃণা ও বিদ্বেষ শুরু করেছে। হিন্দুত্ব ফ্যাসিবাদকে জাতীয় পলিসি হিসেবে অন্যের উপরে চাপানো শুরু করেছে। সমাজের যে শ্রেণীর লোকেরাই এই পলিসির বিরোধিতায় আওয়াজ তুলছে তারা এই ফ্যাসিবাদের অত্যাচারের শিকার হচ্ছে ।

হিন্দুত্ব শক্তি সাম্প্রদায়িক ঘৃণা এবং মুসলিম বিরোধী মনোভাবের পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিকল্পনা মাফিক এজেন্ডাতে কাজ করছে। এর জন্য তারা হিংসা ও বিদ্বেষ মূলক এবং মিথ্যা অপবাদ সহ এলাকায় এলাকায় হিংসা ও দাঙ্গার পরিস্থিতি গড়ে তুলতে চাইছে। মুসলীমদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদেরকে নিশানা বানানো হচ্ছে এবং মুসলিম পার্সোন্যাল ল১ এর বিষয়টিকে জোরালোভাবে উঠানো হচ্ছে যেন এর দ্বারা মুসলিমদের মাঝে নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি বিরাজ করে। গো রক্ষা নামক দলগুলি মুসলমান, দলিত, সংখ্যালঘু এবং কৃষকদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। তার সাথে মাদ্রাসার ছাত্রদের কে সন্ত্রাস সাজানোর পরিকল্পনা মনে রাখেছে / সরকার ও প্রশাসন তাদেরকে রুখতে সম্পূর্ণভাবে অপরাগ প্রমাণিত হচ্ছে। কোথাও কোথাও প্রশাসন ও সরকার তাদের নির্যাতন ও অত্যাচারের প্রতি নরম মনোভাব দেখাচ্ছে।

বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকার দেশের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে ভূলে গিয়ে আর.এস.এস. এবং পূঁজি পতিদের নির্দেশ সমূহকে বাস্তবায়ন করতে ব্যস্ত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় মন্ত্রালয় এবং প্রতিষ্ঠান গুলিতে আর. এস. এস এর লোকদেরকে বসানো হচ্ছে। শিক্ষা ও ইতিহাসকে গেরুয়া করণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা প্রত্যক্ষ ভাবে আর.এস.এস. এর অফিস দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

এমন একটি জটিলতম পরিস্থিতিতে ভারতীয় নাগরিকদেরকে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিষ্ট শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার শিকল হতে মুক্ত রাখার জন্য সামনে এগিয়ে আসতে হবে। যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন জনসাধারণকে এই চ্যালেঞ্জ গুলির মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এন.আর.সি প্রপত্রে বর্তমান কেন্দ্রীয় বি.জে.পি সরকার অত্যন্ত অন্যায়ভাবে 'O.I চিহ্ন বসিয়ে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ভার্ষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রকৃত ভারতীয় নাগরিককে বিদেষী সাজানো এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করার চক্রান্তের যে অংক বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের N.R.C ' র মোগল অফিসার প্রতীক হাজেলা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশকে অজুহাত করে এন.আর.সি.,১র প্রপত্রে আসামের কিছু সংখ্যক ভার্ষিক গোষ্টীকে 'O.I অর্থাৎ আদি বাসিন্দা হিসাবে চিহ্নিত করছেন এবং অন্যদিকে রাজ্যের বাংলাভাষী হিন্দি ভাষী প্রপত্রকে সন্দেহের আবর্তে এনে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। সংবাদ প্রকাশক ইতিমধ্যে শুধু বরাক উপত্যকাতেই প্রায় ৬৩ হাজার আবেদনকারীর প্রপত্র সন্দেহের তালিকাভুক্ত করেছেন এবং প্রতিটি প্রপত্রে যদি চারজন করে সদস্য থাকেন তাতে মোট ২,৫২,০০০ (দুই লক্ষ বাহান্ন হাজার) নাগরিকের নাম বাদ যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫র, এক সংশোধনীকে উদ্ধৃত করে ২০০৩ সালে (৩) ধারায় নির্দেশ দিয়েছিল যে আসামে N.R.C নবায়ন প্রক্রিয়ায় যাদের নাগরিকত্ব নিয়ে আধিকারিকদের কোনও সন্দেহ থাকবে না এবং তারা যদি আসামের আদি বাসিন্দা হোন তবে তাদের নাম কোনও নথি পত্র ছাড়াই N.R.C তালিকায় সন্নিবিষ্ট করা যাবে। কিন্তু রাজ্যের আদি বাসিন্দা কারা এই জঠিল প্রশ্নকে সমাধান করতে হয় তাহলে প্রয়োজন পড়বে নেতৃত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ এবং ইতিহাসবিদদের। অথচ সরকার রাজ্যের উগ্রপ্রাদেশিকতাবাদীদের চাপেও নির্দেশে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে নির্দিষ্ট কিছু ভার্ষিক গোষ্ঠীকে O.I অর্থাৎ আদি বাসিন্দ হিসাবে চিহ্নিত করছেন। এই প্রক্রিয়ার পেছনে রয়েছে রাজ্যের প্রাদেশিকতাবাদীদের এক গভীর চক্রান্ত।

—ooo—

মুসলিম পারিবারিক আইন, বনাম সমরূপ দেওয়ানী বিধিঃ বিশ্ব জোড়া ইসলাম বিরুধী ষড়যন্ত্রের অঙ্গ

মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
সভাপতি,
ত্রিপুরা রাজ্য এমারতে শরয়ীয়াহ ও নদওয়াতুত্ তামীর।
(০৯৪৩৬৪৭৮৬১)

আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তী বিধান শ্বাশ্বত, অপরিবর্তনীয় এবং অবশ্য পালনীয়। মুসলিমরা দৃড়ভাবে বিশ্বাস করেন শরীয়ত **সর্বকালের জন্য এবং সকল** ধরণের অবস্থাতেই সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম বিরুধী চক্র মুসলিম পারিবারিক আইনে **হস্তপেক্ষের মাধ্যমে** কিংবা সমরূপ দেওয়ানী বিধি প্রণয়নের নামে শরীয়তী আইন বাতিলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

Muslim Personal Law (Shariat) application act 1937 মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৩৭ ঃ-

হালে মুসলিম পারিবারিক আইন নিয়ে প্রচুর জল ধোলা হচ্ছে। তালাকি রহিত করণের অপচেষ্টা চলছে। আবার তিন **তালাকের বিধান শরীয়তে** নেই বলে ডামা ঢোল পেটানো হচ্ছে। আল্লাহ তালায় পাককালামে বলেন, "فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" এখানে (فان طلقها) এর মানে যদি স্বামী তৃতীয় তালাক দেয়। অত এব স্পষ্ট তিন **তালাকের কথা কুরআনে** করীমে আছে। এবার আসি তালাক প্রসঙ্গে। প্রিয় নবী (সঃ) বলেন, (ابغض الحلال الى الله الطلاق) **বৈধ কাজের মধ্যে** আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হচ্ছে তালাক। তালাকের বিধান আছে বলেই তালাক দিয়ে **দিতে হবে এমন নয়**। আরও কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে। এপ্রসঙ্গে দুটো বিষয় অবশ্যই লক্ষণীয়, Principles of Divorce & Procedures of Divorce অর্থাৎ তালাক প্রধানের মৌলনাতি ও প্রয়োগ পদ্দিত। তালাক শব্দ শুনলেই মনে হয় **মুসলমান** সকালে বিয়ে করে আর বিকালে ছেড়ে দেয়। অথচ পরিসংখ্যান বলছে মুসলমানের তালাকের হার .5% **অর্থাৎ হাজেরে** পাঁচ টি। এবং অমুসলমানের বিবাহ বিচ্ছেদের হার 3.75% অর্থাৎ হাজারে ৩৭ থেকে ৩৮ টি। ১৯৮৫ **সালে সুপ্রিমকোর্ট** শাহবানু মামলার রায় দানে শরীয়তী আইন লঙ্ঘন করে। ১২৫Cr PC কেও উপেক্ষা করে।এমনকি **কুরআনে করীমের** অপব্যাখ্যা করে এবং পাশা পাশি মন্তব্য করে It is a matter of great regret that fatal point of Islam is degradation of women. অথচ Privy Council এর দলিলে বিদামান-ধর্মীয় জ্ঞান বিশারদ ব্যক্তি বর্গ (উলামায়ে **কেরাম**) কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যা করবেন। স্বাধীনতার পর হিন্দুদের একটি মামলায় সুপ্রিমকোর্ট বলল বেদ ইত্যাদি **ধর্মগ্রন্থের** ব্যাখ্যা কেবল মাত্র হিন্দু ধর্মীয় গোষ্টিই করবেন। শাহবানু মামলায় রায় প্রসঙ্গে বিচারপতি কুলদীপ সিং দেশে Uniform Civil Code প্রণয়ন করা উচিৎ বলেও সরকার কে পরামর্শ দেন। মুসলিম পারিবারিক আইনে কি বলা হয়েছে ? In all cases regarding intesate succession merriage, dissoultion of merriage (including talaq, ila, zihar, lian, khula and mubarrat) maintenance, dower, guardinship etc, where the both parties are Muslims the rule of dicesion shall be the Muslim Personal Law (Shariat) 1937. শাহবানু মামলার রায়ে Muslim Personal Law

উপেক্ষা করা হেতু তদানিন্তন সরকার মুসলিমদের তীব্র প্রতিবাদে ও জোরালো দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে The Muslim Women (Protiction of rights on divorce) Act 1986. সংসদে পাশ করিয়ে Personal Law কে রক্ষা করেন।

Uniform Civil Code বা সমরূপ দেওয়ানী বিধি :- ভারত সংবিধানের Directive Principles Article (নির্কদেশাত্মক নীতি মালার) অধীন 44 এ বলা হয়েছে The State Shall endavour to secure for the citizen a Uniform Civil code through out the territory of India. এই সমরূপ দেওয়ানী বিধি প্রতিষ্ঠিত হলে কোন ধর্মীয় জাতি গোষ্টির স্বকীয়তা বহাল থাকবেনা। সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক একই বিধির আওতায় আসবে। স্বস্ব ধর্মীয় পরিচিত বিলীন হয়ে এক জগা খিচুড়ি ধর্ম আবিষ্কৃত হবে। মৌলিক অধিকার খর্ব হবে।

১৯৫১ সালে পন্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন The directive principle of State policy represent a dynamic move towards a certain object and the Fundamental Rights represents somthing static to preserve certain rights, which exist, তিনি আরও বলেন When the court of the land have to consider these matters they have to lay stress more on the Fundamental Rights than on the Directive Principles of the state.

এবারে Fundamental Rights প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করি। Article 25 lays down that all personal not only citizens, are equally entitled to freedom of conscience and the Right to freely profees, practice and propagate religion. সমরূপ দেওয়ানী বিধি ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি। এটা অন্যায় এবং অসাংবিধানিক।

বিশ্বজোড়া আজন্ম লালিত বিদ্বেষ :- ইসলাম কে কলোষিত করো, মুসলমান কে হেয় প্রতিপন্ন করো, এ এক আন্তর্জাতিক আজন্ম লালিত বিদ্বেষ। এই পরম্পরা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে অদ্যাবধি চলছে। এরই ধারাবাহিকতা কুরআনী আইনে অবৈধ হস্তক্ষেপের পায়তারা।

মিথ্যাচার, অপপ্রচার আর সাম্প্রদায়িক প্রকাশনার বেড়াজালঃ- প্রাসঙ্গিক বলি পশ্চিম বঙ্গের শিবপ্রসাদ রায় প্রচার করেন 'ইসলাম মানব সভ্যতার জন্য ক্যান্সার স্বরূপ।' লালালাজপৎ রায় অভিমত ব্যক্ত করেন - 'মুসলিম মানসিকতার মধ্যেই বিচ্ছিন্নতাবাদের মূল নীহিত।' ২০১১ সালের ১১ই অক্টোবর প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান বিচার পতি মার্কেন্ডের কার্টুজ বলেছিলেন - 'মিডিয়ার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা শতকরা ৯৯ ভাগ মুসলিম কে সন্ত্রাসী বলা।' এছাড়া কুরআনের বিরুদ্ধে মামলা হলো। কুরবানী বন্দের ষড়যন্ত্র হলো। গুজরাটে রক্ত ঝড়লো। বাবরী মসজিদ ধ্বংস করা হলো। সীমান্তবর্তি পাঁচশত টি মাদ্রাসা কে সন্দেহের তালিকায় নেওয়া হলো। ইসলাম পরিপন্থি Adoption of Children Bill 1971 সংসদে উত্তাপিত হলো। অবশ্য মুসলিম প্রতিবাদে আইনি রূপ পায়নি। মুসলিম ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো হচ্ছে। বঙ্কিম সাহিত্যে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র অত্যন্ত ঘৃণিতভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

বহির্বিশ্বে মুসলিম অবস্থান ঃ- বহির্বিশ্বের দিকে একটু থাকাই। ২০১০ সালে বাংলাদেশে ইমান প্রশিক্ষনের অনুষ্টানে ইমামদের সামনে মার্কিন যুবা যুবতি দিয়ে ব্যালেড্যান্স পরিবেশিত হয়। বিগত শতাব্দীর আশির দশকে আফগানিস্থানে নির্বিচারে হাজার হাজার আলিম উলামা শহীদ করা হয়।

১৪৯২ সালের ১লা এপ্রিল স্পোনের রাজধানী গ্রানাডা শহরে নারী শিশু সহ মসজিদের ভিতরে মুসলমানদের পুড়িয়ে মারা হয়। ১৯১২ সালে বসনিয়া বেদখল হলে মসজিদের মহরাব গুড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার ৮হাজার মক্তব মাদ্রাসা ধ্বংস করা হয় এবং ১৯৮৩ সালে ৪৯টি ইসলাম বিরুধী বই প্রকাশ করা হয়। ১৯৫০ সালে চীনে মসজিদ মাদ্রাসা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদিও ১৯৭৬ সালে আংশিক খোলে দেওয়া হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান নিষিদ্ধ। ১৯৬৮ সালে আলবেনিয়ায় মসজিদ, মাদ্রাসা বন্ধ করা হয় এবং ধর্মীয় কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৯৯ সালে উজবেকিস্তানে ৬০০০ (ছয় হাজার) মুসলমান নিখোঁজ হয়। ফিলিস্থিনিদের উপর ইসরায়েলের বর্বর আক্রমন অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৪ সালে মসজিদে ইব্রোহিমিতে ৬০জন মুসল্লিকে নামাজ পাঠরত অবস্থায় শহীদ করা হয়। রোহিঙ্গা মুসলমানের উপর অত্যাচার অবিচার অবর্ণনীয়। ফ্রান্সে হিজাব নিষিদ্ধ ইসলাম ও মুসলমানের উপর আক্রমন ও নির্যাতনের শেষ নেই। একটু উল্লেখ করলাম এ জন্য যে Muslim Personal Law এর পরিবর্তন আর Uniform Civil Code এর বাস্তবায়নের অপচেষ্টা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিশ্ব জোড়া ইসলাম বিরুধী ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ।

*****

* আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করেন।
(আল-ক্বোরআন)

* যে ব্যক্তি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে, তার পক্ষে গোনাহ করা সহজ।
(আমর নাখীল রঃ)

সাধনার মূর্ত প্রতীক
শহীদ অধ্যাপক কমরুল হক

মুহা - কামাল খান
কালাগাংগের পার, উত্তর ত্রিপুরা
(প্রাক্তন ছাত্র-দেওরাইল টাইটেল মাদ্রাসা, বদরপুর)

পৃথিবীর অস্থায়ী এ রঙ্গ মঞ্চে কত এল আবার নিয়তির ডাকে চলে গেল তার ইয়াত্তা নেই। তবে সময়ে সময়ে এ জগৎ সংসারে এমন ও কিছু মহামানবের আগমন ঘটে যারা মরেও মরেন নি, তাঁরা তাঁদের অধ্যবসায়, সাধনা আর কর্মফলে অমর থাকেন। তেমনি এক মহাপুরুষ বরাকভূমির শ্রেষ্ঠ সন্তান অধ্যাপক কমরুল হক। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ অপরের কল্যানে ব্যয় করেছেন। নিজের আরাম-আয়েশ বিলাশিতা সব ভুলে গিয়ে দেশ ও দশের কাজ করতে করতে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে ১৯৯৮ সালের ১৯ অক্টোবর আসাম মেঘালয়ের মিলন ভূমি মালেডহরে রহস্যাবৃত মৃত্যুকোলে শহীদ হয়েছেন অধ্যাপক কমরুল হক।

অধ্যাপক কমরুল হকের জন্ম ১৯৬৪ সালের ২রা জুন সোমবার আছিমগঞ্জ এলাকার পূর্বগোল গ্রামের সুপরিচিত সেক্রেটারী পরিবারে। পিতা মরহুম ইব্রাহিম আলী ও মাতা মরহুমা খয়রুন্নেছা বেগমের কোলে। উল্লেখ্য দম্পতি অত্যন্ত ধর্ম পরায়ন খোদাভীরু ছিলেন। পিতা ইব্রাহিম আলি স্বাধীন ভারত কামনার লড়াকু মওঃ আব্দুল জলিল চৌধুরীর আধ্যাত্মিক শীর্ষ ছিলেন। এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় মওঃ আহমদ আলী (রঃ) অত্যন্ত স্নেহধন্য ছিলেন। পিতার নিকট থেকে কমরুল হক ধর্মীয় মূল্য বোধের জ্ঞান লাভ করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে মাত্র চার বছর বয়েসে লেখা পড়ার হাতে খড়ি শুরু হয় নিজ গ্রামেরই ১৩৯ নং পূর্ব গোল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। আর এখান থেকেই তিনি শিক্ষাজগতে শুভারম্ভ করেন। ছেলেবেলাতেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। কে জানত .... ? ১৩৯ নং এল.পি. স্কুলের এই ছোট বালকটির মাঝে এত বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। কেহ না জানলেও জানতেন তিনি। এ জগৎ সংসারকে সৃজিলেন যিনি। আর তাঁরই একান্ত কৃপায় কমরুল হক তাঁর জীবন-তরী নিয়ে এগোতে লাগলেন : ১৯৭৩-৭৬ সাল আছিমিয়া এম.ই.স্কুল, ১৯৭৬-৭৮ সাল আছিমিয়া হাই মাদ্রাসা (বর্তমানে আছিমিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়) আর এখান থেকে ১৯৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেন। আর ঐ পরীক্ষাতেই হকের জীবনে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। ভুগ করেছেন অসহ্য যন্ত্রনা। ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় বসলে কোন অশুভ শক্তির মুখ থেকে বাঁচতে গিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষার উত্তর পত্রে প্রশ্ন নং না দিয়ে লিখতে থাকেন। উত্তর পত্র জমা দেওয়ার সময় নম্বর বিহীন থেকে যায়। পরে যথা সময়ে ফলাফল ঘোষণা হলে সবকটি বিষয়ে আশানুরুপ নম্বর পেলে ও সমাজ বিজ্ঞানে অনুত্তীর্ন (কারন এটাই) এবার কমরুলের মন-মানষিকতা বে-সামাল, পড়াশুনা ছেড়ে দিতে সিদ্ধান্ত করে ফেললেন। এহেন মর্মান্তিক সময়ে তিনি তাঁর প্রিয়জন, গুরুজন ও আত্মিয়-সজনদের কথায় কিছুটা স্বাভাবিক হলেন। এবং তাদের কথা শুনে পুনঃবার পরীক্ষায় বসার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং পরের বছর ১৯৭৯-৮১ খ্রিস্টাব্দ পাথারকান্দি মডেল হাঃ সেঃ স্কুল থেকে দ্বিতীয়বার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেন, এবং মহাকৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে মেধার প্রমাণ করলেন।

শিক্ষাসমুদ্রে তাঁর জীবন তরী কতেকসময় থেমে গেলে ও আটকে থাকতে পারেনি। ছুটে যায় – এবার করিমগঞ্জ

কলেজে পদার্পন করেন। আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল ছিল। যার ফলে তিনি মসজিদে ইমামতি করেছেন। সহপাঠীদের রান্নার কাজে থেকে নিজেকে সতেজ রেখেছেন। নানা ধরণের বাধা আর দরীদ্র তাঁকে এড়িয়ে গিয়ে ১৯৮১-৮৩ প্রি-ইউনিভার্সিটি, তার পর ঐ একই কলেজ থেকে ১৯৮৩-৮৫ সাল ইতিহাস কে মূল বিষয় করে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। এবং ১৯৮৫-৮৯ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন কমরুল হক। হকের মনোনীত বিষয় ছিল ইতিহাস, আর ৩৪ বছর বয়সের জীবনে গড়ে গেছেন দীর্ঘ পরিধির এক ইতিহাস। ছোট জীবন হলেও হল কি ... ? তাঁর জীবন নিয়ে কেহ লিখতে গেলে লিখতে লিখতে ফিরে আসতে হবে। যেটা হল আমার। মনে পড়ে একটি ঘটনা, শুনেছি সম্ভবত আমার এক প্রিয় শিক্ষক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি মরহুম মাষ্টার আলা উদ্দিন স্যারের মুখ থেকে। তিনি বলেছিলেন - ক্লাসে সকল ছাত্ররা আসে পড়ার জন্য। কয়েকটি বেঞ্চে তারা পড়তে বসে ঠিকই। তবে প্রথম বেঞ্চে যারা বসে তারা বইয়ের পাতায় ই নয়ন দুটি ডুবিয়ে রাখে। পরবর্তীতে তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়। আর দ্বিতীয় বেঞ্চে বসা ছাত্ররা বইয়ের পাতায় চোখ রাখার পাশাপাশি সমাজের দিকে ও তাদের দৃষ্টি থাকে। ফলে তারা জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে সামাজিক কর্মে অংশ নেয়। আর তৃতীয় বেঞ্চে বসা বিদ্যার্থীরা বইয়ের পাতায় ছোট চোখ রেখে বাহিরে বেশী দৃষ্টিপাত করে, ফলে পরবর্তীতে তারা রাজনীতিবিধ ইত্যাদি জীবন লক্ষ্য স্থির করে। ঘটনা সংক্ষেপ করে মূল কথায় ফিরে যাই – কমরুল হক তাঁর জীবনে গুরুত্ব পূর্ণ পরীক্ষাগুলোতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। না জানি স্রষ্টার কি মহিমা নিহিত তাথে। উল্লেখ্য ঘটনার সাথে মিল রয়েছে। জানিনা হক কোন বিদ্যালয়ে কোন বেঞ্চে বসতেন, তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে খুব ভাল করে জানেন তাঁর গুরুজনেরা, আর সমাজ বিজ্ঞানীরা। যদিও তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ তবে তাঁর মেধার প্রমাণ অনেকে পেয়েছেন পাঠদানে, সামাজিক কাজে, ধর্মীয় কাজে, অধ্যাপনার কাজে ইত্যাদি জায়গায়, সমাজের কাজে অপরের কল্যাণে নিজের জীবন বিলীন করে গেছেন। সমাজে তাঁর রেখে যাওয়া অবদান এ ক্ষুদ্র পরিশরে আলোচনা করা মুঠেয় সম্ভব নয়। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ণ করতে তিনি জেলার দক্ষিনাঞ্চলে সর্বপ্রথম ইংলিশ স্কুল স্থাপন করেন। ইংরেজদের ভাষা ইংলিশ স্কুল স্থাপন করায় শুনতে হয়েছে নানান কথা। নানা ধরণের কুৎসা রটানো হয়েছে তাঁর পিছনে। কাফের দের দালাল বলে ও অপবাদ দেওয়া হয়েছে। তাথে কর্ণপাত না করে মানবতার কর্মকার এগিয়ে চলেন কর্মময়দানে। নিউ কলেজিয়েট ইংলিশ নামে আজও প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি। ফলে জাতীয় একটি ভাষাজ্ঞান লাভ করছে আমার আপনার সন্তানেরা। তবে কেন তাঁর পীছনে অপবাদ ...? সেই বিচার কে করবে। তার পরও মানুষের দুয়ারে দুয়ারে চাল-সুপারী ধান ভিক্ষা করে পাথারকান্দির রাজ বাড়িতে গড়ে তুললেন ডিগ্রী কলেজ, বি.এড. কলেজ ফলে ঐ এলাকায় শিক্ষার হার শূন্য থেকে শ তে উকি দিচ্ছে। ঘরে ঘরে শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা আছেন। কলেজ গুলো গগন চুম্বী জনপ্রিয়তা নিয়ে আজও প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে রাজ্যে তথা বহিঃ রাজ্যে । একসময় জেলার দক্ষিনাঞ্চলে কলেজের অভাবে হাজার-হাজার যুবক-যুবতী শিক্ষাজগৎ থেকে অনিচ্ছাকৃত ছিটকে পড়েছে। উচ্ছ শিক্ষার অভাবে সরকারের নানা ধরণের সুযোগ সুবিধা পেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেখানেই মানবতার কাণ্ডারী কমরুল হক গড়ে তুলেন শিক্ষার আলোক বর্তিকা মহাবিদ্যালয় গুলো। বলতে যেমন সহজ ভাবে বলে ফেলছি। তেমনি সহজ ভাবে তা কিন্তু প্রতিষ্ঠা হয়নি। জেলার বুকে একটি বি.এড. কলেজ থাকা সত্বেও আরেকটি বি.এড. কলেজ স্থাপন কঠিন কথা, নানা ভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি। মাথার নুনা ঘাম পায়ে ঝরিয়ে, ছাত্র-ছাত্রী সহ-সাথীদের নিয়ে নানা ধরণের বাঁধা এড়িয়ে গিয়ে লক্ষ কে লক্ষ্যপানে নিয়ে চলেছেন। প্রয়োজনে অনুমোদন আনতে পাথারকান্দি থেকে শুরু করে আসাম বিশ্ব বিদ্যালয় হয়ে রাজধানী দিশপুর ভেয়ে সুদূর রাষ্ট্রপতি ভবন

পর্যন্ত আন্দোলিত করেছেন। সবমিলে প্রতিষ্ঠিত হল ঐতিহাসিক বি.এড. কলেজ পত্যন্ত অঞ্চল পাথারকান্দিতে। যা অধ্যাপক কমরুল হকের রক্তমাখা স্মৃতি বিজড়িত অবদান। পাথারকান্দি এলাকার ঘরের গৃহবধূ থেকে শুরু করে শ্রমীক কৃষক সর্বশ্রেণীর মানুষের অতীব প্রিয়জন হিসাবে স্থান লাভ করেছিলেন। তার ডাকে সকালে ঘর থেকে বের হয়ে যেত। এ প্রসঙ্গে বর্তমান দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গের সম্পাদক হবিবুর রহমান চৌধুরীর কথা তুলে ধরছি, তিনি বলেন – পাথারকান্দি কলেজের এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক কমরুলের আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন, সে দিন তাঁর উদ্ধোধনী ভাষণ আর জনপ্রিয়তা দেখে আমি মুগ্ধ। তাঁর ডাকে জনগণের সাঁড়া দেখে ভাবলাম যেন – মহাত্মা গান্ধির আহ্বানে লোকে যেমন অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল তেমনি কমরুলের আহ্বানে হয় জন সমাগম। কমরুল হক ছিলেন অসহায় মানুষের সহায়রূপে। প্রায় প্রতিটি গ্রামে তাঁর দু-একজন লোক থাকতেন মানুষের খবর নেওয়ার জন্য –। যেখানে সমস্যা সেখানেই তিনি উপস্থিত, এবং যে ভাবে হোক সমস্যার সমাধান বের করতে চেষ্টা করতেন। কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে ঋণঝণী বীল ক্ষেতের উপযোগী করে তুলতে নিজ হাত কোদাল, খাল খনন করেছেন। কলেজ ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা যাওয়া-আসায় কষ্ট হচ্ছে দেখে প্রখর রোদ্রে শ্রমিকদের লাগিয়ে সাথে নিজেও কোদাল নিয়ে জাতীয় সড়কের পাশের নালা-নর্দমা পরীস্কার করেছেন। তখন তাঁরই এক বন্ধু কাজী লুৎফুর রহমান একটি ছাতা নিয়ে পাশে এলে – অধ্যাপকের প্রশ্ন ছিল বন্ধু – ক্বিয়ামতের মাঠের রোদ্র আর দোযকের আগুন এর চেয়ে ঠাণ্ডা হবে ? ... ছাতা নিয়ে বন্ধু ফিরে এলেন। তিনি কাজ করেছেন। শয়তানের গুরুদের ভাল করে চিনতেন। কখনও তাঁর কাছে অন্যায় প্রশ্রয় পেতনা। পাথারকান্দি এলাকায় কালো বাজারী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বনাঞ্চল ধ্বংস করে মূল্যবান কাট অবৈধ ভাবে পাচার রুখে দিয়েছিলেন। কার রক্তচক্ষু ভয় করেন নি। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বজ্রকণ্ঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন দুষ্কৃতিরা ভক্ষকরূপি রক্ষকদের খবর না রেখে, খবর রাখত কমরুল হক এবং ছাত্রদের। যেমন গুরু তেমন শীষ্য, শীষ্যরাও গড়ে উঠেছিল অন্যায়ের প্রতিবাদকারী। তারা সরকারী সম্পত্তি ধ্বংশকারীদের কে জানান দিয়েছিলেন, যে মূল্যবান কাঠ রক্ষার দায়ীত্বে থাকা প্রহরীদের চোখে ধুলা দিলেও আমাদের কে পারবেনা। ট্রাক বোঝাই করা মূল্যবান কাঠ দুস্কৃতিদের হাত থেকে উদ্ধার করে বনদপ্তরের উর্দ্ধত্বন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতেন তারা। তাছাড়া দক্ষীনাঞ্চলের রাস্থায় ভিক্ষুকের ন্যায় গাড়ি থেকে সরকারী আমলাদের টাকা তুলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রশাসনের উচ্চপদস্থরা কমরুল হকের মহৎ কর্মের জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন।

পান থেকে চুন খসে পড়লেই যেন মানুষ থানার বারান্দায় না যায় সে জন্য তিনি সামাজিক বিচার করতেন। বিচার সভায় গেলে কে উঁচু কে নীচু। কে আপন কে পর একবার ভাবতেন না। বিচার বলে কথা, সমদৃষ্টিতে দেখতেন সকলকে। অহরহ জটিল সমস্যার সমাধা করেছেন অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ভাবে। ফলে সমাজে তিনি একজন ন্যায় বিচারক "কমরুল মাষ্টার" খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সে কথা গুলো বলতে আজ ও অনেকে ঝর ঝর করে চোখের জল ফেলে দেন। তার প্রত্যক্ষদর্শী আমি নিজে।

আসা যাক ৮ মে ১৯৯৭ সাল। করিমগঞ্জ জেলার একেবারে পত্যন্ত অঞ্চল নাগরা-কটামণি এলাকায় কতিপয় পাষান যুবক একজন মহিলাকে ধর্ষণ করে হত্যা করে ফেলে যায়। পরিস্থিতি থম-থমে। সাম্প্রদায়ীক সম্প্রিতি বিনষ্ট হতে পারে যখন তখন। পুলিশ, সেনা, টহল দিচ্ছে – কমরুল হক তাঁর এক শীষ্য অভিজিত সোমকে নিয়ে সেখানে যাত্রা করেন। কিছু পথ গাড়িতে চেপে, কিছু পথ পায়ে হেটে গভীর জঙ্গল-অতিক্রম করে সেখানে পৌছেন, মানবতার রষধ ফেরিওয়ালা অধ্যাপক কমরুল হক। সমাজের সকল শ্রেণী সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে সভা করেন। সম্প্রীতি

বজায় রাখতে আহ্বান করেন। প্রশাসনের নিকট আর্জি রাখেন অপরাধীদের গ্রেফতার করে বিচারের কাটগড়ায় তোলার জন্য। পরিস্থিতি মুটামুটি শান্ত হল। কিন্তু পুলিশ সঠিক ভূমিকা না নেওয়ায় পরের দিন অধ্যাপকের নেতৃত্বে পূরো দক্ষিনাঞ্চল অচল করে দেওয়া হয়। টনক নড়ে প্রশাসনের এবং দুষ্কৃতি পাকড়াও করে। অসহায় মহিলা বিচার পেল। তাদের জন্য যা ছিল অপ্রত্যাশিত। হকের তৎপরতায় হল তা। সবলরা বুঝতে পেরেছে দুর্বলের সহায়ক আছেন। আয় দুর্বলেরা অধ্যাপক কমরুল হককে কাছে পেয়ে মানবিক ভাবে সবল হয়েছে। কখন ও এমন হয়েছে দুঃখীজনেরা তাঁকে কাছে ফেলে এমন ভাবে আর্জি জানাতো যেন একজন বিধায়ক কে পেয়েছে। হক সকলের আর্জি মেটাতে চেষ্টা চালাতেন।

মানুষের অসুবিধা আর সরকার পক্ষের খামখেয়ালিতা কমরুল হককে বিকল্প এক সিদ্ধান্তে উপনিত করে। ভাবলেন রাজনৈতিক শক্তিছাড়া কাজকরা দুষ্কর তাই তাঁর সাথি সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে পাথারকান্দি নির্বাচন চক্র থেকে নির্দল পদপ্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দিতা করেন। রাজনীতির পঠভূমিতে জনগণ হকের প্রচারে উৎসব মুখর অংশ নেয়। ঘরে ঘরে কমরুল হকের নাম প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। জ্ঞানীর গুণ সবজায়গায় বিরাজমান। নির্বাচনী প্রচারে কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে কথা নেই। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শক্তির যোগান কামনায় ছিল ভোটদানের আহ্বান। সাধারন ভোটারদের প্রতি অধ্যাপকের প্রতিশ্রুতিমূলক বক্তব্য ছিল "ওগো পাথারকান্দি বাসী জনসাধারণ জেনে রেখ এই খোলা আকাশের নীচে এবং মাঠির ওপর দাঁড়িয়ে বৃক্ষ-লতা-পাতাকে সাক্ষী রেখে বলছি – নির্বাচনী ময়দানে এসেছি চাকুরী দিয়ে টাকা রোজগারের জন্য নয়, বরং বিনাটাকায় যোগ্যতম ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়ার জন্য। এম.এল.এ শুধু চাকুরী দেওয়ার জন্য নয় আরও কাজ আছে।" আল্লাহ সহায় হলে করে দেখবো। প্রচারের শেষ লগ্নে তাঁর কিছু ছাত্র সমর্থক এসে বলেছিলেন স্যার "বাগান এলাকায় তারা কিছু মদ চাইতেছে মদ দিলেই তাদের ভোটগুলি আমাদের অনুকুলে আসবে।" তখন হকের সাফ কথা ছিল – অন্যায়কে দমন করতে রাজনীতির ময়দানে এসেছি। ভোটে পরাজয় বরণ করতে পারি কিন্তু অন্যায় কে সমর্থন করতে পারিনা। সবশেষে অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করেন। তাঁর জীবনের সবগুলো দিক ছিল আদর্শমণ্ডীত। অনুসরণের যোগ্য ধর্মনীতিতে ছিলেন অটল কোরআন শরীফের বহুলাংশ ছিল তাঁর হৃদয়ে গাঁথা। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ আদায়কারী ছিলেন। নামাজের সময় হলে তিনি তৎকনাৎ ধর্মকর্ম আদায় করতে যেতেন, এবং সাথে থাকা ভিন্নধর্মাবলম্বীদের ডেকে পাঠাতেন ধর্মকর্মে। তিনি বলতেন - ভাইয়েরা শুনো ধর্মকর্ম ছেড়ে কোন কর্মে সফলতা আশা করা যায় না। আগে ধর্ম পরে কর্ম। সাধারন লোকে তাঁকে একজন মওলানা ভাবতো। আর পোশাক পরিচ্ছেদ ও তেমন ভাবে ছিল। এমন কি হাতের ঘড়িটি পর্যন্ত ধর্মীয় অনুশাষন মেনে ডান হাতে পরতেন। তাঁর মত একজন আদর্শ মণ্ডীত ধর্ম পরায়ণ লোক সমাজে খোঁজে পাওয়া বিরল। ধর্মে-কর্মে-বস্ত্রে তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হলেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ইত্যাদি শব্দের চেয়ে "মানুষ" শব্দটির গুরুত্ব ছিল সব চেয়ে বেশী। তিনি যা করতে চেয়েছেন অথবা যা করেগেছেন সব ছিল মানুষের জন্য। সব ধর্মের লোককে তিনি প্রাণ উজাড় করে শ্রদ্ধা করতেন। আদর-স্নেহ-মমতা-ভালবাসা বিলিয়ে দিতেন অকাতরে। কার ও সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি সালাম বা নমস্কার জানাতেন সর্বাগ্রে । কেহ তাঁকে আগে সালাম বা নমস্কার জানানোর সুযোগ খুব একটা পেতনা। কোন মা-বাবার সন্তান পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করেছে শুনলে রক্ষা নেই। তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে মিষ্টি মুখ করাতেন। এভাবে

তিনি ছিলেন মহৎ গুণের আদর্শ ও নমুনা।

সাহিত্য জগতেও তাঁর বিরাট দখল ছিল। অধ্যাপক যখন করিমগঞ্জ কলেজে অধ্যয়নরত তখন ফাঁকে ফাঁকে তিনি তৎকালীন সপ্তাহিক বর্তমান দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গ পরিবারে যেতেন। এবং ঐ কাগজে লিখতে শুরু করেন। তাঁর রচিত অনেক রচনা, নীতিবাক্য, বাগধারা, প্রকাশিত হয়েছে। যা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও গবেষনামূলক ছিল। তাছাড়া দৈনিক সোনার কাছাড়, যুগশঙ্খ, সপ্তাহিক অর্ধসপ্তাহিক, কুশিয়ারা এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত "কলম" পত্রিকা বরাক তথা বহিঃবরাকের দৈনিক, পাক্ষিক পত্রিকায় তাঁর ক্ষুরধার কলমের অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধ ... কবিতা প্রভৃতি ছিল। ছিল ছোট গল্পও। ছোট গল্পের মধ্যে ছিল – "হাজেরার আত্মজীবন", দরীদ্র ঘরের মেয়ের ইতিহাস" অল্প কথায় গাঁথনি ও ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছেন ওসব ছোট গল্প গুলোকে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সু লেখক — ড° শিবতপন বসু এবং বিশিষ্ট গল্পকার বদরুজ্জামান চৌধুরী উভয়েই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। হকের কণ্ঠস্বর এতটা মধুর ছিল যে কেহ একবার শুনলে আরেকবার শুনার স্পৃহা জন্মে যেত। পাথারকান্দি – আছিমগঞ্জে কখনো কোন দোকানে তাঁকে বসে থাকতে দেখলে লোকে তাঁর চার পাশ ঘিরে ফেলত গজল-কবিতা শুনতে। মানুষের আশা পূরণে শুনাতেনও।

চিকিৎসা জগতে মানুষে যেন সুষ্ঠ সেবা পায় তার লক্ষ্যেও অধ্যাপক কমরুল হক কাজ করেছেন। সর্বভারত খ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা° ডি. বানার্জি-র সেবা তিনি খুব পাশে থেকে দেখেছেন। এবং তার উপকারীতা উপলব্ধি করতে পেরে তা সাধারণ মানুষের মাঝে তুলে ধরতে উদ্ধোগী হয়ে যান। ডাক্তার বানার্জির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রথমাবস্তায় পাথারকান্দি এলাকায় কেম্প গড়ে তোলেন। যেখানে এলাকার হোমিও প্যাথি ডাক্তাররা তাদের রোগ ও ঔষধ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। সাধারণ মানুষ হোমিওপ্যাথি ঔষধের উপকারীতা জানতে পেরে তা সেবন করে সফল হয়। তার স্বপ্নছিল তিনি হোমিওপ্যাথীক বিশ্ববিদ্যালয় করবেন, যা শুনে ডা° বানার্জী অভিভূত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তা হবে কিভাবে ? তখন কমরুল একই উত্তর দিতেন হবে –। আর সত্যি তাঁর অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন স্বপ্ন পূরোনে। ০০০০ থেকে তদন্ত এসেছিল, অনুমোদন লাভের পাক্ মুহুর্তে রহস্যাবৃত মৃত্যুর কোলে ডলে পড়েন–।

১৯৯৬ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাককালে রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়ে আলগাপুর বিধান সভা সমষ্টির জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। এই নারকীয় হত্যার প্রতিবাদে প্রাক্তন মন্ত্রী শহীদুল আলম চৌধুরীর আহ্বানে আলগাপুর বাজারে এক প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তা হিসাবে অধ্যাপক কমরুল হক ও উপস্থিত হলেন। কমরুল হককে দেখে প্রতিবাদী সভাস্থল জুড়ে আওয়াজ ওঠে "কমরুল প্রফেস্যার কে বক্তব্যে দাও"। জনগণের আওয়াজ কোনক্রমে থামাতে না পেরে বাধ্য হয়ে আয়োজক বৃন্ধ কমরুল হককে বক্তব্যে আমন্ত্রন জানান। মর্মস্পর্শী বক্তা শুরু করলেন বক্তব্য, আর ওগো আলগাপুরবাসী বলতেই সভাস্থল নিস্থব্দ হয়ে পড়ে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বক্তব্যের পর সমাপ্তির টের পেতেই লোকে আরও আরও বলে আর একবার আওয়াজ তুলে। সভা সমিতিতে কমরুল হকের উপস্থিতি মানে সভাস্থলে তিল ধারনের ফাঁকা থাকবেনা নিশ্চিত। হকের মুখের সম্মোধন জাগিয়ে দিত জনতার বুকে এক শিহরন। এমন মর্মস্পর্শী বক্তব্য পাথারকান্দির আকাশে-বাতাসে আজ ও মিশে আছে। তবে আর কবে শুনা যাবে আধীর আগ্রহে এই অপেক্ষা। সম্রাট অথবা সরকারের কাছে থাকে অর্থ, শক্তি, সৈন্য ইত্যাদি। যা দিয়ে তারা মিটায় রাজ্যের প্রয়োজনীয় সবকিছু। তবে এই সমাজে অর্থ সৈন্য শূন্য ছিলেন আরেক জন সম্রাট। যিনি তাঁর বক্তব্য, মুখের

কথা দিয়ে করে গেছেন সবকিছু। রেখে গেছেন চোখ ধাধাঁনো অবদান। তিনিই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব বক্তা সম্রাট অধ্যাপক কমরুল হক। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এমন করে বাগ্মীতা গুণ দিয়েছিলেন যার দরুণ তিনি রিক্ত হস্ত হয়েও সর্বদা ছিলেন বিত্তশালী। নিঃসঙ্গ হয়েও ছিলেন সঙ্গী সাথীদের ঘেরা। মাত্র একজন অধ্যাপক হয়ে পাথারকান্দি এলাকার হয়েছিলেন অধীশ্বর। নির্বাচনী প্রতিদন্দ্বিতায় হেরে গিয়েও ছিলেন জন গণের অবিসংবাদিত নেতা।

পাঠদানে শ্রেণী কক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। অন্য ক্লাসের অন্য বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এসে ভীড় জমাতো। ছাত্রদের প্রতি সদা সর্বদা গঠনমূলক চিন্তায় ব্যস্থ থাকতেন। ছাত্রদের কাছে অতি প্রিয় ছিলেন। হোক দূর্বল অথবা সবল কোন ছাত্র তার কাছ থেকে ছিটকে পড়তনা। ছাত্র-ছাত্রীদের ছোট বড় সমস্যায় তিনি পাশে থাকতেন। ছাত্রদের প্রতি কোন ধরণের বৈষম্য তিনি সহ্য করতেন না গর্জে উঠতেন। অনুরূপ ভাবে ছাত্রদের পক্ষ থেকে কোন ধরণের অশুভ আচরন, অধ্যবসায়ে গাফিলতি, পরীক্ষার হলে টুকা-টুকি, জ্ঞানার্জনে অবহেলা, অলসতা সইতেনা। হোক আখির ইশারায়, না হয় রূদ্রমূর্তিরূপে শুধরিয়ে নিতেন। অধ্যাপকের সজাগ দৃষ্টি, গঠন মূলক ভূমিকা ছাত্র সমাজকে এগিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ফলে আজ তাঁরা শীষ্যরা দুনিয়ার কোনায়-কোনায় উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। আলোদানে নিয়োজিত। আফসোস শত আফসোস হয়...। নেই শুধু তিনি এ ধরায়...! এমন আক্ষেপের স্বর প্রতিবছর তাঁর গায়ের নুনা পানীর যাড়া মাঠিতে গড়ে উটা পাথারকান্দি কলেজে অনুধাবন করা যায় কিছু। স্মৃতিচারন সভায় বক্তাদের মুখে শুনে যায় কত কথা। আর শ্রোতাদের মুখে ফিসফিসিয়ে কথা শুনা না গেলে ও চোখের জল মুছতে দেখা যায়। যা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অবিশাষ্য। আজ ১৯শে অক্টোবর (২০১৬) সেই দৃশ্য অবলক্ষণ করা যাবে।

মানুষ মাত্রই মরণশীল, "প্রত্যেক মানুষকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করতে হবে।" – (আল-কোরান)। অর্থাৎ মৃত্যুযন্ত্রনা সকলের জন্য অবধারিত। এতদসত্বেও কিছু কিছু মানুষের মৃত্যুতে সমাজে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা কখনো পূরণ হবার নয়। তাঁর মৃত্যুতে কাঁদে সমাজ, দেশ ও জাতি। ভোগ করে যন্ত্রনা। যার এক বাস্থব উদাহরন – একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, বদরপুর কলেজের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রখ্যাত সমাজসেবী শহীদ কমরুল হক। কমরুল হকের মৃত্যুতে আজ কাঁদছে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ। বিশেষত পাথারকান্দি-আছিমগঞ্জ বৃহত্তর এলাকাবাসী তাদের সোনার ছেলেটির জন্য কাঁদছে সাশ্রু নয়নে। ধন্যমায়ের ধন্য সন্তান, বরাকভূমির শ্রেষ্ঠ সন্তান অধ্যাপক কমরুল হক ১৪ অক্টোবর ১৯৯৮ সালে সমাজের উন্নয়ন মূলক ভিড়েটোসা কার্যসূচী নিয়ে গুয়াহাটী পাড়ি দিয়েছিলেন। কর্ম সমাপ্ত করে তাঁর সফর সাথি হবিবুর রহমান, (বর্তমান দৈনিক নববার্তা কাগজের সম্পাদক) আজিজুর রহমান (বর্তমান জেলা সভাপতি এ.আই.ইউ.ডি.এফ.) আব্দুশ শহিদ (শিক্ষক লাতু হাইস্কুল) ও হিলাল আহমদ (অশিক্ষক কর্মচারী হলি চিলড্রেন স্কুল, পাথারকান্দি) র সাথে ১৯ শে অক্টোবর ১৯৯৮ সালে সোমবার সাত সকালে আসাম-মেঘালয়ার মধ্যবর্তী সু-পরিচিত স্থান মালেডহরে গাড়ি দূর্ঘটনায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। যে দূর্ঘটনা আজ রহস্যাবৃত। অধ্যাপকের জীবনকে জানতে প্রায় দু-বছর কাল ধরে আমার অধ্যবসায় অব্যাহত। তাঁকে নিয়ে রচনা লিখতে বসে পুস্তক হয়েছে। যাক সেই সুবাধে নানা জনের সাথে কথা হয়েছে। এমন কি তাঁর শেষ সফর সাথিদের সাথেও সাক্ষাত হয়েছে। শুনেছি সকলের কথা – যা শুনে বিবেক হয়রান। তবে ঘটনাটিকে নিয়ে অনেক কিছু হয়েছে। সি.বি.আই তদন্তের দাবী গণ আওয়াজ হয়েছিল। তবুও রহস্যাবৃত্ত থেকে গেল কেন – ? আমার দেশে কত ধরনের

তদন্তকারী অফিস্যার রয়েছেন। তবুও কেন বের হল না ? – তাঁর মৃত্যু আজ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ দুর্ঘটনা বলে বিশ্বাস করতে পারছেনা। হকের হৃদয় জাত "যা" পাথারকান্দি শহরতলীর বাসিন্দা, সমাজ সেবিকা গীতা দাসের (বয়স প্রায় ৮০) তাঁর কাছে কমরুল বলতেই কান্নার ভেঙ্গে পড়েন। আর শুধু বললেন প্রায় দু-ঘণ্টা। এভাবে আর কত জন কেঁদে কেঁদে কথা বলেছেন। কেহ দুর্ঘটনা স্বীকার করেননি। ভাবতে পারছিনা কেনই বা কে বা কারা হত্যা করবে ? তিনি তো কার ক্ষতি করেনি। যে জন নিজের সবকিছু ভুলে গিয়ে সমাজের কাজ করেছেন। তাঁকে হত্যা ...? (!) কী বলব ? কি মানব ? তদন্ত হোক। দূর হোক মানুষের ব্যাথা। আমরা নয়া প্রজন্মের কাছে ও উদ্ঘাটিত হোক সত্য কথা। জাগ্রত হোক জনতা। আর কার স্বরে স্বর মিলিয়ে কথা বলব ? তবে নিয়তি কমরুল হকের সাথে এত নিষ্টুরতা করবে যেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাড়-গাড় ভাঙ্গা রক্ত মাখা দেহ আহ ... ! সমাজের কাজ করলে বিনিময় কি এমন ... ? মহান আল্লাহ তায়ালা যেন এই ঘটনার রহস্য খোলে মানুষের মনের ভেদ যন্ত্রণা দূর করেন। আর শহীদ কমরুল হক কে পরকালের সর্বোচ্চ সম্মান দান করেন। কিছুদিন পূর্বে হকদ্বয়ের মিশন যাত্রার দু-এক ফলক নিয়ে খবরের কাগজের শিরোনাম ও হয়েছে। যদিও পরে চক্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবুও দুঃখজনক। গঠন মূলক মানষিকতা নিয়ে আমরাও সামাজিক কাজে ব্রতী হই। অপরের দোষ দেখার পূর্বে নিজের আয়নায় নিজেকে তুলে ধরি। সর্বোপরি মূল্যবান বিবেক কে কাজে লাগাই। স্বপ্নের ফেরিওয়ালা, বরাকভূমির কৃতী সন্তান আচার্য মহবুবুল হকের কর্মের মূল্যায়ন হচ্ছে দেশ-বিদেশে, শিক্ষার প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য অবদানের জন্য নানাবিধ সম্মান পাওয়ার পরও আজাদ সম্মানেও ভূষিত হলেন। তিনি যার প্রেরণায় এবং যার মিসন কে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করছেন তিনি হলেন যুব সমাজের প্রেরণার জোয়ার মরহুম অধ্যাপক কমরুল হক। যিনি হলেন ক্ষণকালের এক অতিথি। সমাজের রূপকার হিসেবে পেয়েছেন স্বীকৃতি। মৃত্যুর ১৮ বছর পর অফুরন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ করি। হে বীর – আপনি আমাদের জন্য কাজ করেছেন, মানবতার কল্যানে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করেছেন। দূর্ভাগা আমরা, আপনার যথাযত মূল্যায়ন করতে পারলাম না। না, জানি সেই ১৯ অক্টোবর ১৯৯৮ সাল কেমন করে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ? আজও নানা বয়সের মানুষ কাঁদছে নয়ন অশ্রুঝরে। আমরা আপনার কাছে চির ঋণী। আপনার ছোট জীবন আমাদের কে প্রেরণা দানে চির অমর থাকুক। মানবতার কল্যানে, মানুষের ঘরে ঘরে হাজার-হাজার কমরুলের জন্ম হোক। তাঁর স্বপ্ন হোক আমাদের সকলের। এই বলে শহীদ অধ্যাপক কমরুল হকের মাগফিরাত ও বেহেস্তের সর্বোচ্চ সম্মান কামনা করছি। গুণেতে অসীম শ্রেষ্ঠ সমাজ সেবক এক ফূঠন্ত ফুল মরেও অমর রেখ গেছ স্মৃতি, আর উজ্বল করেছ কুল। থাকলে ধরায় দেখত সবাই, তোমার মহৎ আর খুবি হৃদয়েতে রেখ গেছ গ্রথিত করেছ তোমার সুন্দর ছবি।

——oooo——

* পরিপূর্ণ মুমিন হল ঐই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম।

(আল-হাদিস)

সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকার সমাজ সংস্কারক মরহুম নাইবে আমীরে শরীয়ত শায়খুল হাদীস হজরত মওলানা ফয়জুল জালাল সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি -

হুছাইন আহমদ (ত্রিপুরী)
বিদায়ী ছাত্র,

"শুরু করি লয়ে নাম আল্লাহর
ক্ষমা ও করুণা যার অসীম অপার"

কলম হাতে নিতে হাত কাঁপে। চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। হৃদয় দুরু দুরু করে। কাকে নিয়ে লিখব। কি লিখব। আমার দেখা এক জীবন্ত সুন্নতে রসুল। শরীয়তের লৌহ কঠিন অনুসারী। নানাজান হজরত মওলানা ফয়জুল জালাল সাহেব, রহমতুল্লাহি আলাইহি। ১৩৫৩ হিজরীর ১৭ই রমজান, সুবেহ সাদিক মুতাবিক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল, ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর ত্রিপুরা জিলার ধর্মনগর মহকুমার ঝেরঝেরী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

আব্বা-আম্মার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯৪৫ সালে আসিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন। একে একে ১৯৫২ এবং ১৯৫৪ সালে মাদ্রাসা ইন্টারমেডিয়েট ও মাদ্রাসা ফাইন্যাল সুনামের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে দারুল হাদীস (বর্তমান আলজামিয়াতুল আরবীয়াতুল ইসলামিয়া) বদরপুর থেকে ১৯৫৬ সালে আসাম মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে এম.এম. ডিগ্রী হাসিল করেন।

সুন্নতে রসুলের প্রতি ছিল প্রগাঢ় টান। সুন্নতের একটু হের ফের হলে আগুন হয়ে যেতেন। বেদায়াতের মুকাবিলায় ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী। ধন দৌলত, মান মর্য্যাদা, লোভ লালসা কোন কিছুই তাঁকে সুন্নত থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। বাড়ীর কাছেই নিজের আব্বার ইমামতি করা ঈদগাহে নামাজ পড়ানোর পর সুন্নত পরিপন্থি কিছু বিষয় দেখে প্রতিবাদ করেন। মুসল্লিরা বিগড়ে গিয়ে পরের বছর ইমামতি করতে দেয়নি। চরম দারিদ্রের মধ্যে চলছেন। পরিবার পরিজন নিয়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে যাচ্ছেন। রিক্ত হস্ত। ঘর দোর জীর্ণ শীর্ণ। চাই কিছু অবলম্বন। এহেন সময়ে বাড়ীর নিকটস্থ এক মাদ্রাসা থেকে শর্ত সাপেক্ষে শিক্ষকতার প্রস্তাব এলো। রসুমাতের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। শুনা মাত্রই জলসে উঠলেন। রূঢ় কণ্ঠে প্রস্থাব প্রত্যাখ্যান করলেন। অথচ একটা রোজগারের তখন কতই না প্রয়োজন।

সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে অবশেষে আশিকে রসুল গেলেন হাদিসে রসুলের খেদমতে। দারুল হাদীস বদরপুরে ১৯৫৯ সালে মুহদ্দিস হিসাবে যোগদান করেন। তথায় ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত শায়খুল হাদীস তথা প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের দু বছর পর পর্যন্ত বদরপুরেই বুখারী শরীফের দরস দিতে থাকেন। ১৯৯৮ সালে গণিরগ্রাম (শান্তিপুর) কাছাড় টাইটেল মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীসের পদে যোগদান করেন। ২০০৬ সালের নভেম্বরে সেখান থেকে বার্ধক্য জনিত কারণে বাড়ীতে চলে আসেন এবং আমৃত্যু বাড়ীতেই ছিলেন। কিন্তু বুখারী শরীফের দরস থেকে মন বিরত থাকতে চায় না। শয্যাশায়ী অবস্থায় বড় ছেলে মওলানা আব্দুল্লাহ কে বুখারী শরীফের দরস দিয়েছেন। পঠন পাঠনে ডুবে থাকতে ব্যগ্র ছিলেন। মৃত্যু শয্যায় শায়িত, হাটা চলা কঠিন, সেই সন্ধিক্ষনেও এই অধম (প্রতিবেদক) কে সর্ফ নহোর সবক দিয়েছেন। আল্লাহর শুকুর তাঁরই প্রচেষ্টায়, প্রেরনায় এবং খাস দুআয় আজ এই অধমও গুটিগুটি পা পা করে পবিত্র বুখারী শরীফের সনদ পেতে চলেছি।

হাদীসে রসুল বিশেষত: বুখারী শরীফের প্রতি কি যে টান ছিল, ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। ভয় হচ্ছে পরিসর বেড়ে যাবে। দীর্ঘ করছি না। হজরত নিজে বুখারী শরীফের উস্তাদ ছিলেন। দুই ভাই মওলানা নূরুল হক ও মওলানা জহরুল হক উভয়কে বুখারী শরীফ পর্যন্ত পড়াইয়াছেন। তিন ছেলে মওলানা আব্দুল্লাহ, মওলানা উবাইদুল্লাহ,

মওলানা ওলিউল্লাহ তিনজনকেই বুখারী শরীফ পর্যন্ত পড়াইয়াছেন। চার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বুখারী শরীফ পড়ুয়া চার দামাদের সাথে। মওলানা ইলিয়াস আহমদ, মওলানা আব্দুস সত্তার, মওলানা সঈদ আহমদ (প্রতিবেদকের আব্বা) এবং মওলানা আব্দুল কাইয়ুম। পরবর্তি প্রজন্মে ও বড় ছেলে মওলানা আব্দুল্লাহ নিজ মেয়ে কে বিয়ে দিয়েছেন বুখারী শরীফ পড়ুয়া মাওলানা মখফুর হুসাইন সাথে। বড়মেয়ের দিকের বড় নাতি মওলানা ইয়াহইয়া এবং ঐ দিকের দুই নাতিন দামাদ মওলানা আব্দুল আজিজ ও মওলানা আবু সালেহ সকলেই বুখারী শরীফের সনদ প্রাপ্ত। এহেন দৃষ্টান্ত বিরল। মহান আল্লাহর দরবারে দু হাত উঠিয়ে দুআ করি এ সিলসিলা যেন অব্যাহত থাকে যুগ যুগান্তর ধরে । আমিন।

প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন। খালিক ও মালিকের টানে এগিয়ে চলেছেন। অবশেষে ২০০৯ সালের ২৯ জুন সোমবার বিকাল ২টা ১৫ মিনিটের সময় এ মহান ব্যক্তিত্ব উত্তর-পূর্ব ভারতের ১ম নাইবে আমীরে শরীয়ত বিদগ্ধ শেয়খুল হাদিস হজরত মওলানা ফয়জুল জালাল সহেব (রঃ) সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পর পারে পাড়ি দিলেন। ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পর দিন ৩০ শে জুন ২০০৯ বিকাল ২ ঘটিকায় হাজার হাজর জনতার উপস্থিতিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের আমীরে শরীয়ত আল্লামা তৈয়ীবুর রহমান বড়ভূইয়া সাহেব নামাজে জানাজার ইমামতি করেন এবং বলেন - তাঁর জীবন ছিল পৃথিবীর মত বিশাল, বাতাসের মত উদার ও নদীর মত গভীর। শুধু এ কথা বলতে চাই মওলানা ফয়জুল জালাল সাহেবের মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হলো নদওয়া ও সমাজের যা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। তাঁর স্থান কিভাবে পূরণ হবে তা আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে। কারন আমি তাঁর উপর বড়ই নির্ভরশীল ছিলাম, মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর মাখফিরাত কামনা করছি। আমিন !

———ooooo———

তিন তালাক ইসলামে নিষিদ্ধঃ কিছু কথা

মুফতি আব্দুল বাছিত কাছিমী

মুহাদ্দিছ দেওরাইল টাইটল মাদ্রাসা

পবিত্র ইসলাম একটি "মুকাম্মল নেজামে হায়াত" বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সর্বস্রষ্টা; সর্বদ্রষ্টা- মহান আল্লাহ সর্বকালে সমান বরং একমাত্র প্রাসঙ্গিক দ্বীনে ইসলামকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আসা মানব জাতীর হিদায়ত ও মুক্তির তথা সর্বাঙ্গীন কামিয়াবির একমাত্র পথ হিসাবে ধার্য করেছেন। তাই ইসলামকে বলা হয় peaceful code of life বা complete code of life (শান্তিময় জীবন বিধান, পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা) এতে রয়েছে রান্নাঘর থেকে রাষ্ট্র, নিদ্রাথেকে চিরনিদ্রা, জন্ম থেকে মৃত্যু, কবর থেকে হাশর পর্য্যন্ত সর্বত্র আল্লাহ তা'আলার আইন ও কানুন, হুকুম ও বিধানের সবিস্তারে বর্ণনা। মানব জীবনের এমন কোন ধাপ বা অধ্যায় নেই যেখানে ইসলাম নিশ্চুপ।থাক সেকথা এবার আসা থাক আলোচ্য বিষয়ে॥

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব –

বিবাহ মানব জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তাই মানব ধর্ম ইসলামে বিবাহকে শুধু মাত্র সামাজিক চুক্তি হিসাবেই অভিহিত করা হয় নি বরং মহানবী (সঃ) ঘোষণা করেছেন .... (বিবাহ আমার ছুন্নত)। কোথাও বলা হয়েছে ... বিবাহ ও সংসারের মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা আসে। অবশ্য, ক্ষেত্র বিশেষ বিবাহ ফরজ, ঔয়াজিব, হারাম, মকরুহ পর্য্যন্ত হতে পারে।

বিবাহের মাধ্যমে কেবল– একজন নারী ও পুরুষের মিলনই হয় না, বরং দুটি পরিবার, দুটি গোত্রের একাত্মতাও গড়ে উঠে। তবে অনেক ক্ষেত্রে সেই আত্মীয়তায় সৃষ্টি হয় তিক্ততা, দুর্বিষহ হয়ে উঠে সংসার যাপন। বাসিয়ে উঠে উভয় পরিবার। আল কোরআনে তা সংশোধন ও সুরাহার ধারাবাহিক উপায় সন্ধানের নির্দেশ এসেছে। (সুরা নিছা)ঃ আয়াতঃ ৩৪ ... আর যাদের মধ্যে তোমরা অবাধ্যকতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, এরপর তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং তাতেও না হলে মৃদু প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান কর না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপরে শ্রেষ্ট॥

উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত তিনটি পর্যায়ে ও সংশোধনের ব্যবস্থ যদি না হয়- তাহলে অন্য আয়াতে এসেছে সূরাঃ নিসা আয়াতঃ নং ২৪ বলা হয়েছে- যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে যদি উভয়ে মীমাংসা চায় নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবাহিত।

উপরে বর্ণিত সকল স্তর অতিক্রম করে ও যদি মনোমিলন... মীমাংসা না হয় তবে আল্লাহ সুবাহানাহু ও তায়ালার মনোনিত বিশ্বধর্ম এরূপ নয় যে- বিবাহকে রক্তের সাথে রক্তের, মাংসের সাথে মাংসের, দেহের সাথে দেহের আজীবন অটুট অবিচ্ছেদ্য বন্ধন বলেছ। (যেমনটা হিন্দু ধর্ম মতে বলা হয়েছে) এহেন পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়রই স্বার্থ রক্ষাত্রে স্ব স্ব- জীবনে ফিরে গিয়ে পৃথক দাম্পত্য সংসার স্থাপনের বিধান দিয়েছে। "পৃথক" একেই শরীয়তের পরিভাষায় তালাক বলা হয়। যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- মুক্ত করে দেওয়া। তালাকের এই বিধানে কেবল পুরুষের স্বার্থ রক্ষা করে তা নয়, বরং নারী স্বার্থ আদায় করে। স্ত্রীর পক্ষ থেকে তা প্রয়োগ করা হলে তাকে "খুলা" নামে অবিহিত

করা হয়। স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দিলে বিনা শর্তে সম্পূর্ণ মোহরানা পূরণ করে দিতে হয়- এবং ইদ্দত পর্যন্ত থাকা খাওয়ার ভরণ-পোষণের নিরাপদ ব্যবস্থা প্রদান করা বাধ্যতামূলক। স্ত্রী ও 'খুলা' এর মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ চাইলে- স্বামীকে কিছু উপহার দিতে হয় ।

ইসলামে বিবাহ-বিচ্ছেদের এই ব্যবস্থা থাকায়ই আজ বধু হত্যা, স্বামী-স্ত্রীর আত্ম হত্যা, জ্বলন্ত জীবন-যাপন প্রভৃতি মুসলিমদের মধ্যে বিরল। অথচ সংখ্যা গুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ব্যবস্থা না থাকায়- আজ লক্ষ-লক্ষ হিন্দু মহিলা বিবাহিত অবস্থায় স্বামী থেকে পৃথক জীবন-যাপন করে চলেছেন। যাদের মধ্যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর- পত্নি 'যশোদা বেন' ও একজন বলে জানা গেছে। তালাকের ব্যবস্থা থাকলেও মুসলিমদের মধ্যে তার প্রবণতা মাত্র ২/৩ শতাংশ।

তা ছাড়াও ইসলামে এটাকে নিকৃষ্টতম বৈধ বলে উল্লেখ করেছে। এই নিকৃষ্টতম বৈধ তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি হল- তিনটি– প্রথম দুটি পদ্ধতি হল বৈধ, আর তৃতীয়টি হল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, হারাম বা বিদায়াত। আলোচ্য নিবন্ধে নিষিদ্ধ তালাক পদ্ধতিটি নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোক পাত–।

ইসলামে নিষিদ্ধ তালাক পদ্ধতিটি হল - যে কোন সময়, যে কোন পরিস্থিতিতে একত্রে '৩' তালাক দেওয়া- বা স্ত্রীর ধাতুস্রাবাবস্থায় ১ তালাক দেওয়া বা পবিত্র অবস্থায় ও যখন উভয়ের মিলন হয়েছে তখন তালাক - দেওয়া।

সার কথা হচ্ছে- ৩ তালাক একসাথে দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম বা ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই নতুন করে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে তা নিষিদ্ধ করার প্রশ্নই উঠে না। যারা কোরানের বিধানকে নিষিদ্ধ করতে চাইবে তারাই চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ॥

তবে, চুরি করা ইসলামে নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি এই গর্হিত কাজ কেউ করে তার বিধান হল ইসলামে হাত কাটা। ব্যভিচার নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি কেউ করে, শাস্তি নির্দ্ধারিত। ঠিক তদ্রূপ– ৩ তালাক একত্রে হারাম। কিন্তু কেউ এ অন্যায় করে ফেললে শাস্তি হল – এই স্ত্রী চিরতরে হারাম যতক্ষণ না 'ঐ স্ত্রীর অন্যত্র' বিয়ে হয়ে সেই স্বামী বিচ্ছেদ ঘটাবে। তবেই ইদ্দতান্তে - প্রথম স্বামী বিয়ে করতে পারবে। এটা মহান আল্লাহর বিবাধ - পুরুষের শাস্তি।

যদি এরপর (তৃতীয়বারে) স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সে পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হবে না যতক্ষন না স্ত্রীর অন্য বিবাহ না হয়, (সুরা বাকারা - আয়াতঃ ২২৯)

অতএব ৩ তালাক ১৪ শ বছর আগে ইসলামে নিষিদ্ধ হয়েছে- এখন আর মেয়েদের স্বার্থের দোহাই দিয়ে তালাক নিষিদ্ধের নামে আল্লাহর বিধান হস্তক্ষেপ করার কারো অধিকার নেই-॥

——oooo——

শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঠণত ছাত্ৰ, শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ ভূমিকা

মোঃ মতিউৰ ৰহমান
বিদায়ী ছাত্ৰ

শিক্ষা বুলিলে পুথিগত বিদ্যাকে নুবুজায়। এখন দেশত প্ৰকৃত নাগৰিক হিচাপে দৈনন্দিন জীৱণৰ প্ৰতিটো খোজতেই প্ৰয়োজন হোৱা আভাৱখিনি পূৰণ কৰিব পৰা উপাদান সমূহকেই প্ৰকৃত শিক্ষা বুলিব পাৰো। আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাত বিভিন্ন কাৰণত প্ৰকৃত মানবীয় প্ৰমূল্যবোধৰ অৱনতি ঘটিছে যাৰ কাৰণে শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে। সম্প্ৰতিকালত সমাজব্যৱস্থাত লাখ লাখ টকা উলিয়াই দিব পৰা অনেক মানুহ পোৱা যাব, কিন্তু দুখৰ বিষয় যে প্ৰকৃত মানুহ এজন বিচাৰি উলিওৱাটো কঠিন কাম হৈ পৰিব। বৰ্তমান ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক সমাজ ব্যাৱস্থাত মানুহবোৰ ইমানেই আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ পৰিছে যে মানৱতা বৈশিষ্টৰ সৎ অভ্যাসবোৰ যেনে মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ প্ৰমূল্য সমূহ জলাঞ্জলি দি কেৱল নিজ স্বাৰ্থত আগবাঢ়িছে যাৰ ফলত প্ৰকৃত মানুহ এজন বিচাৰি উলিওৱাটো কঠিন কাম হৈ পৰিছে।

বৰ্তমান কালত প্ৰায়েই মানুহৰ মুখে মুখে সঘনাই উচ্ছাৰিত হোৱা শুনা যায়যে সঠিক আৰু সুস্থ শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ হেতুকে শিক্ষাৰ মানদণ্ড ক্ৰমে ক্ৰমে হ্ৰাস পাইছে। কিন্তু এনে পৰিৱেশ সৃষ্টিত হেঙাৰ হিচাপে থিয় দিয়া বিষয় সমূহ বা ইয়াৰ লগত জড়িত থকা মৌলিক কাৰণ সমূহ চিনাক্ত কৰি নিৰ্মোল কৰাৰ দিহা কেনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলোৱা হৈছে বিচাৰ্য্যৰ বিষয় অৱশ্যাই প্ৰত্যেকেই নিজে নিজক সুধিয়েই ইয়াৰ যথোচিত উত্তৰ পাব। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ চাৰিবেৰৰ সুস্থ শৈক্ষিক পৰিবেশৰ কথা মাত্ৰ চিন্তা নকৰি বৰ্তমান সময়ৰ নিৰ্মোল মূলক শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ কথা ভাবিব লাগিব। কাৰণ যিকোনো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ পৰিবেশটো সামগ্ৰীক পৰিৱেশ সমূহৰ এক অঙ্গ মাথোন। সুস্থ আৰু অসুস্থ পৰিৱেশটো সকলোৰে বাবে কাম্য। কাৰণ সুস্থ পৰিৱেশত ব্যক্তি বৰ্গীয় পূৰ্ণতা লাভ কৰিব পাৰে।

শৈক্ষিক পৰিৱেশ উন্নত প্ৰভাৱ পেলোৱা অঙ্গসমূহৰ ভিতৰত আন এক অঙ্গ হল অভিভাৱক। সমাজত এনে বিপুল অভিভাৱক আছে যি সকলে নিজৰ সন্তান কোন শ্ৰেণিত পঢ়ে কি পঢ়িছে, কি কৰিছে তাকে নাজানে তেনেধৰণৰ সন্তানৰ শৈক্ষিক পৰিবেশ কিমান উন্নত ধৰণৰ তাৰ কথা ভাবিলে চিন্তা লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে মূলদায়ী অসচেতন মূলক অভিভাৱক সকল। এনেদৰে বছৰৰ পাছত বছৰ পাৰ হয় আৰু এক শ্ৰেণীৰ পৰা অন্য শ্ৰেণীত আগবাঢ়ি যায়, নাইকোনো মানৱীয় শিক্ষা যাৰ কাৰণে শিক্ষাৰ মানদণ্ড ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে। আজিকালি বাস্তৱ সমাজত শিক্ষক সকলৰ বদনামৰ কথা প্ৰায় অভিভাৱকৰ মুখে মুখে উচ্ছাৰিত হোৱা শুনা যায়। নিজৰ সন্তান কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে তাকে নজনা অভিভাৱকেও শিক্ষকৰ গাত দোষ চাপি দিয়ে। শিক্ষকে পঢ়োৱা নাই শিক্ষক ভাল নহয়, শিক্ষকৰ চৰিত্ৰ বেয়া আদি মনোভাৱৰ লোকে শিক্ষকৰ দোষ গাই ফুৰে। এনে প্ৰকাৰ লোকৰ স্বভাৱৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফল স্বৰূপে শৈক্ষিক মানদণ্ড কিমান যে বিনষ্ট হব ধৰিছে এবাৰ আত্ম বিশ্লেষণ কৰি চাইছে নে ?

বৰ্তমান সমাজত দুই এজন শিক্ষকে নকৰিব লগীয়া কিছুকাম কিঞ্চিত পৰিমান কৰি পেলালেই সমগ্ৰ শিক্ষক গোষ্ঠীৰ বদনাম কৰি পেলায়। শিক্ষক সকল সমাজৰ প্ৰহৰী। এজন শিক্ষকে সমাজ গঢ়িবও পাৰে ধ্বংসও কৰিব পাৰে শিক্ষকে সদায় আত্ম প্ৰচেষ্টা আৰু নিজক বিলীন কৰি শিক্ষা দিয়ে, সেয়ে অভিভাৱক সকল সচেতন হব লাগে যে শিক্ষক সকলৰ ওপৰত দোষাৰূপ নকৰি নিজে সচেতন হৈ সুস্থ মানসিকতা সজাগ কৰাই সুস্থ শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব দিব লাগে। সেয়ে শিক্ষকক মুক্তভাৱে সমালোচনা নকৰি, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সন্মুখত দোষ গাই ফুল কুমলীয় মনক বিজানু সঞ্চাৰিত নকৰি আত্মবিশ্লেষণেৰে গঠন মূলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াই শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়িতুলিবলৈ শিক্ষক, অভিভাৱক তথা যুৱ সমাজলৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিল।

——০০০০——

-ঃ প্রার্থনা ঃ-

ছালেহ আহমেদ
বিদায়ী ছাত্র

বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ওগো, আল্লাহ মেহেরবান,
সৃষ্টিকুল গায় সদা, তোমারই জয়গান।
তুমি মালিক পরম প্রভু, রহিম ও রহমান,
মুসলিমরূপে জনম মোদের, দিয়েছ এ জাহান।
নবী, মুহম্মদ (ছঃ) এর উম্মত মোরা, কতইনা সম্মান।
শ্রেষ্ঠতম রাছুল উঁনি, কোরআনে প্রমাণ।
তোমারই উপাসনা করি আমরা, তোমারই সাহায্য চাই।
এ জগতে সদা মোরা, তোমারই দয়া চাই।
কামিল মুমিন বানাও মোঁদের, ওগো, দয়াবান,
সৎপথে চালাও আর, দাও সর্বজ্ঞান।
সবারে এক ও নেক করো, হে মোদের ত্রাতা।
মোদের সম্মান বাড়িয়ে দাও, পরম ভাগ্য বিধাতা।
সকলকে মানার তাওফিক দাও, যথার্থ ধর্ম-বিধান।
তোমার কৃপায় হয় যেন, সব বিদআতের অবসান।
ক্বোরআন, তোমার বিধান আর হদীস, নবীর জীবন।
মোদের জীবনে ঘটে যেন, ক্বোরআন হাদীসের প্রতিফলন
বিশ্ববুকে শান্তি ছড়াও, পাপাচার কর নিপাত।
বিপৎগামী পাপী সবে, দাও হিদায়াত।
তোমার বান্দা সবে করো শুধুই তোমার পূজারী।
সবার যেন আদর্শ হোন, নবী আহমদ দিশারী।
আজীবন চালিও মোদের, তোমরা সঠিক পথে;
যেন তোমার এবাদতে রত থাকি, সকাল, সন্ধ্যা, প্রাতে।
মৃত্যুক্ষণে নসীব করিও, তওহীদ কালাম।
কলম তুলতে তোমার কদমে, লক্ষ কোটি প্রণাম।

——০০০——

জবাব দাও

লুকমান আহমদ
বিদায়ী ছাত্র

জবাব দাও হে জন্মভূমি ভারত!
হে জন্মভূমি জিজ্ঞাসি তোমারে,
জবাব দাও তো এখন।
তোমার কাছে পাই দেখি আজ,
কেন বৈষম্য আচরণ।
তোমার কোলে লভিয়ে জমন
আছে যত সন্তান।
তুমি কি সকলের ভালবাসা,
রেখেছ সমান।
কাউকে তুমি জড়াও বুকে,
স্নেহ করে অতিশয়।
কাউকে আবার কাঁদাও শোকে,
একি পাষণ্ড পরিচয়।
কিন্তুহায়! তোমার সন্তান যে জন
আজ চরম বঞ্জনার শিকার!
একদা সেই হয়েছিল তোমার তরে রক্তে রাঙ্গা।
সেই লড়িয়ে প্রাণপন তোমায় করেছিল উদ্বান।
ঐ সেদিন তোমার প্রেমে ৫৭ হাজার আলীম
করেছিল প্রাণ দান।
ঐ মুসলিম বিক্রয়ে হয়ে আগুয়ান প্রথম প্রাণ।
আহুতি দিয়ে অটুট রেখেছিল তোমার সম্মান।
তবে কি-সে এ অবিচার
হে মোর জন্মভূমি জবাব দাও গো বলি।
আমরা হলাম সংখ্যায় লঘু,
সৌর্যে বীর্যে লঘু নই,
অর্ধাঙ্গীনি ভারত ভূমি,
মোদের রক্তে পূর্ণ হয়।
দেশের তরে রক্ত দিয়ে,
নাম পেয়েছি দেশ দ্রোহী।
এমন দেশে বলব কারে
কেবা নহে সন্ত্রাসী।
সব সহেছি সব মেনেছি।
শত্রু গালি সহিব না।
রক্ত দেব আত্মা দেব
অন্যায়কে আর সহিব না।
জবাব দাও হে ভারত নেতা
তোমার খেলা বুঝি না।
মান হানি আর সহিব না॥

——০০০——

অসহিষ্ণুতার অনুভূতি

মুহা - মহবুবুর রহমান
এম. এম. ১ম বর্ষ

অসহিষ্ণু ভারতে আজ, উঠছে নাভি শ্বাস !
দুষ্ট ইতিহাসে পুষ্ট দেশে, হিংসা করেছে গ্রাস।
যাদের ত্যাগে ভারত পেল, স্বাধীনতার সম্মান,
তাদের মাঝে সাতান্ন হাজার, উলামা' য়ে কেরাম।
কত রক্ত ঝরল তাদের, করলেন কারাবরণ।
আমৃত্যু সংগ্রামের পর, ফাঁসিতে দিলেন জীবন।
হিন্দু মুসলিম সবাই মিলে, করলেন দেশ স্বাধীন,
তবে কেন মুসলিম, আজ ইতিহাসে বিলীন ?
এ'তো নয় সত্য ইতিহাস; বিকৃত সব তথ্য!
হিন্দুরাই শুধু মুকুটমণি; মুসলিমরা সব ব্রাত্য!
আধুনিক ভারতবর্ষে মৈত্রীর ঘটেছে অবসান,
দুষ্ট ঐতিহাসিক নষ্ট করেছে, ইতিহাসের সম্মান।
আজব দেশের ঘৃণ্য রূপ মনে দেয় ব্যাথা,
নব প্রজন্মের কাছে এখন ব্রাত্য জাতির পিতা !
তাইতো 'বাপু'-র অহিংস নীতি হারিয়েছে প্রাণ;
হিংসা, দ্বেষের স্বর্গরূপ, পেয়েছে হিন্দুস্থান।
'বাপু'র দেশে হিংসাবশে, বাবরী হল ধ্বংস।
বীরবিক্রমে ভাঙ্গল মসজিদ, হিন্দু সহিংস।
মসজিদ ভাঙ্গতে জড়িত ছিল, যতসব পাষণ্ড।
মেকী সেকুলার দেশে দেখি, কারো হল না দণ্ড!
আজব মোদের মাতৃদেশে কী যে হল শুরু ?
বাবা রামদেবও হিংসাশ্রয়ী শ্রদ্ধেয় যোগগুরু!
অসাংবিধানিক কথা বলতে গুরুর মুখে বাধে না ?
দেশপ্রেমর সংজ্ঞা দেন, নিজে সংবিধানই মানেন না!
আরও অনেক বিভেদকামী; ভেঙ্কাইয়া, নকভী,
সংবিধানে বীতশ্রদ্ধ, হিংসুটে, গদিলোভী।
হিমন্ত বিশ্ব, যোগী আদিত্য, স্বামী, সাক্ষী, সিংঘল,
রামমাধব, সাধ্বীরা শুধু, ছড়াচ্ছে হিংসার অনল।
মুখে শুধু ধর্ম কথা করে বয়ানবাজী।
ধর্মে নেই হিংসা-দ্বেষ জানেনা এসব পাজী।
বিবেধকামী রাজনীতিতে নেই শান্তি সমৃদ্ধি,
জানেনা এসব ধর্মান্ধ, বোকা, মোটাবুদ্ধি।
নোংরা এক রূপ পেয়েছে, বাক স্বাধীনতা;
যার যাহা মনে আসছে, বলছে হেথাহুথা!
কেউ বলছে মাদ্রাসা গুলো, জঙ্গিবাদের ঘাঁটি !
মসজিদ গুলো ভাঙ্গতে পারো, মন্দির ভগবানের বাটি!
ধর্মবিধি কুরবাণী বুঝি, গো-মাতার হত্যা।
গরুর বদলে নরহত্যা ! অসাংবিধানিক হেনস্থা!
দেশ ছাড়ারও আদেশ দেয়, অসুর, দুরাচার!
ধ্বজাধারী সেকুলারদের, ধিক শতবার।
কতক অভিন্ন দেওয়ানী চাপিয়ে মরিয়া লাগাতে দ্বন্ধ
কেউবা মানছে না মাদ্রাসাগুলির ঐতিহাসিক, আইনি বন্ধ
জানেনা কেউ ধর্মনীতি, মানেনা সংবিধান
হিংসুটের কথায় সদা পাই শঠতার প্রমান।
ব্যতিক্রমও আছেন অনেক, সুমাতার সন্তান;
সংবিধানে শ্রদ্ধাশীল তাঁরা, চান দেশের কল্যাণ।
যেমন সাম্যবাদী ধর্মগুরু, শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর,
আর শান্তিকামী রাজনাথ, মরেও থাকবেন অমর।
আরও যত শান্তিদূত, ধার্মিক নেতা, বোদ্ধা,
সবার দীর্ঘায়ু কামনা করি, জানাই অশেষ শ্রদ্ধা।
আর কত লিখব আমি, আজব দেশের রীতি,
শিক্ষা-দীক্ষা সর্বত্রই অসহিষ্ণুতার অনুভূতি।
আজব দেশের অনুজ পড়ুয়া, লিখছি যে ইতিহাস,
সত্যিকথা ফাঁস করছি, হবে না তো কারাবাস!
যতসব অন্যায়, অনাচার বিচিত্র এই দেশে !
আমাদেরই জন্মভূমি, স্বাধীন ভারতবর্ষে!!

——০০০০——

Standing Still

Azmol Hussain
M.M. 2nd Year

Everything I never had
Things which used to make me glad
I suddenly lost them all
I am standing still
I lost them who held my hand
And tried to make my like grand.
I lost them who gave me birth
And I'am left in this siery Earth.
I lost my home which once stood
I lost a life, which was good
I lost all my friends and foes
I am alone with my own sorrows.
I lost all my good memories
And those peaceful shady trees
I lost the nature which helped me grow
like a ship in a forward prow.
I now stand on my parents grave
Cherishing dreams for which we all crave
I lost them who made me prouds
Now I am someone in the crowd
Now my heart feels sadness and have
I am standing still.

—000—

Reflection of a Beautiful Morning

Tajel Ahmed Barbhuiya
M.M. Previous

The sun rises above the hillerest,
As does the joy of my heart;
Ray of warmth and love,
From her I will never depart.

Fresh dew upon the grass,
young birds chip in their nests;
I watch her gently sleep,
My love to her I silently profess

I enjoy the stillness and calm
watching as she smiles and dreams;
She brings me to stillness and peace,
Like that of a slow Flowing stream.

My heart and soul Flow wikth love
And I smile as I quitely ref.

—000—

Dr. Allama Tayeebur Rahman Barbhuiya

Ald. Burhan Uddin choudhury
Class - 1st year Pat II (VIII)

(The 2nd Amir-e-Shariath, North East India and Member of All India Muslim Personal Law board)

Maulana Tayeebur Rahman Barbhuiya was born on 26th June, 1931 at Rangauti, Hailakandi. After completing his primary education, he was admitted in Hailakandi Senior Madrassa. He got first position in intermediate, F.M & M.M Examination under the state Madrassa education board, Assam in 1957. Also stood first class first in M.A. (Arabic) Examination under Guwahati University in 1971 and obtained Gold Medal. He also achieved Bisharad Degree in Hindi in 1955.

During his student life , he was engaged in Indias freedom struggleas a member of Congress Jameat Ulama Hind organisation. Maulana Tayeebur Rahman Barbhuiya actively took past in the electioneering campaign in favour of Abdul Matib Mazumder, a nationalist candidate in the election of 1946 to the Legislative Assembly of Assam. As a nationalist minded student leaders, he vehemently opposed the scheme of partition and worked a lot to spearhead the campaign of the nationalist group in Surma Valley.

Maulana Tayeebur Rahman Barbhuiya started his brilliant and dislinguished career as an Assistant Teacher (Hindi) in 1957 at Hailakandi Senior Madrassa. Maulana Tayeebur Rahman Bharbhuiya retired as Superintendent of the said Madrassa. He is a great author and learned scholar in English, Bengali, Hindi, Arabic, Urdu subject. He has written a good number of scholarly works, which bears the testimony of his depth of knowledge in different themes. His work include the following ----

1. Tharikhul Ulumil Arabiyah. (History of Arabic literature)
2. Nukbatul Adab. (Arabic)
3. Ath-Thahkiqalul Mufidati (Arabic)
4. Qurbani O Aqiqah.
5. Sadkah-e-Fitr.
6. Ahkam-e-hajj.
7. Idd O Belarbarta.
8. Nijam-e-Jama, th,
9. Mamayer Kunji.
10. Aetakiaf.
11. Khajegam-e-Chisth.
12. Jiyarat-e-Madinah.
13. Tarikather Adi Katha.
14. HajjO Jiarath.
15. Muslim Bektigatho Ayen Banam Sana Sama Dedani Bidhi

Maulana Tayeebur Rahman Barbhuiya was honoured with the "Efficiency Award, by the Control Walkf Council, Ministry of law, Govt. of India. He was also awarded the most prestigious " President Award, or national Awadr by the President of India for his ideal teachership. As a recognition of his brilliant academic and social status he was also awarded various other awarded like Maulana Abdul Jalil Choudhury Memorial Award, Sarada Charan Dey memorial Award, Mukla Kanta Award, M.Q.H. Award.

His scholarly works were hgihly appreciated in the academic field and the state Maulana Education Board. Assam is following two of his books in their course currilulam. It was due to his profound knowledge in Islamic Laws and Shariah, Moulana Tayeebur Rahman Barbhuiya is unanimously called "Allama, i.e the great learned.

However, Allama Tayeebur Rahman Barbhuiya was a favourate and disciple of Hazrat Maulana Abdul Jalil Choudhury R. It was after the death of Maulana Abdul Jalil Choudhury R, 1st Amir-e-Shariath, on 19th December, 1998, the Arbab-e-Halland Aqd on the same day unanimously selected Allama Tayeebur Rahman Barbhuiya as the 2nd Amir-e-Shariath of North East India.

Allama Tayeebur Rahman Barbhuiya is an outstanding and popular figure in North East India, who is honoured and respected both by academic, intellectual and political personalities of both Muslim and non-Muslims. He was a founder working Committee Members of all India Milli Council. He was selected as patron of the organisations of two terms. He was also working committee members of all India Muslim Majlis-e-Maushawarath for a long time. He has been working a working committee member of all India Muslim Personal law Board from 1991.

*****

Sufferings for Demonetisation of₹ 500, ₹1000 And Black Money

Nayeem Uddin
M.M 1st Year

Announcement of demonetisation :-

On Tuesday 8 Nov, 8 pm, The Honourable Prime Minister of India Narendra Modi announced that the currency of ₹500 and ₹1000 will not be legal from that midnight and gave 50 days to exchange the old currency of₹ 500 and ₹1000.

The bank notes of ₹100, 50 , 10, 5 of the Mahatma Gandhi series is contuinued to remain as legal tender and were unaffected by the policy.

Reasons for demometiation :-

The demonetisation was done in an effort to stop the counterfoling of the current banknotes alleged to be used for funding terrorism and for cracking down to Black Money in the country. The move is also aimed at reducing computation drag menace and sumuggling.

Black Money :-

Black Money is the money which is earned through any illegal activities controlled by country reguolations. Black money processed are usually received in cash from under economy or attempt to give it from the appearance of legitimacy through maoney launding.

Black Money in India :-

In India black refers to funds earned on the black market, on which income and other taxes have not been baid. The total amount of black money deposited in foreign banks by Indians is unknown. Some report claims a total of $ 1.06 trillion is held illegally Switzerland. Other reports in cluding those reported by the swiss Bankess Association (SBA) and the government of switzerland, claim these report are false and fabricated, and the total amount held in all Swiss Bank Account by citizen of India is about US $ 2 billion.

In Februrary 2012, the director of India's Central Bureau of Investigation (CBI) said that Indians have US $ 500 billion of illegal funds in foreign tax havens, more than any other country. In March 2012 the govt. of India in its Parliament said that the CBI directors statement on US $ 500 billion of illegal money was an estimate based on a statement made to India's Superme Court in July 2011.

In a televised address on 8 Nov, 2016 by India's Prime Minister announced that bank notes of ₹500, ₹1000 would cease to be legal from midnight. Automatic teller Machines (ATM) at some places were closed on 9, 10 Nov, Govt, organisation have brought out new notes. The Govt. has accepted the proposal of BBI in lunching out ₹ 2000 banknotes and a new version of the ₹500, the old notes are being removed from circulation.

Sufferings of People :-

Sufferings of people are unaccountable. General peopler are facing many, many problems. Especially in those family wehere their patients in hospital. They could't buy medicines, they could't pay the payments in hospital, and also facing problems in those family where there is marrege or any other ocation, for them demonetization of₹ 500,₹1000 is like a calamity. General people's lives become terible. To exchange the money they have to wait so long times in raw in the bank. At the same time people have to wait many hours to withdraw their own money, and also they have to stand 3 or 4 hours out side of ATM to withdraw the money. These sufferings are being faced by those persons who have already paid the taxes and

who have no black money.

Impects of demonetisation :-

These will be a disumption in the current liquidity situtation as household are likely to get affected by the note exchange terms laid by the govt. Roadside vendors, cab drives, kirana stones etc. have already stopped accepting ₹ 500, ₹ 1000 currency.

Public Harassment :-

Almost public, customers are upset with govt. RBI since public is compelled to wait in long queues for hours togather just to get exchange, withdraw from the account. No separate queues for senior, physical handicapped, or women. Private hospital had refused to accept old notes, customers get ₹ 2000 in exchange but they how to pay off small tradess. Venders who have not sufficient exchange as ₹ 2000 note. No one to help illiterates to fill up from required to get exchange. Customers have to under go tortune to get part of their savings.

To deposite the money, identification is needed. why should are the banks asking for identiproof from the known / unknown account holders while depositing ₹ 500, ₹ 1000 in their own account. It is harassment from the bank staff, when they open out account they take all the stutory requirment such as Pan Card, Adhar Card etc. than why asking for same ? Wasting their own times and public's times.

—000—

مدارس اسلامیہ کی اہمیت و ضرورت

مولانا فرقان صاحب
محدث مدینۃ العلوم باگباڑی

دین اسلام کی بقا و تحفیظ اسلامی علوم کی ترویج واشاعت ، صالح معاشرہ کی تشکیل ابلیسی افواج سے پنجہ آزمائی جیسے عظیم مقاصد کیلئے یہ دینی درسگاہ ہے خیر القرون سے آج تک اپنے مشین اور کام میں لگے ہوئی ہے۔ اور الحمد للہ بہت حد تک کامیاب و بامراد ہیں اللہ تعالی نے ان تعلیم گاہوں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور تحفظ ایمان و شریعت میں بڑا موثر ذریعہ بنایا ہے عہد نبوتے ہی سے اہل اسلام تعلیم و تعلم کے سلسلہ کو خوب پروان چھڑیا ۔

یہ مدارس اسلامیہ دین الاہی اور شریعت محمدی کی محافظ اور امین ہیں۔ یہاں نو نہالان امت صبح و شام کتاب الہی کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اسلام اخندق و آدب کے مشکبار گل ولالہ سے دامن بھرلیتے ہیں ۔ یہاں خونخوار ہیودیت ، حیا سوز نصرانیت، اصنام پرست ہندومت اور جعل سازقدیانیت و مہدویت کی تعلیم نہیں دی جاتی ہیں صرف او رصرف اللہ اور اسکے رسول کا لایا ہوا پسندیدہ دین اسلام اور اسکے تعلیمات سےاراستہ کیا جاتا ہے یہ اس جیسی دیگر وجوہات کی بنا ء اسکی اہمیت اور ضرورت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے

<u>پہلی اسلامی درسگاہ :</u>

یہی وجہ ہے کہ معلم انسانیت نبی کریم ﷺ نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد اور اسکی صحن میں مدرسہ کی بنیاد ڈالی جیسے صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے ۔ جہاں طالبان علوم بڑی تعداد حصول علم اور حفظ قرآن مجید میں مشغول رہتی تھی ۔ یہ تعلیمی مہیم اس قدر تیز گام اور برق رفتار تھی کہ مدینہ طیبہ اپنے اطراف و اکناف کیلئے علم کی محور و مچھوڑ بن گیا لوگ جوق در جوق وفود کی

شکل میں آتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے قرآن سکتھے اور اپنے اپنے علاقوں میں قرآنی کی ترویج کی فضا کو ہموار کرتے ۔

<u>عہد صحابہ میں دینی درسگاہ کی اہمیت :</u>

مدارس مراکز علم کی اسی اہمیت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں قرآن کریم کی تعلیم کیلئے کئی مکاتب قائم کئے گئے ۔ اور اشاعت علم کی قابل ستائس و لائق تقلید خدمات انجام دی گئیں۔ چنانچہ ابن حزم کی بیان کی مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فارس ، شام اور مصرکے تمام شہر فتح کر لئے پھر ان ملکوں کی ہر شہر اور بستی میں مسجدیں تعمیر کی گئیں، مصاحف لکھی

گئے مشرق سے مغرب تک ائمہ مساجد نے قرآن پاک پڑھا ، اور مکاتب کی بچوں کو پڑھایا، دس سال سے زائد مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا ۔ (خیر القرآن کی درسگاہ ہے) ۔
الحاصل صحابہ و تابعین کے زمانہ میں علمی مجالس، دینی حلقوں کی قیام اور اسلامی علوم کی تدریج و اشاعت کی فقید المثال خدمات کا اثر یہ ہوا کہ عالم عرب اور افتاء عالم کے وہ علاقے جو اسلامی قلح رو میں شامل ہو چکے تھے۔ سبھی علمی کرنوں سے منور ہوئے اور ہزاروں کے تعداد میں حفاظ قرآن علماء عظام ، محدثین کرام ، فقہاء عالی مقام، مناظرین اسلام ، مصنفین و مؤلفین اور نامور مؤرخین کی شکل میں پابندہ و درخشند ستاروں سے آسمان علم و عرفان جگمگا اٹھا ، انہیں مدارس اسلامیہ کی تاریخ کی انمٹ شواہد سے یہ حقیقت اشکادا ہو جائےگی کہ مدارس اسلامیہ ملت اسلامیہ کے روح کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ہندوستان میں مدارس عربیہ :

جنوبی ہند میں مسلمانوں کی حیثیت اور انکی علمی سرگرہوں کاکسی قدر اندازاہ وہاں باد میں انے والی شہری اور چھوتھی سدی ہجری کی سیاحوں کی بیانات سے لگایا جا سکتا ہیں۔ ابن حوقل جو چھوتھی سدی ہجری کا مشہور سیاح گزرا اپنے چسم دید حالات یہ بیان کرتا ہیں کہ با لعموم مسجدوں میں علماء اور فقہاء کا ایک بڑا گروہ مقیم رہتا ہیں۔ ان علماء و فقہاء سے استفادہ کرنے والوں کی کثرے کا یہ عالم ہے کہ جس مسجد میں بھی چلی جائیں کھوے سے کھوا چلتا (بھیڑ کی وجہ سے کندھے سے کندھا ٹکرا نا) نظر ائے گا۔ (سفر نامہ ابن حوقل صفہ ۳۲۵)
ہندوستان میں قائم بیشتر مدارس اسلامیہ کا روحانی تعلق جس مرکزی اسلامی درسگاہ سے ہے اسکی اپنی ایک تاریخ ہےپورے بر صغیر اسکے کانامے، ہندوستان میں مذہب اسلام کی احیا اور ہندوستانی مسلمانوں کی دین و ایمان کا تحفظ اور خود ہندوستانیوں میں روح حدیث جذبہ شعلہ زن کرنے کا سہرا مؤرخین نے اسی کی سر بندھا۔ مدارس اسلامیہ دینیہ کے سنہری سلسلہ کی آخری کڑی اور مرکزیت جسکو حاصل ہے وہ دار العلوم دیوبند ہے ۔
پورے ہندوستان کے مکاتب و مدارس جو اپنے اپنے علاقوں کیلئے ایمان قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انکی نور سے دین اسلام اور قرآنی تعلیمات سے معمور ہیں، ان علاقوں کی باشندے ان مدارس کو اسلاف کی امانت اور اپنے دین و ایمان کیلئے کشتی نوح تصور کرتے ہیں۔
یہ دہات میں قائم مدارس و مکاتب کی باگڈور جن خدا ترس علماء کے ہاتھ میں ہے وہ اسی دار العلوم دیوبند کی فیض یافتہ ہیں ۔

مسلم سماج میں مدارس کی ضرورت :

عصر حاضر میں مدارس کی ضرورت و احتاج اسلامی معاشرہ کیلئے ایسی ہی ہے جیسے انسانی زندگی کیلئے اب و ہوا کی ضرروررت ہے ۔ جیسے جیسے سماج میں جہالت بے دینی بے راہ روئی نت نئے ایمان سوز فتنوں کی افزائیس و نشونما ہوتی رہےگی مدارس و مکاتب کی و ضرورت و حاجت بھی اشد تر ہوتی جائگی۔ انسانیت پر مادیت کا شکنجاہ جتنامضبوط ہوتا جائیگا ان روحانی مراکز کی تقاضوں کی شدت اور بھڑتی جائگی۔

ملت اسلامیہ کی مذہبی دینی و ملی مسائل و مشکلات بے شمار ہے ، جسکی تکمیل میں اسلامی درسگاہوں کا بڑا حصہ ہے۔ قرآن کریم با تجوید تعلیم کا نظم و نہالان قوم کی اسلامی ماحول میں تربیت ، اعلی اخلاق و بلند کردار اور اسلامی صفات سے طلبہ کو اراستہ کرنا، عصری علوم کی تحصیل میں مصروف طلبہ کیلئے مسجد میں صباحی و مسائی تعلیم کا انتظام، کتاب و سنت اور اسلاف و اکابر امت کےعلوم کی حفاظت، فقہ اسلامی مسلم پرسنل لاء اور منصوص و متفق علیہ شرعی مسائل میں سرکاری عدالتوں کو مداخلت سے باز رکھنا۔ اسلامی نصاب تعلیم و تربیت کی تشخص کو برقرار رکھنا ، مسلمانوں کی عائلی و خانگی خلفشاروں کا اسلامی حل پیش کرنا عالم اسلام کے لاکھوں کڑوروں کی مساجد کیلئے ائمہ خطباء فراہم کرنا، معاشرہ کی بدعت و خرافات کی اصلاح باطل تحریکوں کی تخریب کاریوں سے عوام الناس کو متنبہ کرنا، خواتین اسلام کی تعلیم کے لئے علاحدہ بندبست کرنا، ملک و وطن کی ترقی اور اسکو اغایر کے جا برانہ تسلط سے ازاد رکھنے کی ممکنہ حد تک کوشش ، حقوق انسانی کی پامالی اور دہشت گردی کے خلاف رائے عامہ کی تشکیل اور مذہیب اسلام کی طرف سے ترجمانی وغیرہ و غیرہ ۔

ان قومی ضرورتوں کی تکمیل میں سب سے اہم کردار انہی مدارس دینیہ اور اس سے فیض یافتہ فارغ شدہ علماء و فضالاء کی مختلف تنظیموں کا رہا ہے۔ یہ فضل الہی ہے کہ ان عظیم الشان کا رہائے نبوت کیلئے اللہ تعالی نے ان مدارس دینیہ کا انتخاب فرمایا ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ۔

□
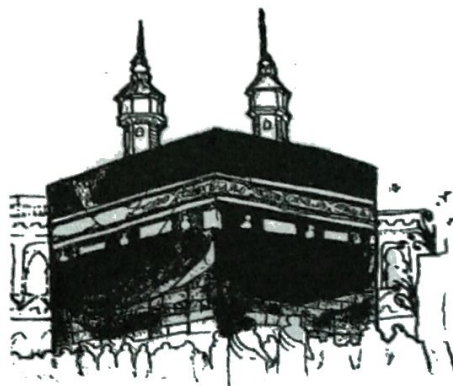
آخری زمانہ بڑا ہی نازک ہوگا

محمد لیاقت علی
سال دوم طبقہ دوم

الحمد للہ رب العالمین، والصلوۃ والسلام علی سید االانبیاء والمرسلین و علی الہ وأصحابہ اجمعین الی یوم الدین :اما بعد !

مسلمانوں کو اقائے دو جہاں کے مندرجہ ذیل ارشادات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہئے - یہ ارشادات تمام انسان کے لئے بہترین ہدایت ہیں۔

رسول مقبول □ نے اپنے زمانہ حیات میں جتنی بھی پلیشین گوءیاں فرمائی ہیں وہ حرف بحرف درست ثابت ہو چکی ہیں۔ اور جو باقی رہ گئی وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم □ کا ارشاد ہے کہ اخری زمانہ بڑاہی نازک ہوگا۔ جبکہ بھیڑ ے بھیڑوں کی کھال پہن کر مخلوق خدا کو دھوکا دینگے، نیز آخری زمانہ میں اللہ جل شانہ گنہگار انسانوں کی تباہی کیلئے ایک بڑا فتنہ کھڑا کردیگا۔ اس بارے میں صحیح حدیث میں ہے " حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ □ نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوگے جو دنیا کو دین کے ذریعہ طلب کریں گے لوگوں پر منکسر المذاجی ظاہر کرنے کیلئے یہ بحیڑوں کی کھال اوڑھ لیں گے۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑوں کی طرح ہوں گے ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ میری ڈھیل سے مغرور ہوگئے ہیں اور میرے ہی خلاف جرأت کرتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں ان ہی میں سے ان پر ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ایک حلیم اور فہیم انسان کو بھی حیرانی میں ڈال دے گا۔ (جامع ترمیذی)

اس حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ ہماری انکھوں کے سامنے ہے اج جو لوگ کہ بظاہر دنیا کی رہنمائی اور بنی نوع انسان کی بہبودی کے دعویدار ہیں ویہ در پردہ نوع انسانی کی تباہی کا سامان فراہم کررہے ، ان کی زبانیں بلا شبہ شکر سےبھی زیادہ میٹھی ہیں لیکن یہ مخلوق خدا کیلئے درندے ثابت ہو رہے ہیں اس کے علاوہ مذہب اور اخلاق کے نام پر دنیا میں جو ہنگامے برپا رہے ہے وہ کسی سےمخفی نہیں، اسی حدیث میں کہا گیا ہے کہ انسان اتنا سرکش ہو گیا ہے کہ وہ ذات باری کے خلاف بھی جرات کرنے لگے گا۔ لہذا ان کی اس سرکشی کی بناء پر انہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کر دیا جائے گا جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ کون نہیں جانتا کہ زمانہ حاضرہ کے سائنس دانوں نے چانداور دیگر سیاروں پر بھی کمندیں ڈالنی شروع کر دی ہیں، اور ان کی سرکشی واقعی حد کوپہونچ چکی ہے۔ کونی تعجب نہیں کہ سائنس کی یہ ترقیاں ہی خود ہی خود ان کی تباہی کا باعث بن جایں گے ۔ غرضکہ اس حدیث میں بہت سی ایسی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں جو آج ہماری انکھوں کے سامنے ہیں، مسلمانوں کو اس حدیث سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہئے۔

آج کل تو سائنس نے اپنی ترقیاں حاصل کرلی کہ سیکنٹ میں لاکھوں انسانوں کو اپنی سانس بھی بند کر دیتے ہیں، اس جیسے افعال یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ آخری زمانہ کتناہی بھیانک ہوگا۔

(۲) نہ مال کا م آے گا اور نہ اولاد :

انسان کی ساری زندگی مال کی تلاش اور اولاد کی فلاح کی کوشیشوں میں صرف ہو جاتی ہے۔ لیکن مال و اولاد کی کیا حیثیت ہے کہ اسکا اندازہ ذیل کی حدیث سے ہو سکتا ہے ۔

راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ □نی فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں،۔ جن میں سے دو واپس چلی آتی ہیں۔ اور ایک اس کے پاس رہ جاتی ہے ۔گھر کے لوگ اور مال اس کا عمل جو اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ ((مسلم شریف)

یعنی اولاد جو انسان کو بے حد عزیز ہوتی ہے۔ صرف جیتے جی انسان کا ساتھ رہتی ہے ۔ اس طرح مال بھی انسان کا ساتھ اس کی زندگی ہی دے سکتا ہے لیکن دینے کے بعد یہ دونوں چیزیں دنیامیں رہ جاتی ہیں،۔ صرف اسی کا عمل ساتھ جاتا ہے ۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اسے اخروی نعمت حاصل ہو جاتی ہے اور اگر بے عمل ہیں تو اس کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں حکمت و عظمت کا ایک دفتر پوشیدہ ہے اس کے ذریعہ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مال و اولاد کے مقابل میں ہمیشہ اچھے اعمال کی جانب متوجہ ہوں لیکن بہت کم مسلمان ایسا کرتے ہیں۔

(۳) قبر آخرت کی پہلی منزل ہے :

رسول مقبول □ کی ہدایت ہے کہ مسلمان کو چاہئے کہ وہ موت کو بھی نہ بھولیں اور قبر کے عذاب سے ہمیشہ لرزاں اور ترساں رہیں ۔ چنانچہ اس ضمن میں صحیح حدیث موجود ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بے اختیار ہو کر رونے لگتے ۔ یہاں تک کہ ان کی ڈاڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم دوزخ اور جنت کے ذکر پر تو نہیں روتے اور اس جگہ روتے ہو۔ تو عثمان نے اس کے جواب میں کہا کہ رسول اللہ □ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی نزل ہے جس نے اس منزل سے نجات پالی اس کو اس کے بعد آسانی ہے اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہیں کی اس کے لئے اس کے بعد سخت دشواری ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول مقبول □ نے کہ میں نے بھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا حدیث کا ترجمہ ۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قبر کی منزل بڑاہی ہولناک ہے۔ جو اس منزل سے خیر وخوبی کے ساتھ گزر گیا اس کی ساری دشواریاں ختم ہو گئیں لیکن زمانہ حاضرہ کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ نہ ان کو دل میں موت کا خوف ہے اور نہ قبر کا وہ اپنے انجام کو بھلوے ہوئے ہیں ضرورت ہےکہ مسلمان حضور اکرم □ کی مندرجہ بلا ارشادات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔

(۴) حق گوئی اور پاکبازی مؤمن کا مسلک ہے :

اسلام کے نزدیک سچا مسلمان وہ ہے جو جان کو خطرہ میں ڈال کر بھی حق بات کہنے سے باز نہ رہے۔ اور ہمیشہ پاکباز نہ زندگی گزارے۔ چنانچہ اس بارے میں صحیح حدیث ہے " عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ چار باتیں ہیں اگر وہ تجھ میں پائی جائیں تو دنیا کے فوت ہونے کا پھر کوئی غم نہیں ہے امانت کی حفاظت کرنا۔ دوسرے سچ بات کہنا ، تیسرے اخلاق کا اچھا ہونا، چھوتھی سامان خورد دونوش میں احتیاط اور پرہزگاری" یعنی ایک سچے مسلمان کا کردار یہ ہے کہ وہ بے حد درجہ کا دینات دار ہو ۔ حق گوئی اور حق گوشی اس کا شیوہ ہو ۔ پاکیزہ اخلاق کا مالک ہو اور مال حرام سے اجتناب ضروری سمجھتا ہو ، یہ ہیں ایک سچے مسلمان کی نشانیاں ۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں اپنے کردار کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور آخری بھیانک نازک حالات سے بچے رہے ۔ تب ہی ہم لوگوں کو اس دنیا میں انے کا اصل مقصد حاصل ہوگا اور دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔

فی الحال دنیا بھر جو ننگے حالات اور بے حد گناہوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اسکول کالجوں میں جو لڑکا اور لڑکی کے ذریعہ سے جو گناہوں ہو رہی ہیں اور عام طور پر ہر ایک جگہ میں جو شریعت کی خلاف کام شروع ہو رہا ہے ان سب کو روکنے کے لئے شدید ضرورت ہے ۔ اللہ ہم سب کو آخری زمانہ کی برائیوں اور تارک حالات سے بچائے آمین۔ ثم آمین۔
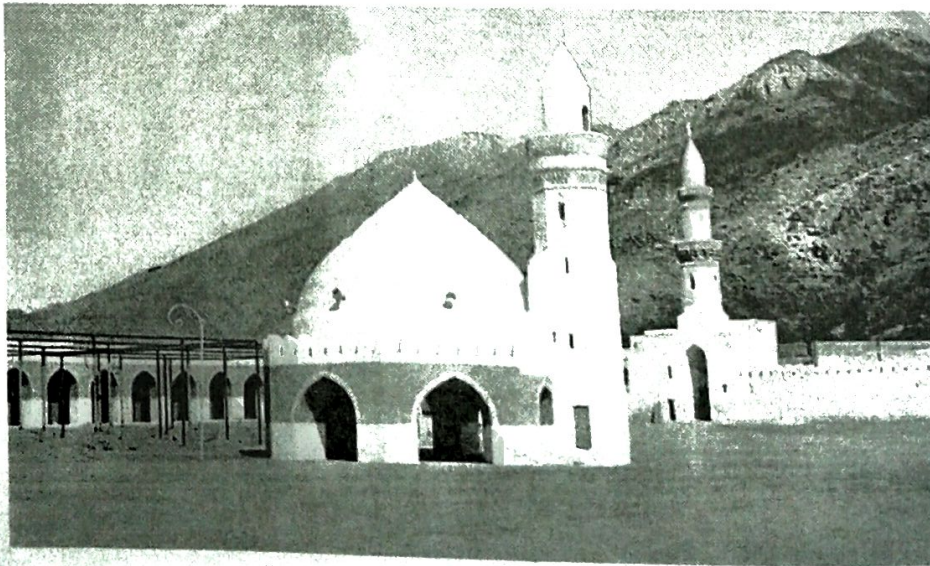
علماء کی سر کردگی میں ہندوستان کی جہاد آزادی

اے کے وڈود احمد
سال اول طبقہ دوم

سن ۱۷۹۹ء میں جب سلطان ٹیپوشہیدؒ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اور انکے خون میں لتھڑے ہوئے لاش کے اوپر انگریز فوجی کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے ، ہندوستان کی جنگ آزادی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ انگریز نے اس فخر میں کہ اب کوئی طاقت ہمارے خلاف لڑنے، ہمارے پنجے میں پنجے ڈلنے والی نہیں ہیں نوابوں کو چھوٹے چھوٹے زیر کرنے کے بعد ۱۸۰۳ء کے اندر دلھی میں یہ اعلان کیا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا لیکن آج سے حکم ہمارا ہیں۔ جس دن انگریز نیے یہ اعلان کیا اس دن اس ملک کے سب سے بڑے عالم دین اورخدا رسیدہ بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دھلویؒ کے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دھلویؒ نے دلھی میں یہ اعلان کیا تھا کہ " آج ہمارا ملک غلام ہوگیا" اور اس ملک کو آزاد کرانے کےلئے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہیں۔ یہ وہ اعلان تھا اور ایسا اعلان تھا اور ایسے وقت میں اعلان تھا کہ اس عالم دین کے علاوہ کوئی ماں کا لال ہندوستان کے اندر ایسا نہیں تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں اپنے زبان سے آزادی وطن کے لئے جہاد کرنے کے نعرے کو بلند کرسکتا۔ بلکہ یہ بھی صحیح ہے کہ اس ملک آزاد کرانے کا شعور ہندوستان کے کسی اور طبقے کا اندر نہیں تھا۔ اگر یہ شعور سب سے پہلے پیدا ہوا تو اس انسان کی فراست ایمانی نے اس شعور کے جزبے کو اپنے دل کی اندر ملحق پایا۔ اور اسکا الہام ہوا۔

اس آواز اور اس اعلان کا بہت زیادہ انہیں بدلا ملا اور انکو بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ انہیں زہر دے دیا گیا۔ انکے جائد اد کو قرض کر دیا گیا۔ انکی انکھوں کی بنائی زہر کی اثر سے جا تی رہی، انکو دلھی سے شہر بدل کر دیا گیا۔ انکے جسم پر سفید داغ پیدا ہوگئے۔ مگر اس مرد مؤمن نے بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کی مگر جو فتوی دیا تھا اس سے ایک بھی قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ ان تمام سخت ترین حالات کے اندر اپنے شاگردوں کے اندر آزادی وطن کی اگ جالاتا رہا۔ اور اسنے اپنے روحانی شاگردوں کے اندر دو آدمی اس امانت کو سنبھالنے والے موت سے پہلے پہلے پیدا کردی ایک حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور دوسرے اپنے خاندان کے چشم و چراغ شاہ اسمٰعیل شہیدؒ ان دونوں کو سپرد کیا، اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دھلویؒ سن ۲۴ کے اندر انتقال کر گئے ۔

اپ جہاں تک پہونچ سکتے تھے مسلمانوں سے بیعت اور جہاد کا عہد لیا کرتے تھے ۔ جوانکے ساتھ ملک کی آزادی کے لئے اپنا جان قربان کردینگے۔ جب ایسی حالت میں آزادی ملک کے لئے اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھ لیا تب ملک میں انگریز کے خلاف جہاد کرنے دوسرے کسی میں شعور تک نہیں تھا ۔ سہارانپور گئے ۔ بالاکوٹ میں شہید ہونے والوں میں دیوبند کے مجاہدین کا ذکر بھی آتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کانی کوٹ کے اندر جب حضرت شاہ صاحبؒ گئے اور وہاں انہوں نے آزادی وطن کے لئے جہاد کرنے کے لئے لوگوں سے عہد لیا اپنے ہاتھ کے اوپر ، تو اس زمانے میں جب ایک بکری اٹھ آنے کی ور دس انے کی تھی ۔ غازی پور میں ایک سرمایہ دار نواب تھے ۔ نواب فرزند علی خاں ۔ انہوں نے اس زمانہ کے اندر حضرت شاہ صاحبؒ کو آزادی وطن کے لئے جہاد کرنے کیلئے ایک لاکھ چاندی کا سکہ چندے کے طور پر دیا تھا ۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہیں نواب نے اپنے ایک جوان بچے کو شاہ صاحب کے سامنے پیس کیا اور اپنے بچے کے ہاتھ انکے ہاتھ میں دیا اور یہ فرمایا کہ شاہ صاحب میں اس جوان بچے کو ملک کی آزادی کی خاطر جہاد کرنے کیلئے آپ کو دے رہا ہوں۔ اور اسکو قربان کر رہا ہوں ۔ میری تمنا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراھیمؑ نے اپنے بیٹے حضرت اسمٰعیلؑ کی گردن پر چھوری چلائی تھی، میرے اس بیٹے کی گردن پر بھی آزادی وطن کے جہاد کئلیے اسی طرح چھوری چلائی جائے گی۔ چنانچہ وہ بچہ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ رہا۔ اور بعد میں آزادی وطن کئلیے فرزند علی خاں کے وہی بچہ بھی شہید ہو گیا۔

سن ۱۸۵۸ ء میں دوسرا جہاد آزادی ہے۔ پہلا جہاآزادی میں تمنا علماء تھے۔ سنبھل کے اندر ، مراد آباد میں، میرٹھ میں ، دھلی میں مظفر نگر کے اندر یہ لگتا تھا کہ قوم اگ کے شعلے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ۔ ان جہادوں میں مسلمان اور علماء سب سے زیادہ تھے ۔ مرادآباد کے اندر نواب مجوخان کا علاقہ تھا۔ وہاں ایک محلہ آج بھی ہے جسکا نام " گل شہید " ہے ۔ انکو گرفتار کرنے کے بعد انگرزوں کے حولاے کر دیا گیا۔ انگریز فوجی نے انکے زندہ جسم کو گھوڑے کے پیروں سے باندھا کر خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کرگھوڑے کو خوب دوڑایا۔ اور اس مرد مجاہد ین کے زندہ جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دئے۔ اور انکے مجاہدیں کو " گل شہید" کے محلہ میں ذبح کرایا گیا۔ وہاں کی مٹھی شہیدوں کی خون سے سرخ ہوگئی تھی۔ وہاں بہت بڑا قبرستان ہے آج بھی وہاں موجود ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا اور نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے ۔

۱۰۰۰ ء کے اندر دھلی میں ھریبا ۳۴ یا ۳۵ ہزار علماء کو شہید کر دیا ۔ وہ دلھی جو شاہان مغلیہ کے دور سے اسلام کا مرکز اور علوم اسلامیہ کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اگر باہر کا کوئی ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کےلئے آتے وراثت کا تو پوری دھلی میں گھومتا تھا اوپر عالم ہونے کی نشانی ملتی تھی بغیر کسی دعوے جرم کے اسکے لئے حکم تھا کہ اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے ۔ اسوقت ایک عجیب و غریب حالت سامنے ائی کہ وہ یتیم جنکے باپ نے ملک کےلئے جام شہادت نوش فرمایا انکے یتیم بچے سڑکوں کی اوپر ہیں، انے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ اور عیسائی پوپ باہر نکلے ہوئے ہیں اور چارچ کے لوگ ان یتیموں کے ہاتھ پکڑتے اور کہتے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ ہم تم کو کھانے ، پینے ، رہنے اور مفت پڑھانے کیلئے دینگے۔ یعنی ہم تم کو ذہنی اعتبار سے انگریز بنا ئنگے ۔ یہ وہ بچہ ہیں جنکے باپ انگریز کی دشمنی میں ڈبے ہوئے تھے اور آخر کار وہ شہید ہوگئے۔ آزادی جنگ مسلمانوں کی آبا و اجداد کی ایسی قربانیاں ہیں انکے مقابلہ میں کوئی دوسری انکے برابر نظر نہیں آتا ہے۔

حضرت شیخ الھند ؒ مالٹا سے تشریف لا رہے تھے ۔ تو سار رحیم بخش جو حضرت گنگوہی ؒ کے مرید تھے۔ انکو انگریز نے بھیجا حضرت شیخ الھند ؒ کے پاس آپ ابھی جہاز سے نہیں اترے تھے۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے زندگی بھر انگریز کی مخالفت کی لیکن انگریز کی حکومت تو آج بھی باقی ہے۔ لیکن ہمارا نقصان ہوگیا۔ آپ دار العلوم کے شیخ الحدیث تھے آپ مالٹا چلے گئے تو درس حدیث خالی پڑگئی۔ حضرت گنگوہی ؒ کے بعد آپ شیخ طریقت تھے ، اور جانشین تھے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد جو لوگ اپ کی دامن سے وابسطہ تھے وہ بے چارے و بے مدد گار ہو گئے۔ اب ہماری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائے اور خانقاہ کے اندر بیٹھے تاکہ ہم آپ سے استفادہ حاصل کرے۔ حضرت شیخ الھند ؒ نے جب سنا تو اپنے عزم و حوصلے کے ساتھ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا کہ سار رحیم بخش صاحب ، ہندوستان میں انگریز کی حکومت ہے، جس ملک میں انگریز کی حکومت ہے وہاں محمود الحسن کو جینا تو جینا وہانمر کر دفن ہونا بھی گوارہ نہیں، میں اس ملک کے اندر اس لئے نہیں آیا کہ مجھے اس ملک میں بیٹھنا ہے ۔ میں اس لئے آیا ہو کہ جہاں تک میری آوازپہونچ سکتی ہے اور جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں جاکر یہ اعلان کرونگا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے اور فرمانے لگے میں بوڑھا ہو گیا ، اب میرے اندر چلنے پھیرنے کی طاقت نہیں ہے ۔ اگر میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا اور میں نے ہندوستان کے کونے کونے میں نہیں پونچ سکے تو میں ایک چار پائی کے اوپر لیٹ جاؤ نگا اور میں اپنے شاگردوں سے کہونگا کہ میری چار پائی اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر لے چلے ۔ جہاں تک جا سکتے ہے وہاں تک لے چلے تاکہ میں آخر حد تک یہ اعلان کروں کہ " انگریز کی غلامی حرام ہے " ۔ اسکے بعد وہ بوڑھا آدمی جو مالٹا کی سردی کو برداشت نہیں کر سکا اور کچھ دن کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

اس وقت کانگریس کی وجود بھی نہیں تھا ۔ اگر یہ بھی کہا جائے کہ کانگریس کو کانگریس بنانے والا ۱۸۰۳ء میں ماں کے پیٹ سے جنم بھی نہیں لیا تھا تو یہ بات کہنا صحیح ہے۔ کانگریس کا وجود شاہ عبد العزیزؒ کے اعلان جہاد کے ۸۰سال بعد ہوئی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کانگریس کا پہلی اجلاس میں جو غرض و غایت بتلائی گئی تھی کہ کانگریس اس لئے وجود میں آرہی ہے کہ دو جہاد آزادی میں حکومت برطانیہ اور ہندوستانی عوام میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوگئی اسکو دور کرنے۔ انکے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ ملک کی آزادی کا دعوی کر سکے۔ جب کہ اس سے پہلے دو جہاد آزادی کے اندر لاکھوں مسلمان شہید ہوگئے تھے۔

حضرت گنگوہی جو ۱۸۵۷ء کے جہاد کے اندر سپہ سالار تھے ، وہ مسلمانوں کو کانگریس میں شرکت کی اجازت دیتے تھے لیکن خود شرکت نہیں کرتے اسکی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر آزادی وطن کے لئے انتہا پسندی تھی، کہ آپ آزادی وطن سے کم کسی چیز پر راضی نہیں تھے۔ اور کانگریس اپنی غرض و غایت کے اندر آزادی وطن کا نعرہ نہیں لیتی۔ بلکہ غلط فہمی کو دور کرنا چاہتی ہے۔ جسکا مطلب یہ ہے کہ وہ انگریز کی غلامی کیلئے تیار ہے۔ اور ان علماء غلامی کیلئے تیار نہیں ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان اسکے اندر شرکت کرکے کانگریس کے اس غرض و غایت کو جسکے ساتھ وہ اٹھے ہے اسکو ختم کر دے اور اپنے اثرات و نظریات سے اسکو مشترکہ جد جہد کے اوپر کھڑا کر دے ۔ چنانچہ ان مجاہدین کانگریس کے اندر گھس گئے اور اسکے نظریات کو تبدیل کردیے۔ اور کانگریس کو مکمل آزادی وطن کا دعویے کے لئے تیار کر رہے۔ یہاں تک کہ اگلے اجلاس میں کانگریس نے مکمل آزادی وطن کی تجویز کو منظور دیا۔

جب ملک آزادی کے قریب آتا رہا تو جمعیت علماء برابر یہ کہتی رہی کہ ہم صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے بلکہ تمہارے اگے ہیں۔ مگر ہمارا شرط یہ ہے کہ آزادی وطن کے بعد ملک کا جو دستور بنے گا وہ دستور سیکولر اور جمہوری دستور بنے گا۔ یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ لیکن ملک کی آزادی کے ساتھ انگیریز کی خفیہ پولیسی اور کچھ خیانت کرنے والوں کی وجہ سے ملک تقسیم بھی ہوگئی ۔ اس تقسیم کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو پہونچایا گیا۔

TEACHERS & EMPLOYEES OF DEORAIL TITLE MADRASSA

Sl. No.	Name	Designation	Contact No.
1.	Maulana Farid Uddin Ahmed Choudhury M.M. National Awardee	Principal	98540-40533
2.	Mufti Abdul Basit Al Quasimi M.M, M.A, F.D.	Lecturer	98590-48272
3.	Md Shafiqur Rahman Choudhury Normal	Asstt. Teacher	98596-23939
4.	Maulana Md. Asjad M.M.	Asstt. Teacher	96139-59072
5.	Maulana Azmal Hussain M.M.	Asstt. Teacher	94353-76586
6.	Maulana Abdul Jalil M.M.	Asstt. Teacher	99542-40559
7.	Maulana Aleem Uddin Barbhuiya M.M, M.A	Laibraryan	98547-00664
8.	Maulana Shafiqul Islam Choudhury M.M, M.A	Office Asstt.	94353-76658
9.	H.R.M. Hussain Ahmed Tapadar M.M, M.A	English Teacher	98545-86254
10.	Maulana Badre Alam M.M, M.A. Ph.D	S.Sc Teacher	94355-72911
11.	Md. Jubair Ahmed M.Sc.	Science Teacher	99547-73656
12.	Md. Abdul Malik	(Staff)	98595-61483

RETIRED VOLUNTARY TEACHERS

Sl. No.	Name	Designation	Contact No.
1.	Maulana Bilal Ahmed M.M National Awardee	Ex -Principal	
2.	Maulana Yousuf Ali M.M. National Awardee	Ex-Principal	94353-75206
3.	Maulana Tafazzul Hussain Choudhury M.M. F.D.	Asstt. Teacher	98542-60188
4.	Maulana Siraj Uddin M.M.	Asstt. Teacher	98542-85414
5.	Md.Faijur Rahman	(Staff)	98546-93803

VOLUNTEER TEACHERS

Sl. No.	Name	Contact No.
1.	Md. Rezaul Hoque Choudhury	95779-65341
2.	Maulana Rashid Ahmed	96781-61825
3.	Mufti Maulana Sufian Ahmed Quasimi M.M, F D.	94018-59026
4.	Mufti Maulana Niaz Uddin Quasimi M.M, F.D.	95771-41957
5.	Maulana Essam Uddin Ahmed M.M.	95775-27592
6.	Hafiz Maulana Abu Bakkar, F.M.	98548-91876

আল - জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া খ্যাত দেওরাইল টাইট্‌ল মাদ্রাসার

ছাত্র সংসদ ২০১৬-২০১৭ খ্রিঃ

সভাপতি ঃ-	মওলানা ফরিদ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (অধ্যক্ষ দেওরাইল টাইট্‌ল মাদ্রাসা)
সহ সভাপতি ঃ-	হাফিজ শরিফ উদ্দিন, (২য় বর্ষ ৩য় বিভাগ)
সাধারণ সম্পাদক ঃ-	মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, (১ম বর্ষ ৩য় বিভাগ)
সহ সম্পাদক ঃ-	দিনার আহমদ
গ্রন্থাগার সম্পাদক ঃ-	ছালেহ আহমেদ বড়ভূইয়া
সাহিত্য সম্পাদক ঃ-	মোঃ ফজলুল হক্ব

কার্যকরী সদস্য

১। ইকরমা মনজুর চৌধুরী (৩য় বর্ষ ২য় বিভাগ)
২। জমিল আহমদ (২য় বর্ষ ২য় বিভাগ)
৩। ইবরাহিম খলিল (১ম বর্ষ ২য় বিভাগ)
৪। আকছর হুছাইন (২য় বর্ষ ১ম বিভাগ)
৫। জুনাইদ আহমদ (১ম বর্ষ ১ম বিভাগ)
৬। জুবাইর আহমদ (পোষ্ঠ প্রাইমারী)
৭। ফারুক আহমদ (হিফজ বিভাগ)

ইতিহাসের পাতায়

আল জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়ার

ছাত্রদের মুখপত্র

আল-মিসবাহ

সংখ্যা	সন	সম্পাদক
প্রথম	১৯৯৪-৯৫	মোঃ হুমাইন চৌধুরী (হোজাই)
দ্বিতীয়	২০০৮-০৯	মোঃ এহছানুর রহমান (হোজাই)
তৃতীয়	২০১০-১১	মোঃ ফজলুর রহমান, (কালাইন কাছাড়)
চতুর্থ	২০১১-১২	মোঃ ইকবাল হুসেন, (হাইলাকান্দি)
পঞ্চম	২০১২-১৩	মোঃ মুশফিকুর রহমান, (বাটইয়া, করিমগঞ্জ)
ষষ্ট	২০১৩-১৪	মোঃ জিয়া উদ্দিন তাপাদার, (কাটিগড়া, কাছাড়)
সপ্তম	২০১৪-১৫	মোঃ কামাল উদ্দিন খান, (কালাগাংগের পার, উঃ ত্রিপুরা)
অষ্টম	২০১৫-১৬	মোঃ ওমর ফারুক, (সিপাহিজলা, ত্রিপুরা)
নবম	২০১৬-১৭	মোঃ ফজলুল হক, (ফতেহপুর, করিমগঞ্জ)
দশম	ক্রমশ	

আসাম রাজ্যিক মাদ্রাসা শিক্ষাপর্ষদ পরিচালিত দেওরাইল টাইটল মাদ্রাসা থেকে ২০১৬ সনের এম, এম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ স্থানাধিকারী ছাত্রগনের নাম :-

	নাম	বিভাগ	স্থান
১।	মোঃ জসিম উদ্দিন	প্রথম বিভাগ	৭ম
২।	মোঃ সাইদুল ইসলাম	প্রথম বিভাগ	৯ম
৩।	আবু মোঃ উবাইদুল্লাহ চৌধুরী	প্রথম বিভাগ	১৪ তম
৪।	মোঃ হুসাইন আহমেদ	প্রথম বিভাগ	২৮ তম
৫।	হাফিজ মোঃ নূর আহমেদ	প্রথম বিভাগ	২৯ তম
৬।	মোঃ এখলাছ উদ্দিন	প্রথম বিভাগ	৩৩ তম
৭।	মোঃ ইলিয়াছুর রহমান	প্রথম বিভাগ	৪০ তম
৮।	মোঃ আব্দুল আলিম	প্রথম বিভাগ	৪১ তম
৯।	মোঃ আব্দুল হালিম	প্রথম বিভাগ	৪৬ তম

আল-জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া পরীক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০১৬ সনের ফাজিল (এফ,এম) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামঃ-

	নাম	বিভাগ	স্থান
১।	কমরুল হুসাইন	প্রথম বিভাগ	১ম
২।	মোঃ সাইদ আহমদ	প্রথম বিভাগ	২য়
৩।	মোঃ জিল্লুর রহমান	প্রথম বিভাগ	৩য়
৪।	তাজেল ইসলাম	প্রথম বিভাগ	
৫।	ইলিয়াছ আহমদ বড়ভূইয়া	প্রথম বিভাগ	
৬।	তাজুল হক মজুমদার	প্রথম বিভাগ	

আল-জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া পরীক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০১৬ সনের ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামঃ-

	নাম	বিভাগ	স্থান
১।	ছালেহ আহমেদ বড়ভূইয়া	প্রথম বিভাগ	১ম
২।	আবুল খয়ের মোঃ নুমান	প্রথম বিভাগ	২য়
৩।	এনামুল হাসান	প্রথম বিভাগ	৩য়
৪।	মোঃ গুলাম ছরওয়ার	প্রথম বিভাগ	

আলজামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া

খ্যাত

দেওরাইল টাইট্‌ল মাদ্রাসার সদ্য প্রয়াত শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি

মওলানা ফয়জুল জালাল সাহেব (ধর্মনগরী)

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শ্বায়খুল হাদীস ও নাইবে আমীরে শরীয়ত, উত্তর পূর্ব ভারত

মওলানা নঈম উদ্দিন সাহেব (দিঘিরপাড়)

প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস

মওলানা সলমান আহমদ সাহেব (নওয়াজিস নগর)

মুহদ্দিস

মুহম্মদ আলা উদ্দিন সাহেব (রাতাবাড়ি)

ইংরেজি শিক্ষক

মুহাম্মদ মখলিসুর রহমান সাহেব (শিলচর)

হস্তশিল্প শিক্ষক

মওলানা আব্দুল জ[illegible]

(সিঙ্গারিয়া হুজুর)

মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁদের মাগফিরত ও আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

—সম্পাদক

Aziz Ahmed Khan, MLA,
LA-4, South Karimganj

Old M.L.A. Hostal, Qtr. No. 2,
Dispur, Guwahati -06
RESIDENCE
Vill. Farampasa
P.O. & P.S. Nilambazar
Dist. Karimganj, Assam
Ph. : 09615233951

Ref. No.......................... Date:................

-ঃ শুভেচ্ছা বাণী ঃ-

শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, দেওরাইল টাইট্‌ল মাদ্রাসার বার্ষিক মুখপত্র "আলমিসবাহ" অত্র মাদ্রাসার বার্ষিক অনুষ্ঠান "খতমে বুখারীতে" উন্মোচিত সেই মুখপত্রটি প্রতিবারের মত এইবারও প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে তোমরা ছাত্র সংসদ। তাই অত্যন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, তোমাদের এই সৎ সাহস দেখে।

আমি আশা করছি তোমাদের দ্বারা দেশ ও জাতির অমূল পরিবর্তন ঘটবে। তোমরা হও দেশরে একক সৈনিক। তোমাদের অপেক্ষায় বসে আছে এক সুন্দর সুদূর ভবিষ্যৎ।

সুতরাং আমার পূর্ণ বিশ্বাস তোমরা হবে ইসলামের ধারক, দেশ ও জাতির পরিবর্তনের বাহক।

*****

Krishnendu Paul, MLA,
LA-3, Karimganj

Ref. No.......................... Date:................

শুভেচ্ছা বার্তা

আল-জামিয়াতুল আরাবিয়যতুল ইসলামিয়া, খ্যাত দেওরাইল টাইট্‌ল মাদ্রাসার বার্ষিক অনুষ্ঠান "খতমে বুখারী" পূণ্যময় অনুষ্ঠানে আগত লক্ষ্য জনতাকে উষ্ণ মোবারকবাদ ও বিদায়ী ছাত্রদের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মাদ্রাসার ছাত্রদের জ্ঞানদীপ্ত, মননশীল লেখনী সমৃদ্ধ মুখপত্র "আল-মিসবাহের" সঠিক প্রতিফলনের গভীর প্রত্যাশায়।

*****

২০১৬-১৭ সালের এম.এম. চূড়ান্ত বর্ষের বিদায়ী ছাত্র মণ্ডলী

ছাত্রদের নাম	পিতার নাম	জেলার নাম	
১। মোঃ ফয়জুর রহমান (আল-জলিলী)	মোঃ নূর উদ্দিন	করিমগঞ্জ (আসাম)	9613209846
২। মতিউর রহমান (আল-জলিলী)	মোঃ হারিছ আলী	নর্থ লক্ষীমপুর	8399069546
৩। মোঃ মুহি উদ্দিন (আল-জলিলী)	মোঃ ময়নূল হক	করিমগঞ্জ	9854947394
৪। মোঃ লিয়াকত আলী (আল-জলিলী)	মোঃ হুছাইন আলী	লক্ষীমপুর	9859013159
৫। মোঃ মারুফ (আল-জলিলী)	আছান উল্লাহ আহমদ	করিমগঞ্জ	9577833658
৬। মোঃ ফখরুল ইসলাম (আল-জলিলী)	মোঃ উছমান আলী	নর্থ ত্রিপুরা	7399793727
৭। জুনাইদ আহমদ তাপাদার (আল-জলিলী)	মতিউর রহমান তাপাদার	করিমগঞ্জ	9435223764
৮। হিফজুল ইসলাম (আল-জলিলী)	মোঃ নূরুল ইসলাম	লক্ষীমপুর	9957851395
৯। মোঃ বদরুজ্জামান (আল-জলিলী)	মোঃ আব্দুল মতিন	করিমগঞ্জ	9859362443
১০। মোঃ কবির আহমদ (আল-জলিলী)	মোঃ সাইওব আলী	করিমগঞ্জ	7399756886
১১। আবুল খয়ের মোঃ জাবির আহমদ (আল-জলিলী)	মখলিছুর রহমান	করিমগঞ্জ	9577726136
১২। মোঃ জাকারিয়া আহমদ (আল-জলিলী)	আব্দুল রকিব	করিমগঞ্জ	9613099955
১৩। সাহনওয়াজ হুসেন লস্কর (আল-জলিলী)	সাজ্জাদ আলী লস্কর	কাছাড়	
১৪। মোঃ আজিমুল ইসলাম (আল-জলিলী)	মোঃ নজরুল ইসলাম	করিমগঞ্জ	9859193280
১৫। মোঃ তাজামুল হুসাইন (আল-জলিলী)	মোঃ ইনতাজ আলী	নর্থ লক্ষীমপুর	8761867725
১৬। মোঃ ছালেহ আহমদ (আল-জলিলী)	আব্দুল কালাম	করিমগঞ্জ	8761868076
১৭। মোঃ ফজলুল হক (আল-জলিলী)	মোঃ আনওয়ার হুসেইন	করিমগঞ্জ	7399796695
১৮। মোঃ শরিফ উদ্দিন (আল-জলিলী)	মোঃ শাইওব আলী	করিমগঞ্জ	9859273042
১৯। মোঃ আব্দুল ওদুদ মাঝারভুইয়া (আল-জলিলী)	আব্বাছ উদ্দিন মাঝারভুইয়া	হাইলাকান্দি	8751093729
২০। মোঃ রফিকুল ইসলাম (আল-জলিলী)	মোঃ ছান মিয়া	বড়পেটা	9957827326
২১। মোঃ সামছ উদ্দিন মজুমদার (আল-জলিলী)	মোঃ তজমুল আলী মজুমদার	হাইলাকান্দি	9577414229
২২। মোঃ আলতাফ হুসাইন (আল-জলিলী)	মছরু উদ্দিন	করিমগঞ্জ	9671883102
২৩। মোঃ আনজার আহমদ মজুমদার (আল-জলিলী)	মোঃ আসিক উদ্দিন মজুমদার	কাছাড়	7399590721
২৪। মোঃ মনজুর আহমদ (আল-জলিলী)	মোঃ আব্দুস শুকুর	কাছাড়	8752065765
২৫। ছাদিক হাসান লস্কর (আল-জলিলী)	নূরুল হক লস্কর	কাছাড়	9577489239
২৬। মেহদী মোঃ মাছরুর আহমদ বড়ভুইয়া (আল-জলিলী)	মোঃ নজরুল ইসলাম বড়ভুইয়া	হাইলাকান্দি	9859964666
২৭। মোঃ নঈম উদ্দিন (আল-জলিলী)	মুজমিল আলী	করিমগঞ্জ	9869859157
২৮। মোঃ আব্দুল সহিদ (আল-জলিলী)	আসিক আলী	কাছাড়	9707610170
২৯। সাইরুল ইসলাম তাপাদার (আল-জলিলী)	মুহিবুর রহমান তাপাদার	কাছাড়	9401026228
৩০। মোঃ লুৎফুর রহমান (আল-জলিলী)	মোঃ আব্দুছ ছলাম	শিবসাগর	9678900362
৩১। মোঃ নাজিম উদ্দিন (আল-জলিলী)	মোঃ মওলানা কুতুব উদ্দিন	করিমগঞ্জ	9613092593
৩২। নাজরুল হুসাইন (আল-জলিলী)	আমজাদ হুসাইন	ঘোলাগাঠ	7399585179
৩৩। মোঃ আজমল হুসেন (আল-জলিলী)	জলাল উদ্দিন মজুমদার	হাইলাকান্দি	7399135971
৩৪। বাহারুল ইসলাম লস্কর (আল-জলিলী)	নূরুল ইসলাম লস্কর	কাছাড়	8751812676
৩৫। মোঃ হানিফ আহমদ বড়ভুইয়া (আল-জলিলী)	আব্দুল জলীল বড়ভুইয়া	হাইলাকান্দি	9613159878
৩৬। মোঃ জিয়াউর রহমান (আল-জলিলী)	মোঃ মাহির উদ্দিন	কামরূপ	

৩৭। হুসাইন আহমদ (আল-জলিলী)	সঈদ আহমদ	উঃ ত্রিপুরা	9577404899
৩৮। ছিদ্দেক আহমদ (আল-জলিলী)	জওয়াইদ আলী	করিমগঞ্জ	7399440713
৩৯। এটি- এম- মনজুর হুসাইন (আল-জলিলী)	মোঃ আব্দুল মুনিম	করিমগঞ্জ	8011430048
৪০। আবু নাছার মোঃ ইয়াহইয়া (আল-জলিলী)	মোঃ বদরুল হক	করিমগঞ্জ	9854525183
৪১। মোঃ আলী আহমদ (আল-জলিলী)	মোঃ ফুরকান আলী	করিমগঞ্জ	8751906858
৪২। ফুরকান উদ্দিন (আল-জলিলী)	আব্দুল মন্নান	করিমগঞ্জ	9957795913
৪৩। মোঃ হামজা উদ্দিন তাপাদার (আল-জলিলী)	আজির উদ্দিন তাপাদার	করিমগঞ্জ	9854141507
৪৪। মোঃ জহিরুল ইসলাম লস্কর (আল-জলিলী)	মোঃ তৈয়ব আলী লস্কর	হাইলাকান্দি	9613540018
৪৫। মোঃ আতিকুল হক (আল-জলিলী)	মস্তকীন আলী	করিমগঞ্জ	9854660893
৪৬। আহমদুল হক মজুমদার (আল-জলিলী)	সামছুল হক মজুমদার	কাছাড়	7399790344
৪৭। মোঃ ফাজারুল ইসলাম (আল-জলিলী)	মোঃ মখদ্দছ আলী	কাছাড়	739989767
৪৮। মোঃ জিয়াউল হুসেন লস্কর (আল-জলিলী)	মোঃ আব্দুল হামিদ লস্কর	হাইলাকান্দি	9613100664
৪৯। মোঃ মারফুল হক চৌধুরী (আল-জলিলী)	মোঃ ময়নুল হক চৌধুরী	করিমগঞ্জ	9613825216
৫০। মোঃ জহির উদ্দিন খন্দকর (আল-জলিলী)	মোঃ ফজলুর রহমান খন্দকর	সিপহি জলা (T.R)	7085323622
৫১। মোঃ হেদায়তুল্লা রহমানী (আল-জলিলী)	মোঃ আব্দুল জলীল	করিমগঞ্জ	9613207698
৫২। মোঃ নাজিম উদ্দিন বড়ভূইয়া (আল-জলিলী)	মোঃ আজিজুর রহমান বড়ভূইয়া	হাইলাকান্দি	7399970970
৫৩। মোঃ রহিম গণি (আল-জলিলী)	আপ্তার উদ্দিন	কাছাড়	8472815363
৫৪। মোঃ রুহুল আমীন মজুমদার (আল-জলিলী)	মোঃ হিলাল উদ্দিন মজুমদার	হাইলাকান্দি	9869745001
৫৫। ইসলাম উদ্দিন আনছারী (আল-জলিলী)	মোঃ আমীর উদ্দিন আনছারী	করিমগঞ্জ	9859265234
৫৬। মোঃ ছালেহ আহমেদ (আল-জলিলী)	ক্বারী মোঃ সব্বির আহমদ	করিমগঞ্জ	9869104654
৫৭। মোঃ মাহিরুল ইসলাম (আল-জলিলী)	মোঃ আজিজুল হক	কামরূপ	8479809910
৫৮। মোঃ জয়নূল হক (আল-জলিলী)	মোঃ তৈয়ব আলী	করিমগঞ্জ	9613396849
৫৯। মোঃ আব্দুল হাছবি বড়ভূইয়া (আল-জলিলী)	মোঃ আজমত আলী বড়ভূইয়া	হাইলাকান্দি	9859686931
৬০। মোঃ ছালেহ আহমদ (আল-জলিলী)	মোঃ নূরুল ইসলাম	হাইলাকান্দি	9859669993
৬১। মোঃ লুকমান আহমদ (আল-জলিলী)	মোঃ বুরহান উদ্দিন	করিমগঞ্জ	9859806162
৬২। মাসুক আহমদ (আল-জলিলী)	আব্দুল মন্নান	করিমগঞ্জ	9854987510
৬৩। এ. কে. মোঃ মনছুর আহমদ (আল-জলিলী)	সামছুল ইসলাম	করিমগঞ্জ	
৬৪। মোঃ রুহুল আমিন (আল-জলিলী)	মোঃ এবাদ উদ্দিন	করিমগঞ্জ	9854671610
৬৫। মোঃ জিয়াউল হক (আল-জলিলী)	মোঃ ময়নূল হক	করিমগঞ্জ	9854463587
৬৬। মোঃ জিয়াদুল হক (আল-জলিলী)	মিজাজুর রহমান	করিমগঞ্জ	9854374878
৬৭। এনাম উদ্দিন (আল-জলিলী)	নূর উদ্দিন	করিমগঞ্জ	8473821766
৬৮। রফিকুল আলম লস্কর (আল-জলিলী)	আব্দুল ছুবহান লস্কর	কাছাড়	8135037192
৬৯। মোঃ মুস্তফা আহমদ (আল-জলিলী)	মোঃ খলিল উদ্দিন	কাছাড়	9854521323
৭০। ওয়ারিছ আহমদ লস্কর (আল-জলিলী)	নিজাম উদ্দিন লস্কর	করিমগঞ্জ	8752874856
৭১। মোঃ ফজলুল করিম (আল-জলিলী)	মোঃ খলিলুর রহমান	কাছাড়	9859813144
৭২। মোঃ জসিম আলী (আল-জলিলী)	মোঃ লতিব আলী		

৭৩। মোঃ রেজওয়ান হায়দার বড়ভুইয়া (আল-জলিলী)	মোঃ আব্দুল করিম বড়ভুইয়া	হাইলাকান্দি	875189808
৭৪। আলী আহমদ (আল-জলিলী)	সফিকুর রহমান	কাছাড়	8752874856
৭৫। মোঃ জাকারিয়া আহমদ (আল-জলিলী)	মোঃ আব্দুল হক্ব বড়ভুইয়া	হাইলাকান্দি	8762840408
৭৬। মোঃ ছালিম উদ্দিন চৌধুরী (আল-জলিলী)	মোঃ আব্দুর রসিদ চৌধুরী	হাইলাকান্দি	9613561405
৭৭। মোঃ আব্দুস শুকুর (আল-জলিলী)	মোঃ আব্দুর রজাক	করিমগঞ্জ	8752974412
৭৮। মোঃ সাবুল আহমদ মজুমদার (আল-জলিলী)	মোঃ ময়না মিয়া মজু	হাইলাকান্দি	7399525372
৭৯। মোঃ ইমদাদুল্লাহ (আল-জলিলী)	মোঃ আব্দুর রজ্জাক	করিমগঞ্জ	9859961681
৮০। মোঃ হুছাইন আহমেদ তাপাদার (আল-জলিলী)	আব্দুল মন্নান তালুকদার	কাছাড়	9859135948
৮১। এমরান হুসাইন (আল-জলিলী)	খলিল মিয়া	সিপাহি জলা (T.R)	08974941616
৮২। আছাদ উদ্দিন (আল-জলিলী)	আয়জুর রহমান	করিমগঞ্জ	7896376182
৮৩। তাজেল ইসলাম (আল-জলিলী)	আরশদ আলী	গুমতি (T.R)	9577685126
৮৪। মোঃ জাকির আহমেদ লস্কর (আল-জলিলী)	মোঃ ফয়জুল হক্ব লস্কর	হাইলাকান্দি	7399390364
৮৫। ইয়হইয়া আহমেদ তাপাদার (আল-জলিলী)	মোঃ সাহাব উদ্দিন তাপাদার	করিমগঞ্জ	9854118833
৮৬। আবুল কালাম (আল-জলিলী)	মৌলানা আব্দুল ফাত্তাহ	করিমগঞ্জ	9859949766
৮৭। আব্দুল হাফিজ লস্কর (আল-জলিলী)	ক্বারী আব্দুল মতিন লস্কর	হাইলাকান্দি	9613101366
৮৮। ছফরুল হুসেন (আল-জলিলী)	আব্দুল কাইয়ম	করিমগঞ্জ	9577841037
৮৯। আপ্তার উদ্দিন বড়ভুইয়া (আল-জলিলী)	আনোওয়ার উদ্দিন বড়ভুইয়া	কাছাড়	7035098906

২০১৬-১৭ ইংরাজীর হিফজ্ বিভাগের বিদায়ী ছাত্রদের তালিকা

নাম	পিতার নাম	জিলা	ফোন নং
১। হাফীজ ফারুক আহমদ	মাহমদ আলী	করিমগঞ্জ	9577257438
২। হাফীজ আলা উদ্দিন	মঈন উদ্দিন	হাইলাকান্দি	9085638655
৩। হাফীজ আবু আফজল	এবাদুর রহমান	করিমগঞ্জ	9577141957
৪। হাফীজ ক্বাজী মোরাদ আহমদ	কাজী আবু নছর	করিমগঞ্জ	9401133151
৫। হাফিজ মিছ বাহুল ইসলাম	ছিদ্দেক আহমদ	করিমগঞ্জ	9854278874
৬। হাফীজ কাওছার আহমদ	আবুবক্কর ছিদ্দেক	করিমগঞ্জ	8753063048
৭। হাফীজ রুহেল আহমদ	ফেয়াজ উদ্দিন	করিমগঞ্জ	9678026202
৮। হাফীজ সাহারুল আলম	কবির উদ্দিন	কাছাড়	9132313208
৯। হাফীজ আবু আনছার	ফয়জুর রহমান	করিমগঞ্জ	7399640172
১০। হাফীজ আবু উবাইদা তাপাদার	মোঃ নজমুল ইসলাম তাপাদার	করিমগঞ্জ	9577935174
১১। আবু নছর মোঃ ফয়জুল জলীল	মৌলান রসিদ আহমদ	করিমগঞ্জ	7399516031

সুসময়ে বন্ধু বটে
সবাই সবার,
হয়,
অসময়ে
হায় হায়
কেউ কারো
নয়।

জীবন

মুহাঃ ফাহিম মুহাম্মদ শাহরিয়ার

কত যে করুণা তোমার
ওহে রাব্বানা।
মানব জনম দিয়েছ আমায়,
তোমারই করুণা।
সার্থক মানব জনম হয় যেন,
করি কামনা।
হে মন, কর শপথ, গড় জীবন,—
জীবন তো আর ছোট নয়,
সে যে অনেক বড়।
লেখা-পড়া করে আমায়,
এগোতে হবে আরো।
যুদ্ধ আমায় করতে হবে,
দুষ্ট মনের সঙ্গে।
জীবনখানা বিলিয়ে দিব,
ভালবাসার রঙে।
সত্যের গান গেয়ে যাব,
সারা জীবন ধরে।
আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেব,
সকল দুঃখীর ঘরে।
এমন মন, এমন ধন হোক,
আমারও আপনার।
সব মিলে, সব শেষে, গড়ে উঠুক,
মধুময় সুখের সংসার।
পূর্ণ হোক বাসনা, প্রার্থনা আমার।
তার কাছে রহিল মিনতি,
যার কাছে নেই অভাব,
মায়া, মমতা ও দয়ার।।

(দাদাজী উত্তর পূর্ব ভারতের নাইবে আমীরে শরীয়ত্ শ্বায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা ফয়জুল জালাল সাহেব (রহঃ) স্মরণে)

"জালালী জ্যোতি"

— মাজিদা খাতুন
ঝেরঝেরী, কদমতলা, উত্তর ত্রিপুরা

দাদাজী ছিলেন আমার কত যে মহান,
আলোয় আলোয় ভরা ছিল অন্তর ও প্রাণ।
১৯৩১ সালের ২৩ শে এপ্রিল জন্মিলেন ঝেরঝেরী গ্রামে,
পরিচিত হলেন তিনি ধর্মনগরী হুজুর নামে।
সুস্থ সুন্দর মানুষ অতি কত দয়াবান,
শরীয়তে ছিলেন সদায় খুবই নিষ্টবান।
তিন ছেলে চার মেয়ে সুখেরই সংসার,
সবার সাথে ছিল তাঁর মধুর ব্যবহার।
ছেলেদের বানিয়েছেন হক্কানী আলিম,
শরীয়তের পাবন্দ হতে দিয়েছেন তা'লীম।
বাড়ী ছিল ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমায়,
হাদীসের সবক দিতেন আল্-জামিয়ায়।
কাছাড় টাইটেলে গেলেন জীবন সায়াহ্নে,
শ্রদ্ধাভরা হৃদয়ের আকুল আহবানে।
নামটি কতই সুন্দর ফয়জুল জালাল,
ভয় করত যত সব কপট দালাল।
উদারতায় কোমলতায় ভরা ছিল মন্,
কৃত্রিমতা নিষ্ঠুরতা আসেনি কখন।
গরীব দুঃখীদের প্রতি ছিলেন দয়াবান,
পৃথিবীতে রেখে গেলেন কতই অবদান।
ছিলেন তিনি সময় কালের ফক্বীহ মুহাদ্দিস,
পূর্বাঞ্চলের প্রবীনতম শ্বায়খুল হাদিস।
হৃদয়ের মাঝে গাঁথা ছিল নদওয়া, এমারত্,
দাদাজী মোর ছিলেন উত্তর পূর্ব ভারতের নাইবে আমীরে শরীয়ত্।
আকাশের মত ছিল বিশাল জীবন,
নদীর মত গভীর ছিল দিল ও মন।
দুনিয়া ছেড়ে গেলেন তিনি ২০০৯ এর ২৯ শে জুন,
কেঁদে কেঁদে বলল সবাই ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
পৃথিবীতে পেয়েছেন শ্রদ্ধা সম্মান,
জান্নাতে দিয়োগো আল্লাহ্ মর্যাদার স্থান।

-আমীন

হামদে খোদা

আবুল খয়ের মুহাঃ নুমান
২য় বর্ষ, ২য় বিভাগ

আল্লাহ তোমার নাম রহীম ও রহমান,
দ্বীন দুনিয়ার যত কিছু তোমারই দান।
তুমি জাহান সৃষ্টিকারী
সৃষ্টিকারী ইনসান,
কত সুন্দর রূপ দিয়েছ নাই তাহার নিশান।।
পোকা মাকড় মখলোক্ব
তুমি দিয়েছ জন্ম দান,
সব কিছু পার খোদা তুমি শক্তিমান।
দুনিয়াতে যত নবী
করেছ দান,
মোদের নবীজিকে বানিয়েছ সকলের প্রধান।
চারি কিতাব দিয়েছ
দুনিয়াতে স্থান,
তাহার মাঝে শ্রেষ্ট তুমি করেছ কোরআন।
তোমার ভেদ বুঝার মত
মোদের নাই জ্ঞান,
তোমার কাছে মরে-বাচে মখলোক্বের পরাণ।
বেহেস্ত আর দোযখ
তুমি করিয়াছ নির্মাণ,
দুনো জায়গায় থাকেন কত জিন্নাত ও ইনসান।।
বেহেস্ত বানিয়েছ
খোদা ফুলের বাগান,
যার মধ্যে আটটি স্তর আছে বিদ্যমান।।
দোযখ তোমার সাপ,
বিচ্ছু , আগুনে নির্মাণ,
তাহর মধ্যে সাতটি স্তর আছে তার প্রমাণ।।
তোমার আদেশ পালন করিলে
বেহেস্ত কর দান,
আদেশ পালন না করিলে দোযখ তার সম্মান।

***

কখন যাব মদিনায়

মুহাঃ সাকির আহমদ
২য় বর্ষ, ১ম বিভাগ

আমারে পৌছাইয়া দিও সোনার মদিনায়,
সালাম জানাইয়া আসব নবিজীর রওজায়।
সেথায় আছেন আমার নবী তাঁর চরণ চুমি
জীবনের সাধ করব পুরা ধন্য হব আমি।
ও গো আল্লাহ, নবীর কাছে পৌছাইয়া দাও আমায়।
মনে হয় ভোমরা হইয়া, পাখায় ভর দিয়া,
যাইতাম আমি মদিনাতে উড়িয়া উড়িয়া।
কিংবা হয়ে বুলবুল পাখি, নবীর নাম ডাকিডাকি,
যাইতাম আমি মদিনাতে জিয়ারতের লাগি।
আমার মন কাঁদে, হায়রে কখন যাব মদিনায়।
দুজাহানের বাদশা যে আমার নূর নবী,
দিবারাত্রি ভাসে চোখে মদিনার ছবি।
সাকির বলে যাইতে পারলে নবীর জিয়ারতে,
ধন্য হত অধম জীবন, নবীর চরণ চুমিতে।
আশা কি আমার হইবে পূরণ থাকিতে এ ধরায়,
আমি অধম বসে আছি, তোমার ডাকের অপেক্ষায়।।

***

হে যুবক- যুবতী
রাস্তায় চলতে যদি কারো
প্রতি নজর চলে যায়
নজর নিচু করো
দোকানে রাখা মিষ্টি দেখলে
যেমন পেট ভরেনা
তেমন নজর দিয়েও পেট ভরবেনা
শুধু আমলনামায় পাপ জমা হবে
এতটুকু বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করো
খেলে না ছুঁলে না
এই পাপ কেন নিজের কাঁধে নেবে?

2017

January

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

February

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

March

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

April

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
2	3	4	5	6	7	1/8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

May

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

June

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

July

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
2	3	4	5	6	7	1/8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

August

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

September

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

October

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

November

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

December

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
3	4	5	6	7	1/8	2/9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

AL-JAMIATUL ARABIATUL ISLAMIA

BADARPUR, KARIMGANJ, ASSAM

AL - MISBAH

9th Issue

Editor :
MD. Fazlul Haque
Al Jalili

Designed by : Anowar Hussain
Printed at: National Offset Printers, Badarpur